উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৩,৭৩০.২৩ (+৭৪০.৩০)

নিফটি : ২২,৩৩৭.৩০ (+২৫৪.৬৫)

শুল্ক যুদ্ধ 'এপ্রিল ফুল' নয়

ভারত-চিনের সঙ্গে কার্যত শুল্ক যুদ্ধ শুরু করছে আমেরিকা। বুধবার তা স্পষ্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২ এপ্রিল থেকেই শুরু হচ্ছে এই নতুন শুল্কনীতি। » ৭

গোয়েন্দা ব্যর্থতা, মত কোর্টের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলায় পুলিশের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা দেখছে হাইকোর্ট। এমন হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৫°	৩১°	১৩°	৩১°	১৪°	৩১°	১৫°

অক্সফোর্ডে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন মমতা

২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 6 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 286

বরফের চাদরে

যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফ আর বরফ। তুষারপাতের পর কাশ্মীরের পহলগামে। বুধবার।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কম হইচই হয়নি রাজ্যে। ইতিমধ্যে জেলও খাটছেন বেশ কয়েকজন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জেলে। এরই মধ্যে একাধিক শিক্ষককে সিবিআই ডাকায় নতুন জল্পনা।

৩ শিক্ষককে সিবিআই তলব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : রাজ্যের ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করল সিবিআই। তাঁরা সকলেই ২০১৪ সালে শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছেন। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন। কোচবিহারের তিনজন শিক্ষক হলেন মোস্তাফিজুর রহমান, কমলকুমার বর্মন ও সুজিত বিশ্বাস। এর মধ্যে মোস্তাফিজুর কোচবিহারের দিনহাটার ওয়েস্ট সার্কেলে, কমলকুমার বামনহাট সার্কেলে ও সুজিত মাথাভাঙ্গা-২ সার্কেলের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।

কোচবিহার ছাড়াও সিবিআইয়ের তালিকায় বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর দিনাজপুর মোট ১৪ জেলার শিক্ষক রয়েছেন। সিবিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে কলকাতায় সিবিআইয়ের দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে হাজিরা দেওয়ার তারিখ সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক নয়। কোচবিহারে ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের কাছে ৪ মার্চ ওই চিঠি এসে পৌঁছেছে। তাতে আগামী ৬ মার্চ কোচবিহার জেলার ওই তিন শিক্ষককে কলকাতায় গিয়ে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের এভাবে সিবিআই তলবের কথা জানাজানি হতেই রাজ্যের শিক্ষা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তলব পাওয়া শিক্ষক মোস্তাফিজুর বলেন, 'কেন সিবিআই ডাকল তা জানি না। আমাদের নিয়োগের তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

নিয়োগ দুর্নীতি

- রাজ্যের ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে ডাকল সিবিআই
- ওই শিক্ষকরা সকলেই ২০১৪ সালে শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছেন
- কলকাতার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে
- হাজিরা দেওয়ার তারিখ সকলের ক্ষেত্রে এক নয়
- সবাইকে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, 'মঙ্গলবারই আমি এই চিঠি পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পরই ওই তিন শিক্ষককে ডেকে তাঁদের হাতে চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা সকলেই ২০১৪ সালে নিয়োগ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিক শিক্ষক পদে বিভিন্ন নিয়োগ নিয়ে বহুদিন ধরেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এসব নিয়ে বহু মামলাও চলছে। দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রাথমিক পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই কয়েক বছর ধরে জেল খেটেছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বেশ কয়েক বছর ধরে জেলে রয়েছেন। এই অবস্থায় ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করেছে সিবিআই। এর মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই রয়েছেন ৪৮ জন। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ১২ জন, হাওড়ায় ৬ জন, হুগলিতে ৬ জন, ঝাড়গ্রামে ১৩ জন, বাঁকুড়ায় ২ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ২ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ জন, কলকাতায় ৪ জন, মুর্শিদাবাদে ২ জন রয়েছেন। এছাড়া উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও মালদায় ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। তবে হঠাৎ করে এই শতাধিক শিক্ষককে কেন সিবিআই তলব করল, কেন তাদের সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে দেখা করতে বলল তা নিয়ে শিক্ষামহলে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে।

অস্থির বাংলাদেশ

ভারতে থাকলেও হাসিনার বিচার হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৫ মার্চ : মহাচাপে মুহাম্মদ ইউনূস। উভয়সংকট তাঁর। দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন হোক। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপ দিচ্ছে খালেদা জিয়ার দল। যা এককথায় নাকচ করা মুশকিল প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে। অন্যদিকে, নবগঠিত জাতীয় পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা সারজিস আলম মঙ্গলবারই হুমকি দিয়েছিলেন, হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ নির্বাচনের কথা না বলে।

এই দুই চাপের মুখে বুধবার ইউনূস প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত বিচারের কথা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলে তো হল না। শেখ

হুঁশিয়ারি ইউনূসের

হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁকে প্রত্যর্পণের অনুরোধে এখনও সাড়া দেয়নি নয়াদিল্লি। তাতে কী? ইউনূসের কথায়, 'হাসিনা বাংলাদেশে থাকুন বা না থাকুন, উনি ভারতে থাকলেও আমরা তাঁর বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পারি।'

তবে শেষপর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন হলে সদ্যগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। বুধবার দলের নেতা সামান্তা শারমিন বলেন, 'দেশে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমাদের।' হাসিনার বিচারের কথা বললেও ভিনদেশে থাকাকালীন কীভাবে সম্ভব, তা স্পষ্ট করেননি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

ব্রিটেনের একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার বিচার হবেই।'

এরপর দশের পাতায়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ফাইনালে রোহিতদের সামনে নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড-৩৬২/৬
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩১২/৯

লাহোর, ৫ মার্চ : দুবাই থেকে নাইরোবির দূরত্ব সাত হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। সময়ের নিরিখে ব্যবধান ২৫ বছরের।

গুলিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা? একটু খোলসা করা যাক। ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (তখন নাম ছিল আইসিসি নক আউট ট্রফি) দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনালে নাইরোবিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেই ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার। ২৫ বছর পর এবার রোহিত শর্মার ভারতের সামনে মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ড।

অধিনায়ক স্যান্টনার (৪৩/৩), যিনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৩ উইকেট তুললেন। যার সুবাদে নিউজিল্যান্ড ৫০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে তৃতীয়বার ফাইনালে উঠল।

তার আগে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন স্যান্টনার। শুরুতেই উইল ইয়ংকে (২১) ফেরান লুঙ্গি এনগিডি। তবে দ্বিতীয় উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (১০৮) ও কেন উইলিয়ামসনের (১০২) ১৫৪ বলে ১৬৪ রানের জুটিতে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে ঠিক হয়ে যায়। রাচিন এবং উইলিয়ামসন- দুজনেরই ক্যাচ ফেলেন হেনরিচ ক্লাসেন। যার পুরো ফায়দা তুলে দুজনেই শতরান করে যান। রাচিনের মোট ৫ ওডিআই শতরানের মধ্যে সবক'টিই এল আইসিসি প্রতিযোগিতায়। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মাত্র ২৫ বছরেই এই নজির গড়লেন তিনি। অন্যদিকে, উইলিয়ামসন এদিন ওডিআইয়ে ১৫তম শতরানে পৌঁছান ৯১ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচে শতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। স্লগ ওভারে ড্যারিল মিচেল (৩৭ বলে ৪৯) ও গ্লেন ফিলিপসের (২৭ বলে অপরাজিত ৪৯) ক্যামিওতে কিউয়িরা ৩৬২/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সর্বাধিক দলগত স্কোর।

রান তাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারা শুরুতেই ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে (১৭) হারায়। তারপর কিছুটা চেষ্টা করেন অধিনায়ক

এরপর দশের পাতায়

বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতিতে বন্ধ তদন্ত

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৫ মার্চ : দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্ত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। ওই জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া এক পুরকর্মী ও দুই ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষরের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও রিপোর্ট আসেনি। তদন্তও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বিরোধীদের অভিযোগ, সামনেই বিধানসভা ভোট তাই তদন্ত একপ্রকার ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের একেবারে শেষের দিকে দিনহাটা পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই পড়ে যায় জেলার রাজনীতিতে। চাপ এতটাই বাড়ে একসময় পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়। বিল্ডিং প্ল্যান পাশের জালিয়াতির কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয় পুরসভারই দুই ইঞ্জিনিয়ার ও এক পুরকর্মীকে। সেইসময় তদন্তে গতি আনতে তদন্তকারীরা গত ২২ জানুয়ারি গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা কলকাতায় ফরেন্সিকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এক মাসের বেশি সময় পরেও ওই নমুনার সংগ্রহের ফলাফল আসেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিনহাটা থানার এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করেন, তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। যে কোনও নমুনা পরীক্ষা করা সময়সাপেক্ষ। তাই পরীক্ষার ফলাফল এলে অবশ্যই তদন্ত আগের গতিতেই চলবে।

সিপিএম নেতা শুভ্রালোক দাসের কথায়, 'যেভাবে তদন্তের গতি এগিয়ে যাচ্ছিল তা ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। আর তাতেই হয়তো অনেকের সমস্যা হচ্ছিল। আর সেকারণেই তদন্ত মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' যদিও তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর বলেন, 'তদন্ত তদন্তের মতো চলবে, আমাদের দল দুর্নীতিকে কোনও প্রশ্রয় দেয় না।'

ঠান্ডা ঘরে

- গ্রেপ্তার হওয়া এক পুরকর্মী ও দুই ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষরের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছিল
- এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও রিপোর্ট আসেনি
- বিরোধীদের অভিযোগ, সামনেই বিধানসভা ভোট তাই তদন্ত একপ্রকার ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে
- ওই ঘটনায় পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়

গত ২৪ ডিসেম্বর প্রথমবার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডের একটি অভিযোগ দিনহাটা থানায় আসে। আর এরপরেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্ত নতুন মাত্রা নেয়। ওই ঘটনায় যে সমস্ত তথ্য এসেছিল, তাতে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ বেশ

এরপর দশের পাতায়

আবাসের টাকা গেল অন্যের অ্যাকাউন্টে

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৫ মার্চ : মেখলিগঞ্জ পুরসভায় কয়েকবছর আগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের টাকায় কাটমানির অভিযোগ ঘিরে হইচই হয়েছিল। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ একের পর এক কাউন্সিলারের বাড়িতে কাটমানি ফেরতের দাবিতে ধর্না দিতেও দেখা গিয়েছিল। তারপর সরকারি ঘর নিয়ে কোনও অভিযোগ ছিল না। কিন্তু নতুন করে আবার অভিযোগ উঠল একজনের ঘরের টাকা ঢুকেছে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে। যা নিয়ে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে। পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মর্জিনা বেগম এনিয়ে এক মহিলা ও পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত নোডাল অফিসারের বিরুদ্ধে মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারী মর্জিনা বেগম জানান, ২০১৮ সালে আবাস যোজনার ঘরের আবেদন করেছিলেন। ঘরের টাকা না পাওয়ায় পুরসভার দ্বারস্থ হন তিনি। পুরসভা জানায় তাঁর আবেদনের কাগজপত্র 'মিসিং' হয়েছে। আবার কাগজপত্র জমা করার পরেও ঘরের টাকা পাননি তিনি। মর্জিনা বেগম বলেন, 'ছয় মাস আগে পুরসভার একটি অডিটে গিয়ে জানতে পারি আমার নামে আগেই ঘর প্রদান করা হয়েছে। আমার আইডির সঙ্গে একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর পাই। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সেই অ্যাকাউন্ট নম্বর আমার ওয়ার্ডেরই এক গৃহবধূর। তারপর এনিয়ে একাধিক পুরসভার দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজ হয়নি। সেই কারণে থানার দ্বারস্থ হলাম।' মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'অভিযোগ জমা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

মর্জিনা বেগমের অভিযোগ নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। প্রাপক এবং অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানলা

পেতাম যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

ইউনিয়ন রুমে মদের আসর

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৫ মার্চ : টেবিলের ওপর নামী ব্র্যান্ডের মদ। সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকস, মিনারেল ওয়াটার আর চাট হিসেবে শিঙাড়া। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমের এমন একটি দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আর কলেজের ইউনিয়ন রুমে মদের আসরের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে তুফানগঞ্জের শিক্ষা মহলে।

এব্যাপারে তুফানগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এনিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে এমনটা ঘটে থাকলে পদক্ষেপ করা হবে।'

বুধবার তুফানগঞ্জ শহর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী কয়েক সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। আর তারপরেই শুরু হয় হইচই। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল ছাত্র নেতা ধীমান দেউড়ি ইউনিয়ন রুমে মদের গ্লাস হাতে বসে রয়েছে। কেউ একজন ভিডিও করছে, সেইসঙ্গে ধীমানের মদ্যপান নিয়ে রীতিমতো কমেন্ট্রিও করছে।

যদিও এআইয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়াচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল ছাত্র নেতা ধীমানের সাফাই, 'এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজমাধ্যমে।' আর ভিডিওর সত্যতা যাচাইয়ের পর কোনও তৃণমূল নেতা দোষী প্রমাণিত হলে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানোর কথা বলেছেন তুফানগঞ্জ শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি শুভম সরকার।

১৯৭১ সালে স্থাপিত হয় তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। ১৮টি বিভাগে বর্তমানে ৫ হাজারের ওপরে ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন। এই কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে একাধিক পড়ুয়া দেশ-বিদেশে চাকরি করছেন। গবেষণা করছেন। এছাড়াও এই কলেজের এনএসএস বিভাগ থেকে একাধিক ছাত্রছাত্রী রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এমন একটি কলেজের ভিতরে এমন ঘটনার দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। শিক্ষাঙ্গনের ভেতরে মদ্যপানের আসর বসার বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছেন না কেউই। কেউ কেউ তো আবার কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অশনিসংকেত দেখছেন।

এরপর দশের পাতায়

ভিডিও ভাইরাল

কলেজের ইউনিয়ন রুমে মদের আসরে তৃণমূলের ছাত্র নেতা।

বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছান প্রধান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : সিনেমার মতো গল্প। আসলে সত্যি। মানুষের কাছে পরিচিত নাম 'প্রধান'। পেশায় রান্নার গ্যাসের এজেন্ট। কারণ সামান্য সাম্মানিকে মাস চলে না। তাই সংসারের জোয়াল টানতে ভরসা অন্য রোজগার। এক বছর ধরে রায়গঞ্জের ১২ নং বড়ুয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ভবানন্দের জীবন এভাবেই চলছে।

ভবানন্দ বর্মন। ভোর হলেই বাড়ি লাগোয়া দোকান খুলে দেন। ২০ থেকে ২৫টা সিলিন্ডার থাকে সেখানে। একপাশে পুরোনো ভাঙা টেবিলচেয়ার। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। এরপর সকাল ১০টার আগে ঘরে যান। স্নান-খাওয়া সেরে পৌঁছান পঞ্চায়েত অফিসে। অফিসের কাজ সেরে আবার ফিরে যান দোকানে। যদিও প্রতিদিন এক রুটিনে চলে না। মাঝেমধ্যে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হয়। ভবানন্দের বাবা সুনীল বর্মন দীর্ঘ ১০ বছর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। আজও তাঁদের আস্তানা একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। প্রধানের স্ত্রী শিল্পী বর্মনও এই কাজকে সমর্থন করেন।

পাশের গ্রামের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য মানিক বর্মনের বক্তব্য, 'এক বছর হল দেখছি প্রধান গ্যাসের একটি দোকান দিয়েছেন। সকালের দিকে সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। আগে তো রায়গঞ্জে কাজ করতেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। সবার কথা শোনেন।'

সাইকেলে সিলিন্ডার বহন পঞ্চায়েত প্রধান ভবানন্দ বর্মনের। -সংবাদচিত্র

২০২৩ সালে তাহেরপুর সংসদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সাইকেলে করে গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। তবে নিজের গ্রামের আশপাশের বাড়িতেই এই কাজ করেন। আগে রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ায় একটি মৎস্য হ্যাচারিতে কাজ করতেন। প্রধান হওয়ার পর সেই কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রধান হিসেবে মাসিক যে সাম্মানিক পান, তা দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে ভারত গ্যাস কোম্পানির এক ডিস্ট্রিবিউটারের অধীনে সামান্য পুঁজি লাগিয়ে তাহেরপুর নোয়াপাড়া গ্রামে আইডি নম্বর নেন। বাড়ির সামনে দোকান তৈরি করে সেখান থেকেই ব্যবসা করেন। ইতিমধ্যে ২০০ গ্রাহক তৈরি করেছেন এলাকায়।

ভবানন্দের কথায়, 'মাসিক পাঁচ হাজার টাকা সাম্মানিকে সংসার চলে না। তাই কাজ করতে হয়। কাজ না করলে চুরি করতে হবে। স্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। যা আয় হয়, তা দিয়ে চলে যায়।'

তবে তিনি ভবিষ্যতের চিন্তা করেন। তাঁর আরও মন্তব্য, 'পাঁচ বছর পরে যদি প্রধান না থাকি, তখন তো কিছু করেই খেতে হবে। মানুষের সেবা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। চুরি না করে সবার মতো কাজ করে রোজগার করলে গ্রামের লোকজন সম্মান করবে।'

প্রধানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'এমন প্রধান এর আগে দেখিনি। নিজেই সিলিন্ডার পৌঁছে দেন।' ওই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি বীণা ঝা জানান, 'আমরা আলাদা দল করলেও প্রধান খুব ভালো। এমনটাই চেয়েছিলাম।'

বাজার মাতাচ্ছে বাজাজ গোগো

নিউজ ব্যুরো

৫ মার্চ : স্বনামধন্য কোম্পানি বাজাজ অটো লিমিটেড বাজারে এনেছে তাদের নয়া ইলেক্ট্রনিক অটো ব্র্যান্ড 'বাজাজ গোগো'। পি৫০০৯, পি৫০১২ এবং পি৭০১২-এই তিনটি ভ্যারিয়েন্টে মিলবে এই অটো। এই গাড়িটি একবার চার্জে ২৫১ কিমি পর্যন্ত চলতে সক্ষম। অটো হ্যাজার্ড, অ্যান্টি রোল ডিটেকশন, শক্তিশালী এলইডি লাইট এবং হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট-এর মতো ফিচারগুলির কারণে গাড়িগুলি ক্রেতাদের মধ্যে সেরা পছন্দ হয়ে উঠেছে। দেশজুড়ে সমস্ত বাজাজ অটো ডিলারশিপে এগুলির বুকিং শুরু হয়েছে।

বাজাজ অটো বহু বছর ধরে নিজের সুনাম বজায় রেখেছে। থ্রি-হুইলার শিল্পে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে তারা। যার নবতম সংযোজন বাজাজ গোগো। বাজাজ গোগো ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল থ্রি-হুইলার শিল্প এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রতীক।

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Offline tenders are being invited from reputed agencies for disposal of Live Trees & fire woods and online corrigendum published for Tender ID : **2025_UBKV_821758_1**. For details please visit www.ubkv.ac.in & www.wbtenders.gov.in
Registrar (Actg.)

কর্মখালি
হোটেলের জন্য ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং বিরিয়ানি জানা কারিগর প্রয়োজন। (M) 9434301993. (C/115163)
•
ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/115217)

বিক্রয়
দিনহাটা, বড় আটিয়াবাড়ি, রাধানগর কলোনি স্কুল মাঠের নিকটস্থ ৮½ কাঠা জমি পাকা রোডের পূর্ব পার্শ্বে, বাড়ি ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ত। বিক্রয় হইবে। (M) 9733132282. (U/D)

অ্যাফিডেভিট
I, Sona Roy, S/o Srimanta Roy, R/o Samar Nagar, Kalkut, Pradhan Nagar, Darjeeling, W.B.-734003 have changed my name to Sanatan Roy vide affidavit dt. 05/03/2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Siliguri for all future purposes. (C/113434)

গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ৩৫আর/২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ মালিগাঁও (মুখ্য কার্যালয়) মণ্ডলে (পার্টএ) গোশালা এবং নামবাড়ি এলাকায় স্থিত সেবা ভবন এবং আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের উপরে ৫ বৎসরের এএমসি/সিএমসি সহিত ১৭৩৩ কেডব্লিউপি গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯,২১,৭৭,৪৬০.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬,১০,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ হোলি স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **শিয়ালদহ এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে** একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

শিয়ালদহ- নিউ জলপাইগুড়ি			০৩১০৫ ০৩১০৬	নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি, মঙ্গল	-	২৩.৪০	↓ শিয়ালদহ	০১.০৫	-	মঙ্গল, বৃহস্পতি
সোম, বুধ	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.৩৩	২৩.৩৫	সোম, বুধ
	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	
	১০.৪৫	-	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ শিয়ালদহ থেকে ০৩১০৫ ঃ** ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) এবং ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২ টি ট্রিপ। **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১০৬ ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) এবং ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২ টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি-২ টিয়ার — ০১, এসি-৩ টিয়ার — ০৪, স্লিপার শ্রেণি — ১০, দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৩ এবং এলএসএলআরডি — ০২ = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গন্ডার শুমারিতে দেখা একাধিক শাবকের

শুভদীপ শর্মা ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

লাটাগুড়ি ও মাদারিহাট, ৫ মার্চ : উত্তরের দুই জাতীয় উদ্যানে বুধবার শুরু হল গন্ডার শুমারি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুমারি চলবে। গরুমারায় প্রথম দিনের শুমারি শেষে বনকর্তাদের আশা, ৫৫ থেকে বেড়ে এবার সেখানে গন্ডারের সংখ্যা ৬০-এর মতো হবে। তবে একই গন্ডারকে দু'বার গোনা হয়েছে কি না, সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরেই প্রকৃত গন্ডারের সংখ্যা জানা যাবে বলে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন।

এদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে শুমারি শুরু হয় গরুমারায়। বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে মোট ১৮০ জন একাজ করছেন। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা গরুমারা ও চাপড়ামারি জঙ্গলের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি বন বিভাগের নাথুয়া, রামশাই, লাটাগুড়ি ও নাথুয়া রেঞ্জের জঙ্গলে এবার গন্ডার শুমারি হচ্ছে। তার কারণ, গরুমারার পাশাপাশি এই সমস্ত জঙ্গলও গন্ডারদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। শুমারির কাজে নিযুক্ত কর্মীরা এদিন ছোট ছোট ৪৫টি দল গঠন করে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে খোঁজ করেছেন গন্ডারের। ১৮টি কুনকি হাতিকেও কাজে লাগানো হয়েছে। ডিএফও জানান, গন্ডারগুলির বৈশিষ্ট্য দেখেই সেগুলির নামকরণ হবে আগামীতে। বড় গন্ডারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি শাবকের দেখাও মিলেছে এদিনের শুমারিতে।

শেষ ২০২২ সালে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হয়েছিল। তখন গন্ডার ছিল ৫৫। গত তিন বছরে খুব একটা বেশি গন্ডারের মৃত্যু হয়নি সেখানে। পাশাপাশি, কয়েকটি শাবকের জন্ম হওয়ায় বনকর্তারা নিশ্চিত গরুমারায় বাড়ছে গন্ডারের সংখ্যা। শুমারির কাজে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য নন্দু রায় জানান, গরুমারা জঙ্গলের মূর্তি নদীর চর, নাথুয়ার জঙ্গল ও জলঢাকার চরে একাধিক শাবক সহ গন্ডারের দেখা মিলেছে। ডিএফও জানান, শুমারির সমস্ত রিপোর্ট আসার পর তা পর্যালোচনা করা হবে। দেখা হবে গরুমারায় থাকা বিভিন্ন ট্র্যাপ ক্যামেরার ফুটেজ। তারপরেই গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা বলা সম্ভব হবে। তা জানার পরেই গন্ডার সংরক্ষণে আর কী কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হবে বলে ডিএফও জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবারও সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চলবে শুমারির কাজ। শুমারির জন্য দু'দিন গরুমারা জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে, জলদাপাড়ায় গন্ডার গণনার কাজে যুক্ত করা হয়েছে ৭০টি কুনকি হাতিকে। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, ১৯৩টি দলে ৪০০ জন কর্মীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যও রয়েছেন। পাঁচটি রেঞ্জে একসঙ্গে শুমারি চলছে।

কুনকির পিঠে চড়ে চলছে গন্ডার শুমারি। বুধবার গরুমারায়।

বাড়ছে সংখ্যা
- গরুমারায় বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে মোট ১৮০ জন একাজ করছেন
- ৪০০ কর্মী কাজ করছেন জলদাপাড়ায়
- বনকর্তারা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত গরুমারায় বাড়ছে গন্ডারের সংখ্যা

HIRING ADMISSION MANAGER
Company - Moople Institute of Animation & Design
Salary - upto 35,000 fixed + incentives
Experience - Minimum 5 years in education sales
Baghajatin Park, Siliguri
Walk in Interview!
Date: 8th March'25
Time: 11am - 4pm
91470 11862

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri
N.I.Q No:- 669, Dated:- 03.03.2025 invited by the undersigned for the Supply of 250 RIR/LIT Poultry Bird per batch including packing and Transportation at Sadar Block Jalpaiguri. Last of submission of quotation dated :- 10.03.2025 up to 14.00 hours.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

Cooch Behar Panchanan Barma University
Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar-736101, West Bengal, India
Walk-in-interview for the position of one JRF under WBDST, will be held at Dept. of Physics, CBPBU on 10th March 2025. For details visit : **"http://cbpbu.ac.in/advertisement.php".**
Ref. No.: F23.V1/REG/0203-25
Date : 05.03.2025
Sd/-
Registrar
For online application click on : https://admission.cbpbu.ac.in/

বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ-এর নিযুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-ডিএসই ডি-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি, তারিখঃ ৩০-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ সিপিএম-ডিএসইডি-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি। **কাজের নাম ঃ** ৩৬-মাসের জন্য এনএফআর-এর পাঁচটি ডিভিশনকে আওতাভুক্ত করে এনএফআর-এর সিএও/সি/আরএসপি/ মালিগাঁও অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ নিযুক্তির অধীনে মূল কর্মী। অনুমানিক মূল্য ঃ ২৫,৫৯,৯৮,৭৯৮.৪২ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিপিএম/ডিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসঅ্যান্ডটি কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি_ সিওএন_ ২০২৪_০৮। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_ ২০২৪_০৮_০৭। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার-কুমেদপুর ডাবল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি স্টেশনে যেমন, মনিয়ান (এমআইওয়াইএন), কুরেথা (কেইউকিউ), লাভা (এলএভি), কুমেদপুর (কেডিপিআর) ও কাটিহার (কাটিহার-নর্থ প্যানেল) স্টেশনে ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং গিয়ার সরবরাহ, ইনস্টল, টেস্ট ও কমিশন করা এবং সেই সঙ্গে এগুলির সঙ্গে যুক্ত নানা কাজ, সেই সঙ্গে, কাটিহার ডিভিশনে কেআইআর (কাটিহার) থেকে কেডিপিআর (কুমেদপুর) সেকশনে অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং-এর কাজ এবং এন. এফ. রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর কাটিহার-কুমেদপুর সেকশন (২৯.৫৩ কিমি)-তে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং গেটের ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭২,৭৬,১৩,২৩৩.৬৫/-টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩৭,৮৮,১০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/নির্মাণ, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৪৫, তারিখঃ** ০৩.০৩.২০২৫। **কাজের নামঃ** "মালদাতে বন্দে ভারত ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাবলী উন্নতিকরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫৫,৫৭,৩২৯.৯৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৩.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-238/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বেহুলা লখিন্দর, ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ নবাব, ১.০০ নবাংশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৪০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.৪৫ জামাই ৪২০, রাত ১০.৩০ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, দুপুর ২.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.০০ স্বার্থপর, ১২.৩০ তিন ইয়ারি কথা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বোবা সানাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৮ হিরো-দ্য বুলেট, দুপুর ২.২৬ ভীমা, বিকেল ৫.১৫ নাগভূমি, রাত ৮.০০ সনম তেরি কসম, ১১.০১ পাথু থালা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৪ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৪০ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৪.০১ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.২১ সাহো
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৯ দুশমন, দুপুর ১.৩৪ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫৬ শোলা অওর শবনম, রাত ১০.৫৯ রং
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হোম অ্যালোন-থ্রি, বিকেল ৩.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং, ৫.০০ লাইফ অফ পাই, সন্ধে ৭.০০ দ্য সুইসাইড স্কোয়াড, রাত ৯.০০ রাইজ অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ১০.৪৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড
এমএনএক্স : দুপুর ১.২৫ দ্য সার্কাস, ২.৪০ আই অ্যাম র‍্যাথ, বিকেল ৪.০৫ সাংহাই নাইটস, ৫.৫৫ হট টাব টাইম মেশিন-টু, সন্ধে ৭.৩০ লেডি ব্লাডফাইট, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৫ ওয়াইল্ড কার্ড, ১১.৫০ দ্য বিগ ব্যাং

বাঘ বন্দি খেলা
বিকেল ৪.৪০ জলসা মুভিজ

চোরি চোরি চুপকে চুপকে
বিকেল ৪.০১ অ্যান্ড পিকচার্স

ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড
রাত ১০.৪৫ স্টার মুভিজ

দ্য গ্রিন প্ল্যানেট
সন্ধে ৬.২৭
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

Government of India
Directorate of Revenue Intelligence, Siliguri Regional Unit,
"Dey Bhawan", Ashutosh Mukherjee Road, College Para, Siliguri – 734001
[E-mail: dri.siliguri@gov.in]

The Directorate General of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, invites online tender (e-tender) for hiring suitable office accommodation on rent having Net Carpet area of 4300 Square feet approx., for its Regional Office, at Siliguri (Office of the Deputy Director, DRI Siliguri Regional Unit), from the legal owners / power of attorney holders of suitable building (as detailed in the Terms & Conditions of this Tender), located in the following station / city within 10 kms from the preferred location, mentioned in the table given below, on long term basis.

Type of Office	"Name of the Station / City"	"Preferred location"	Approximate Net Carpet Area (Sq.ft.)
Central Government Office (Office of the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence Siliguri Regional Unit)	Siliguri West Bengal	Within a radius of 10 kms from the main city of Siliguri	4300 Sq. ft.

The interested bidders may download the Tender Documents from the Central Public Procurement Portal(CPPP) website https://eprocure.gov.in/eprocure/app or www.cbic.gov.in and follow the instructions given there for submitting their e-tender. Please note that, no **tender shall be accepted /entertained by fax, email or submitted in person or any other such means and beyond the specified date / time.**

For any further details, Sh. Pankaj Kumar, Senior Intelligence Officer, DRI, Siliguri Regional Unit, Siliguri may be contacted (Ph no. +91 94341 31325).

Sd/-
Deputy Director
DRI, Siliguri Regional Unit

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৭ অব ২০২৫; তারিখঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) ডিইএন/লাইন/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-কিশানগঞ্জ সেকশনের মধ্যে কিমি ২৬.৮ থেকে ২৭.৯০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩৬.৩০ থেকে ৩৭.১০, ৩৭.৭০ থেকে ৩৮.৫০, ৪৩.৫০ থেকে ৪৩.৮০ (আপ লাইন), ২২.০ থেকে ২২.৬০, ২৭.৫০ থেকে ২৮.৭০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩১.২০ থেকে ৩২.২০, ৩৬.২০ থেকে ৩৭.২০ কিমি (ডাউন লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিজি টিআরআর (পি)। (মোট = ৭.৬ কিমি) (খ) ডিইএন/লাইন/ কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনের মধ্যে কিমি ৪.৭ থেকে ৬.৫ কিমি (ডাউন লাইন), নিউ জলপাইগুড়ি-রানিনগর জলপাইগুড়ি সেকশনের মধ্যে ৫.০ থেকে ৭.৯ কিমি (আপ লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিজি টিআরআর (পি)। (মোট = ৪.৭ কিমি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭৪,৩৭,৬৪০.৭৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার- ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে অতিরিক্ত সিঁড়ি দিয়ে টপ ফ্লোরের জন্য ইমার্জেন্সি এগজিট নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২১,০৫,৯২৫.৩২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,১০,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি- সিনি. ডিইএন/III/ কাটিহারের এখতিয়ারের অধীন স্টেশনগুলিতে যথাক্রমে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-১'এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭৬,৪৮,৩৪৫.৪৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৩৮,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবে ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ২৫/২০২৫, তারিখ ঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং.ঃ১; টেন্ডার নং ঃ ০১২৪৫২০৩। টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০২৫

কাজের বর্ণনা	টেন্ডারের পরিমাণ
(i) এসইজে -এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং.আরটি/৯৬৭৭ অনুযায়ী।	(i) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১২৭২ = ২৫২টি।
(ii) থিক ওয়েব এসইজে-এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৮৩৮ অনুযায়ী।	(ii) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১৪৪২ = ২৬৫০টি।
(iii) ৬০ কেজি ডেরাইলিং সুইচ স্লিপার উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি/৬০৬৮ অনুযায়ী।	(iii) পিএল নং. ৬০০৬০৪১৪ = ৬ সেট।
(iv) টার্নআউট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ লেআউট আরটি- ৪২১৮।	(iv) পিএল নং. ৬০০৬০৪৭৫ = ১০ সেট।
(v) বৃহত্তর বেস লেভেল জিং স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি-৮৯৬৯ অনুযায়ী।	(v) পিএল নং. ৬০০৬০৪৮৭ = ৪২০টি।
(vi) প্রিস্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৮৩৬ থেকে ৬০৬৮ অনুযায়ী।	(vi) পিএল নং. ৬০১৯০০৮৫ = ৭ সেট।
(vii) ৬০ কেজির জন্য ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য ওয়াইডার প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ অনুযায়ী।	(vii) পিএল নং. ৬০১৯০১০৩ = ১৩২০টি।
(viii) ১ ইন ১২ টার্নআউট ৬০ কেজি ওজনের পিএসসি স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ (টি-৪২১৮)।	(viii) পিএল নং. ৬০১৯০১৭০০০৪০ = ৪৫ সেট।
(ix) ব্রিজ অ্যাপ্রোচের জন্য ৬০ কেজি চওড়া প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ থেকে ৮৯৭৮ অনুযায়ী।	(ix) পিএল নং. ৬০১৯০২০৯০০১৪ = ৩০ সেট।
(x) তীক্ষ্ণ বাঁকানো রাস্তার জন্য প্রশস্ত পিএসসি স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ ডিআরজি নং. আরডিএসও/টি-৮৯৭৯ থেকে আরডিএসও/টি-৮৯৮২ ইত্যাদি অনুযায়ী।	(x) পিএল নং. ৬০১৯০২৭৩০০১৫ = ৫০০টি।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা লগ ইন করতে পারেন (www.ireps.gov.in) উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বৃষ : কাজের চাপ বাড়বে। সংসারে পুরোনো কোনও অশান্তি মিটে যেতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ভাগ্যোন্নতির সুযোগ মিলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। কর্কট : শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা হতে পারে। সিংহ : বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কন্যা : ব্যবসায়িক লেনদেনে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তুলা : পুরোনো সম্পদ নিয়ে যাঁরা কেনাবেচা করেন, তাঁরা ভালো লাভ করতে পারবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির কোনও গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা। মকর : ভালো কথার জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন। স্ত্রীর সহযোগিতায় বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। কুম্ভ : দানধ্যান করে মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মীন : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা দূর হবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৫ ফাল্গুন, ৬ মার্চ, ২০২৫, ২১ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন সুদি, ৫ রমজান। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৫।৩৮। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৩।২৭। রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১২।৪৬। বণিজকরণ দিবা ৩।২৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৩০ গতে ববকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ২।৪৩ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।২৭ গতে মতান্তরে দীক্ষা, দিবা ২।৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন নবান্ন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে ৫।৫৯ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং অষ্টমীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ১০।২৭ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৫১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শসা ফেলে বিক্ষোভ কৃষকদের

কৌশিক বর্মন

ন্যায্যমূল্যের দাবিতে রাস্তায় শসা ফেলে বিক্ষোভ কৃষকদের।

পুণ্ডিবাড়ি, ৫ মার্চ : ন্যায্যমূল্যে শসা কেনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সরব হলেন কৃষকরা। মঙ্গলবার আনুমানিক রাত দশটা থেকে রাস্তায় বস্তা বস্তা শসা ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গভীর রাত পর্যন্ত সেই বিক্ষোভ চলে। ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি হোগলাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্ডিবাড়ি-বাণেশ্বর পূর্ত সড়কের হোগলাবাড়ি এলাকায় একটি শসার আড়ত রয়েছে। সেখানে দৈনিক সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা উৎপাদিত শসা পাইকারি দরে বিক্রি করতে আসেন। সেখানে পাইকাররা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে শসা কেনেন। পরে সেই শসা জেলা সহ ভিনরাজ্যে পাঠানো হয়।

তবে, শসা বিক্রির কোনও নির্ধারিত বাজারমূল্য না থাকায় পাইকারদের পছন্দমতো দরে চলে কেনাবেচা। এক্ষেত্রে পাইকাররা খুব বেশি দাম দিতে চান না। যার জেরে মাঝেমধ্যেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কৃষকরা। রফিক আলম, ভাদু রায়, শ্যামল বর্মন, কর্ণ দাস সহ আরও বহু শসাচাষি জানান, গত সোমবার কিলো প্রতি শসার দর ছিল ১৩-১৪ টাকা। কিন্তু পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার হঠাৎই সেই শসার দাম ৮-৯ টাকার বেশি দেবেন না বলে পাইকাররা স্পষ্ট জানান। পাইকাররা নিজেদের মতো করে দাম নির্ধারণ করেন। যার ফলে চাষিদের ঘাড়ে আর্থিক বোঝা চাপে। মূলে গিয়ে চাষিরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁদের দাবি, প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

ন্যায্যমূল্যে শসা কেনার দাবিতে মঙ্গলবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি-বাণেশ্বর পূর্ত সড়কে বস্তার পর বস্তা শসা ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কৃষকরা। এই ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ওসি বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষুব্ধ চাষিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। তারপরই সোনম মাহেশ্বরীর নেতৃত্বে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এরই মধ্যে ওই রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন কোচবিহার-২ ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তিনিও দীর্ঘ সময় ধরে কৃষকদের বিষয়টি নিয়ে বোঝান। অবশেষে প্রশাসনিক আধিকারিকরা চাষিদের বিক্ষোভ দেখানো বন্ধ করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে এমন ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই শসার আড়ত ছেড়ে পাইকাররা পিঠটান দেন।

গোটা ঘটনাকে নিয়ে বুধবার দুপুরে কোচবিহার-২ ব্লকের বিডিও অফিসে কৃষক ও পাইকারদের নিয়ে একটি বৈঠক বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওই ব্লকের বিডিও, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৈঠকে চাষি, পাইকারদের কাছ থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা বিভিন্ন মতামত গ্রহণ করেন। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় ফের ওই আড়তে শসার পাইকারি কেনাবেচা শুরু হবে বলেও বিডিও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

অবশেষে রফা

- রাস্তায় শসা ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কৃষকরা
- গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে পড়েছিল বস্তা বস্তা শসা
- পরে প্রশাসনের আশ্বাসে কৃষকরা বিক্ষোভ তুলে নেন
- পাইকারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষকরা
- বুধবার প্রশাসনের উদ্যোগে বৈঠকে মেলে রফাসূত্র

ক্ষোভে ফুঁসছে আবুতারা

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী

সঞ্জয় সরকার

পিচের আস্তরণ উধাও। আবুতারায়।

দিনহাটা, ৫ মার্চ : সপ্তাহখানেক আগের ঘটনা। নান্দিনা থেকে আবুতারা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন নান্দিনার আমজাদ হোসেন। সাইকেলের সামনে আচমকা চলে আসে কুকুর। হঠাৎ ব্রেক চাপায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন প্রৌঢ়। দুর্ঘটনায় আঘাত গুরুতর না হলেও হাত-পায়ের বেশ কিছু অংশ ছড়ে যায় তাঁর। বুধবার আক্ষেপের গলায় তিনি বলেন, 'রাস্তার পিচ আলগা হয়ে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে যাতায়াত করতেই প্রচণ্ড ভয় লাগে। যখন-তখন যানবাহনের চাকা পিছলে দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেকেই অল্পবিস্তর আহত হচ্ছেন। অথচ প্রশাসনের এসব দিকে একদমই কোনও নজর নেই।' টোটোচালক আবুতারার সাদ্দাম মিয়াঁ যাত্রী নিয়ে ছুটছিলেন চৌধুরীহাটে। তাঁর মন্তব্য, 'বর্ষায় রাস্তায় প্রচুর ছোট-বড় গর্ত তৈরি হয়েছিল। চলতি শুখা মরশুমে গুঁড়ো পাথর, কাটা পাথর ও ধুলোয় ভুগতে হচ্ছে ওই পথে চলাচলকারী মানুষজনকে। যাত্রী নিয়ে এই পথে আসতে হলে দু'বার ভাবতে হচ্ছে। সরকার থেকে অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করা খুবই জরুরি।' এমনই করুণ দশা কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আবুতারার প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তার।

অভিযোগ, জেলার অন্যতম প্রান্তিক ব্লকের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ প্রশাসন রাস্তাটি সংস্কারে উদাসীন। ফলে বছরভর ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ব্লকের চার-চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার বাসিন্দা। কিশামত দশগ্রামের মনোজ বর্মন জানান, আপাতদৃষ্টিতে রাস্তাটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও এর ওপর নির্ভরশীল কিশামত দশগ্রাম, গোবরাছড়া নয়ারহাট, বামনহাট-১ ও চৌধুরীহাটের বহু মানুষ। তাঁদের যোগাযোগের সহজতম পথ এটি। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে রাস্তাটির নিয়মিত সংস্কার ও গুণগত মান বজায়ে প্রশাসনকে যত্নশীল হওয়া উচিত।

রাস্তাটির এমন বেহাল দশার কথা স্বীকার করেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মন। তাঁর কথায়, 'রাস্তাটি দিয়ে আমিও যাতায়াত করেছি। পরিস্থিতি সত্যিই খারাপ। ব্লকজুড়ে অনেক রাস্তা হচ্ছে। এই রাস্তার সংস্কারের বিষয়টিও দেখছি।'

দিনহাটা-২ ব্লকের আবুতারা বাজার থেকে গোবরাছড়া নয়ারহাট-চৌধুরীহাট রোড পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় তিন কিমি রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বছর ছয়েক আগে রাস্তাটি পাকা করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে এর কোনও সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। এখন রাস্তাটির হাড়কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। যাতায়াতও ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয় বাসিন্দা ভগীরথ দাসের আশঙ্কা, কাটা ও গুঁড়ো পাথরের জেরে দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী। বৃষ্টি না হওয়ায় পথচারীরা ধুলোয় জেরবার হচ্ছেন। রাস্তার হাল না ফেরালে রাতবিরেতে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।

কাজের মানে খুশি নন স্থানীয়রা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৫ মার্চ : বোল্ডারের বাঁধ তৈরির কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠল। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়ারপাড়ের ডাঙ্গাপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, কাজের মান ভালো নয়। ছোট আকারের পাথর দিয়ে বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। প্রায় এক মাস ধরে কাজ চললেও এখনও ডিসপ্লে বোর্ড টাঙানো হয়নি। কাজের শিডিউল দেখতে চাওয়া হলে তা দেখানো হচ্ছে না। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। কাজের মান ভালো করার দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানের আশ্বাস, 'অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি দলুয়ারপাড়ে নেন্দা নদীর পাড় বরাবর ২৭০ মিটার বোল্ডারের বাঁধের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাঁধের কাজ শুরু হওয়ায় অনেক এলাকাবাসী খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই বাঁধের কাজ নিয়ে অভিযোগ ওঠায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা লাবু হোসেনের অভিযোগ, 'বাঁধের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু কাজের মানে খুশি নই। ছোট আকারের বোল্ডার দিয়ে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এভাবে তৈরি হলে বাঁধ বেশিদিন টিকবে না। কাজের মান নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনকে আপত্তি জানানো হলেও তাঁরা কর্ণপাত করেননি।' লাবুর সংযোজন, 'শিডিউল দেখতে চাওয়া হলেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এখনও কাজ সম্পর্কিত ডিসপ্লে বোর্ড টাঙানো হয়নি।' একই অভিযোগ আরেক স্থানীয় মোস্তাফা নবাব আলমের। তিনি জানান, বোল্ডার বাঁধার লোহার যে জাল ব্যবহার করা হয়েছে সেটিও নিম্নমানের। গোটা বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নজরে আনা হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার জফফর আহমেদ নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'শিডিউলমতো কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয়দের কেউ শিডিউল দেখতে চাননি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তোলা হয়েছে।'

> বাঁধের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু কাজের মানে খুশি নই। ছোট আকারের বোল্ডার দিয়ে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এভাবে তৈরি হলে বাঁধ বেশিদিন টিকবে না। কাজের মান নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনকে আপত্তি জানানো হলেও তাঁরা কর্ণপাত করেননি।
>
> **– লাবু হোসেন**
> স্থানীয় বাসিন্দা

কোচবিহার জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকায় ওই বাঁধের কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হলে ডাঙ্গাপাড়ার ৩৫টি পরিবারের বাঁধের ওপর দিয়ে যাতায়াতে সুবিধা হবে। কৃষিজমিও রক্ষা পাবে। তবে এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য ধনীরাম অধিকারীর কথায়, 'নিম্নমানের কাজ হচ্ছে না। শিডিউল অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। তবু এধরনের অভিযোগ কেন উঠছে বুঝতে পারছি না।'

এই বাঁধের কাজ নিয়ে অভিযোগ। দলুয়ারপাড়ের ডাঙ্গাপাড়ায়।

গাছের আড়ালে সূর্যাস্ত।। বুধবার মাথাভাঙ্গা হিন্দুস্থান মোড় বনাঞ্চলে বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।

গোরুহাটিতে জলাধার সংস্কারের দাবি

শীতলকুচি, ৫ মার্চ : গোরুহাটিতে সৌরবিদ্যুৎচালিত জলাধারটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে গত প্রায় তিন বছর ধরে শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট বাজারের গোরুহাটির ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা জল পাচ্ছেন না। তাই এবার অবিলম্বে জলাধারটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন ওই সমস্ত এলাকার বাসিন্দারা। চার বছর আগে কোচবিহার জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় ওই পানীয় জলের ট্যাংকটি তৈরি হয়েছিল। মাত্র কয়েকমাস সঠিকভাবে পরিষেবা মিললেও তারপর কোনও অজ্ঞাত কারণে জলাধারটি হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। এখনও জলাধারটি একইভাবে পড়ে রয়েছে। ফলে এলাকার বাজারের ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা সকলেই জলের অভাবে তীব্র সমস্যায় পড়েছেন।

স্থানীয় এক বাসিন্দা দীনবন্ধু বর্মনের অভিযোগ, 'গোরুহাটিতে এই একটি মাত্র পানীয় জলের জলাধার রয়েছে। তাও সেখান থেকে দীর্ঘদিন ধরে জল মেলে না। প্রতিদিন এলাকার বাজারে কয়েক হাজার মানুষ আসেন। গরমের দিনে বাজারে আসা লোকজন জলের জন্য এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করেন।' তাই দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানাচ্ছেন সকলেই। আরেক বাসিন্দা বিকাশ বৈশ্যের কথায়, 'ঠিকাদারি সংস্থা এই পানীয় জলের জলাধারটি তৈরির নামে শুধু টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এইজন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি জলাধারটি থাকলেও তা চলে না। মানুষ ব্যবহারও করতে পারছেন না।'

যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কনকচন্দ্র বর্মন বলেন, 'জলাধারটি জেলা পরিষদের তহবিল থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এর পরেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে তা সংস্কার করা যায় কি না খতিয়ে দেখব। বিষয়টি জেলা পরিষদের নজরেও নিয়ে আসব।' এবিষয়ে অবশ্য স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্যা শেফালি বর্মন জানান, বিষয়টি নজরে আছে। কীভাবে তা সংস্কার করা যায় তা আলোচনা করা হবে।

গোঁসাইরহাট গোরুহাটিতে এই পাম্প হাউসটি বেহাল।

ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ

নয়ারহাট, ৫ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিম খাটেরবাড়ি ২/২৩৫ নম্বর বুথে সাতজন ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ মিলল। ওই বুথে ভোটার সংখ্যা ৮৮৭। বুধবার স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৩২৭ জনের ভোটার কার্ড যাচাই করলেন। এর মধ্যে সাতজন ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে। গোটা বুথে যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা তাঁদের। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত সদস্য সুনীল বর্মন, স্থানীয় তৃণমূল নেতা হামিদুল হক, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিন দলের নির্দেশে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ড যাচাই করার সময় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। হামিদুলের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট অ্যাপে ভোটারদের এপিক নম্বর সার্চ করতে গিয়ে ওই সাতজন ব্যক্তির এপিক নম্বরের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের অন্য ভোটারের এপিক নম্বরের মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।'

সাজা ঘোষণা

দিনহাটা, ৫ মার্চ : প্রায় ছয় বছর আগে দিনহাটা-১ ব্লকে চাওলেরকুঠি এলাকায় সাইকেল আরোহী ক্ষিতীশ বর্মনকে পিষে দেয় একটি লরি। বুধবার দিনহাটা আদালতে ওই মামলার সাজা ঘোষণা হল। এদিন এসিজেএম তনিমা দাসের অধীনে সাজা ঘোষণা হয়। সরকারপক্ষের আইনজীবী শুভব্রত বর্মন জানালেন, লরিচালক আবদুল হোসেনের বিরুদ্ধে এদিন দুটি ধারায় রায় দেন বিচারক। একটি ২৭৯ ধারায় ছয় মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা। অপর একটি ৩০৪ ধারায় ২ বছরের জেল ও ছয় হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়।

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা

কোচবিহার ব্যুরো

৫ মার্চ : উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হল। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে যাতে সমস্যায় পড়তে না হয় সেকারণে কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা পাঁচমাথার মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল। জেলায় এদিন কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও অসুস্থতার কারণে মাতালহাট উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র রানা বর্মন হাসপাতালে পরীক্ষা দেয়। গোপালনগর এমএস উচ্চবিদ্যালয়ে তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল। রানা মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ বোধ করলে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করায়। এদিন পুণ্ডিবাড়ি জিডিএলের ছাত্রী আসমিনা পারভিন পরীক্ষা দিতে পারেনি। রাজারহাট হাইস্কুলে তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল। পরীক্ষাকেন্দ্রে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ সে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তাকে চিকিৎসার জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, ইংরেজি নিয়ে পরীক্ষার্থীদের ভীতি কাজ করলেও প্রশ্ন সহজ হওয়ায় তারা খুশি।

পার্কিং জোন না থাকায় অসন্তুষ্ট পড়ুয়ারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৫ মার্চ : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক দশক পেরিয়েছে। অথচ আজও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পার্কিং জোন তৈরি হয়নি। কয়েক বছর আগেও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্কিং জোন তৈরির জন্য ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু সেই টাকা ফিরিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলির সাফাই, 'আমরা চাই পার্কিং জোনটা এমনভাবে তৈরি হোক যেখানে অন্য কাজও করা যাবে। কিন্তু সে সময় যা বরাদ্দ হয়েছিল তাতে তেমন কিছুই হত না। তাই টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

একসময় পার্কিং জোন তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবনের পিছনের দিকে জমি চিহ্নিত হয়। পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টরের ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে জমি মাপজোখও করেছিলেন। তারপর আর কোনও কাজ এগোয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক ভবনের সামনেই বিভিন্ন যান পার্কিং করা হচ্ছে। পড়ুয়াদের কথায়, পার্কিং জোন না থাকায় রোদ, বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নীচেই সাইকেল, গাড়ি রাখছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাতেই পার্কিং জোনের কাজ এগোচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র নেতা উত্তম ঘোষের বক্তব্য, 'সকলের সুবিধার্থে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্কিং জোন প্রয়োজন। সেটি না থাকায় গাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখতে হচ্ছে। দ্রুত যাতে পার্কিং জোন তৈরি হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাব।'

পাশাপাশি কর্মচারী এমনকি অধ্যাপকদের একাংশও কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষুব্ধ। কর্মচারী সমিতির তরফে রুয়েল রানা আহমেদও পার্কিং জোন না থাকা নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তিনিও চাইছেন কর্মী ও পড়ুয়াদের সুবিধার্থে দ্রুত তৈরি করা হোক সেটি। এআইডিএসও'র ছাত্র নেতা সুনির্মল অধিকারী বলেন, 'শুধু পার্কিং জোন নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, শিক্ষকের সমস্যা সবই বিদ্যমান।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অবশ্য বলেছেন, 'আমি সবে কাজে ফিরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্কিং জোন থেকে ক্লাসরুম সবের পরিকাঠামো ঠিক করার চেষ্টা করব।'

কুল চাষে সাফল্য, সংবর্ধিত গবেষক ছাত্রী

মনোজ বর্মন

পপি বর্মনের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে। নগর শোভাগঞ্জ গ্রামে বুধবার।

শীতলকুচি, ৫ মার্চ : কুল চাষ করে এক তরুণী নজর কেড়েছেন। পপি বর্মন নামে ওই তরুণী রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রী। বুধবার পপির বাড়িতে এলাকার কৃষকদের ফল চাষে উৎসাহ বাড়াতে কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পপিকে রাজ্য সরকারের উদ্যান ও কানন বিভাগের তরফে শংসাপত্র এবং শীতলকুচি কৃষি বিভাগের আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। শীতলকুচি কৃষি বিভাগের সহ কৃষি অধিকর্তা প্রদীপ্ত ভৌমিক বলেন, 'শীতলকুচি ব্লকে প্রথাগতভাবে তামাক, ধান, পাট ও আলু ব্যাপক হারে চাষ হয়ে থাকে। এই চাষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাজারে দাম ঠিকমতো না পাওয়ায় চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের উদ্যানপালনে উৎসাহ দিতে পপি বর্মনকে সামনে রেখে এদিন প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়।' এদিন সেখানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা গোপাল তামাং, শীতলকুচি কৃষি বিভাগের সহ কৃষি অধিকর্তা প্রদীপ্ত ভৌমিক, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন এবং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায় প্রামাণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পপির বাগানে ভারত সুন্দরী ও বল সুন্দরী দুই প্রজাতির কুল গাছ রয়েছে। ফলন ভালো হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা কুল বাগান দেখতে প্রতিদিন পপির বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন। অনেকে আবার পপির কাছে কুল চাষের পরামর্শ নিচ্ছেন। পপির কথায়, 'আমাদের এই জমিতে ধান ও বিভিন্ন সবজির চাষ হত। চার বিঘা জমিতে কুল বাগানে প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় পাইকার মারফত প্রতিদিন কুল বিক্রি হচ্ছে। এবিষয়ে কৃষি দপ্তর থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। আগামীদিনে গোপালন ও দেশীয় মুরগি পালন করার পরিকল্পনা আছে।'

পপি শীতলকুচি ব্লকের নগর শোভাগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। বাবা হীরেন্দ্রনাথ বর্মন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক, মা গৃহবধূ। নয় মাস আগে বাবার চার বিঘা জমিতে কুল চাষের কথা জানালে তাঁর পরিবার রাজি হয়নি। এরপর তাঁদের অনেক বুঝিয়ে পপি কলকাতা থেকে কুল গাছের চারা আনার ব্যবস্থা করেন। আর এই কয়েক মাসে এবার প্রথম কুল গাছে ফলন আসে। কুল চাষে তাঁর এই নজরকাড়া সাফল্যের কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এরপর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিষয়টি নজরে আসে।

> শীতলকুচি ব্লকে প্রথাগতভাবে তামাক, ধান, পাট ও আলু ব্যাপক হারে চাষ হয়ে থাকে। এই চাষে বাজারে দাম ঠিকমতো না পাওয়ায় চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের উদ্যানপালনে উৎসাহ দিতে পপি বর্মনকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়।
>
> **–প্রদীপ্ত ভৌমিক,** সহ কৃষি অধিকর্তা, শীতলকুচি কৃষি বিভাগ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সলীল কান্তি দাস - কে 23.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74L 22375 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ এবং স্থিতিশীল করেছে এবং অল্প কিছু টাকা খরচ করে আমাকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে। জীবনে এই স্তরের সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। আমাকে এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তুফানগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ স্কুলে নেই কম্পিউটার

ভরসা সাইবার ক্যাফে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৫ মার্চ : ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের টিসি দেওয়া, পুরো প্রক্রিয়াই এখন অনলাইনে। কিন্তু তুফানগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই অনলাইনে কাজ করার মতো পরিকাঠামো নেই। মহকুমার চারটি সার্কেলে চারশোর বেশি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। কম্পিউটার না থাকায় অনলাইন কাজের জন্য শিক্ষকদের ভরসা এলাকার সাইবার ক্যাফে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা অবশ্য জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটারের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী।

চলতি বছরের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। তারপর কেটে গিয়েছে তিনটে মাস। এখনও রাজ্যের প্রাথমিক স্তরের প্রায় কোনও স্কুলেই এসে পৌঁছায়নি কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা। ফলে এমনিতেই স্কুলগুলোতে দৈনন্দিন খরচ চালাতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা স্কুল কর্তৃপক্ষের। প্রধান শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, কম্পোজিট গ্র্যান্ট না মেলায় অনেক স্কুলে বিদ্যুৎ বিল তো দূর অস্ত, চক-ডাস্টার কেনার টাকাও নেই। তার ওপর স্কুলগুলিতে কম্পিউটার না থাকায় সাইবার ক্যাফেগুলোতে কাজ

কম্পিউটার না থাকায় খাতায়-কলমে চলছে স্কুলের কাজকর্ম।

ভোগান্তি শিক্ষকদের

- স্কুলের নানা বিষয় আপলোড করতে হয় সরকারি পোর্টালে
- শিক্ষকদের নিজেদের টাকা খরচে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে কাজ সারতে হচ্ছে
- স্কুলে একটি করে কম্পিউটার থাকলে এই ভোগান্তি পোহাতে হত না

করাতে গিয়ে আরও বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হচ্ছে শিক্ষকদের। এছাড়া, কাজ করতে অনেক সময়ও লাগছে। দ্বিতীয় খণ্ড বাঁশরাজা বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষকুমার সাহা বলেন, 'বর্তমানে একটি স্কুলের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে হয়। তার জন্য প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর যদি স্কুলগুলিকে একটি করে কম্পিউটার দেয়, তাহলে স্কুলেই সেই কাজ হতে পারে।' মহকুমার আরেক স্কুল শিক্ষক মানিক বিশ্বাসও একই কথা বললেন।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, বর্তমানে বাংলার শিক্ষা পোর্টালে স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হয়। সেইসঙ্গে বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টালে গিয়ে বিদ্যালয়ের নানা কর্মসূচি ও তথ্যও দিতে হয়। প্রতিটি কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে কোনও ভুলত্রুটি হলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। অথচ বেশিরভাগ স্কুলে কম্পিউটার নেই।

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কম্পিউটার দেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলিও। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা কোষাধ্যক্ষ বিধান মণ্ডল বলেন, 'মহকুমার বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার নেই। অনলাইনের কাজের জন্য সেই স্কুলের শিক্ষকদের সাইবার ক্যাফেতে যেতে হচ্ছে। যদি স্কুলেই কম্পিউটার থাকত, তাহলে শিক্ষকরা ফাঁকা সময়ে কাজ করে ফেলতে পারতেন।'

অল বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্সিরহাট সার্কেল সদস্যা হায়দার ব্যাপারীও এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, গোটা একটা শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে গেল। অথচ রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলেই মেলেনি কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা। শিক্ষকদের নিজের পকেটের টাকা খরচ করে স্কুলের দৈনন্দিন খরচ চালাতে হচ্ছে। তার ওপর বাইরে গিয়ে স্কুলের কাজকর্ম করায় বাড়তি গাঁটের কড়ি খসাতে হচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তৃণমূল শিক্ষা সেলের বক্সিরহাট সার্কেল সভাপতি মজিবর রহমান অবশ্য আশার বাণী শোনালেন। তিনি বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর স্কুলগুলিতে কম্পিউটার বরাদ্দ করবে।'

টুকরো খবর

কাজের সূচনা

পারডুবি, ৫ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমাইল সংলগ্ন শিমুলতলা এলাকায় পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল বুধবার। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, জেলা পরিষদ সদস্যা হিমানী ঈশোর প্রমুখ। জানা গিয়েছে, বারোমাইল সংলগ্ন শিমুলতলা থেকে ভোগমারা পর্যন্ত আরআইডিএফের উদ্যোগে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তাটির কাজ হবে। এর জন্য ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। এদিন রাস্তার কাজের সূচনা হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

প্রশিক্ষণ

দিনহাটা, ৫ মার্চ : ইন্টিগ্রেটেড জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের আওতায় কৃষকদের পাট চাষের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করল দিনহাটা-২ ব্লক কৃষি দপ্তর। বুধবার সাহেবগঞ্জে আয়োজিত ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের ডিডিএ অসিতবরণ মণ্ডল, দিনহাটা-২ বিডিও, দিনহাটা-২ এডিএ শুভাশিস চক্রবর্তী সহ এলাকার ২৫ জন চাষি। এডিএ শুভাশিস জানালেন, এদিনের কর্মসূচিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট চাষ, পাট পচানোর উপায়, পাটের বাণিজ্যিক দিক, জিরো টিলেজ চাষ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া পাট চাষের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ ও কৃষি সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প সম্পর্কেও সচেতন করা হয়েছে কৃষকদের।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

পারডুবি, ৫ মার্চ : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশ্রিরডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। এনিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। এদিন শুভ দে সরকার নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর তার মামাবাড়িতে থাকত। এদিন সেখানে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার তরুণ

নয়ারহাট, ৫ মার্চ : বাংলাদেশি সন্দেহে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাসেল ইসলাম। মঙ্গলবার রাতে বৈরাগীরহাটের বালারহাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ওই তরুণ সন্দেহজনকভাবে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বালারহাট এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন।

স্বাস্থ্য শিবির

ভোটবাড়ি, ৫ মার্চ : বুধবার ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বসাকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিএসএফের ৯৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন, বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। এদিন এলাকার শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তাদের চকোলেট দেন আইজি সূর্যকান্ত। ওই শিবিরে প্রচুর ভিড় হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দস্যিপনা।।।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন দীপাঞ্জয় ঘোষ।

অ্যাপ্রোচ রোড না থাকায় ভোগান্তি

সেতু থাকলেও ঘুরপথে যাতায়াত

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৫ মার্চ : দিনহাটা-১ ব্লকের ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীবাড়ির ঘাটে বানিয়াদহ নদীর উপর তৈরি হয়েছে সেতু। যার জন্য সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা। অথচ সেতু তৈরির পর সাত বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেতুটি সেভাবে স্থানীয়দের কাজে আসে না। নেপথ্যে, তৈরি না হওয়া অ্যাপ্রোচ রোড। অভিযোগ, এত অর্থব্যয়ে নির্মিত হলেও সেতুর সংযোগকারী রাস্তা নিয়ে মাথাই ঘামায়নি কেউ। স্থানীয়রাই কোনওরকমে সেতুর দু'দিকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন কাঁচা রাস্তা। সেটি দিয়েই হেঁটে চলছে যাতায়াত। যানবাহন চলাচল করতে পারে না। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায়ের আশ্বাস, 'বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির বিষয়টি দেখছি।'

সমস্যার জেরে দীর্ঘপথ ঘুরপথে যাতায়াতে নাজেহাল দিনহাটা-২ ব্লকের বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারাও। দিনহাটা-১ ব্লকের দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনী এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বানিয়াদহ নদী। এই এলাকার কুটিবাড়ি দেবীরঘাটে দীর্ঘদিন ধরে সেতুর দাবি ছিল। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সাত বছর আগে দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকায় সেতু তৈরি হয়। এতে দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনী এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতেরই অন্যান্য ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কারণ, দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও সেতুর দু'দিকের সংযোগকারী রাস্তাটি পাকা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা মনতোষ বর্মন বলেন, 'বামনটারি-বাসন্তীরহাট এবং নিগমনগর-বাসন্তীরহাট রাস্তা দুটির সংযোগকারী সেতু হিসেবে

সেতু হলেও জোটেনি অ্যাপ্রোচ রোড। দেবীবাড়ির ঘাটে।

এলাকার যোগাযোগ সহজ হবে বলে আশা করেছিলেন স্থানীয়রা। এছাড়াও নিগমনগর-বাসন্তীরহাট এবং বামনটারি-বাসন্তীরহাট রাস্তার সংযোগ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। পাশাপাশি দিনহাটা মহকুমার বাসন্তীরহাট, বলরামপুর, বুড়িরহাট, বড়শাকদল সহ বিভিন্ন এলাকায় সহজে যাতায়াত করা যাবে বলেও মনে করছিলেন স্থানীয়রা। তবে সেতু তৈরি হলেও এলাকাবাসীর সেই এটি গুরুত্ব পেতে পারত। অথচ সেতু হলেও তা কাজে লাগে না বললেই চলে। সংযোগকারী রাস্তাটি পাকা করা হোক।' নিত্যযাত্রী স্বপন বর্মনের বক্তব্য, 'প্রায়ই একাধিক প্রয়োজনে বাসন্তীরহাট, বুড়িরহাট, বড়শাকদল যেতে হয়। চার চাকার যানবাহন তো দূরের কথা, বাইক নিয়েও সেতুতে ওঠা যায় না। সেতু দিয়ে যাতায়াত করা না গেলে এত পরিমাণে সরকারি অর্থব্যয়ের কোনও মানেই হয় না।'

মহারাজার মূর্তি এনবিএসটিসিতে

কোচবিহার, ৫ মার্চ : ২০ লক্ষ টাকা খরচে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তির উন্মোচন হল কোচবিহারে। বুধবার কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘির পশ্চিমপাড়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) পরিবহণ ভবনের সামনে মূর্তিটি বসানো হয়। মূর্তিটির আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

পার্থ বলেন, 'কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে ১৯৪৫ সালে দুটো বাস এবং দুটো ট্রাক দিয়ে প্রথম কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ চালু হয়। পরে কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ পরিবর্তিত হয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম হয়। সে কারণে এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে এখানে মহারাজার মূর্তি বসানোর ইচ্ছা ছিল। অবশেষে কর্মী-আধিকারিকদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের নিজস্ব ফান্ড থেকে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে মহারাজার ব্রোঞ্জের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসাতে পারলাম।' প্রতিবছর মহারাজার জন্ম ও মৃত্যুদিন আমরা এখানে পালন করবেন বলে জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে এনবিএসটিসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিগমের এমডি দীপঙ্কর পিপলাই, দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ, কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহারে এনবিএসটিসি'র ভবনের সামনে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি উন্মোচন। বুধবার। -জয়দেব দাস

পদব্রজে চ্যাংরাবান্ধায়

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ মার্চ : পদব্রজে দুই জৈন সন্ন্যাসী বুধবার সকালে চ্যাংরাবান্ধায় এলেন। এদিন চ্যাংরাবান্ধা জৈন ধর্মাবলম্বীরা শোভাযাত্রার মাধ্যমে চ্যাংরাবান্ধা এশিয়ান হাইওয়ে ধরে তাঁদের চ্যাংরাবান্ধা তেরাপন্থ ভবনে নিয়ে যান। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে সন্তদের দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। চ্যাংরাবান্ধা তেরাপন্থ মহিলা মণ্ডলের মন্ত্রী খুশবু বুচ্চা বলেন, 'সন্তমুনি শ্রী আনন্দকুমার কালু এবং সন্তমুনি শ্রী বিকাশকুমার, ওই দুই মহারাজ ২৭ তারিখ শিলিগুড়ি থেকে হেঁটে রওনা হয়ে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ির পথ ধরে এদিন চ্যাংরাবান্ধায় আসেন।' তাঁদের যাত্রাপথে তাঁরা জৈন ধর্মের অহিংসার বাণী ও নেশামুক্তির বাণী প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ৮ মার্চ তাঁরা চ্যাংরাবান্ধা থেকে জামালদহ, মাথাভাঙ্গার পথ ধরে হেঁটে অসমে রওনা হবেন। ওই কয়েকদিন চ্যাংরাবান্ধা তেরাপন্থ ভবনে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে।

নর্দমা নির্মাণ

ফুলবাড়ি, ৫ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঢাকা নর্দমা বানানো হচ্ছে। বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত ময়দানের পূর্ব প্রান্ত হয়ে পঞ্চানন মোড় বাজার পর্যন্ত পাকা এই নর্দমা তৈরি হবে। এই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার জানিয়েছেন, আপাতত ১০০ মিটার দীর্ঘ সেই নর্দমা তৈরি হচ্ছে। এর জন্য পাঁচ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

১৪ লক্ষ টাকার পানীয় জলপ্রকল্প অকেজো

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৫ মার্চ : এক দুই নয়, একেবারে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করে বসানো হয়েছিল সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প। ভুরকুশ হাইস্কুলের পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকরা ভেবেছিলেন এবার দীর্ঘদিনের জলসমস্যার সমাধান হবে। প্রকল্প চালুর পর ১০-১২ দিন জলও পড়ে। তবে সেই আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। কিছুদিন জল পড়ার পরই তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গত দুই বছর থেকে ওই পড়ুয়াদের পানীয় জল থেকে শুরু করে মিড-ডে-মিলের রান্নার জন্য ভরসা সেই টিউবওয়েলের জল। এতে সমস্যায় সকলে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত সরকার বলেন, 'সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্পটি শুরু থেকেই কাজে আসছে না। ১৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প যদি কাজে না আসে তা সরকারি টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে আয়রনযুক্ত জলেই মিড-ডে মিলের রান্না সহ সমস্ত কাজকর্ম চলছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি দেখা দরকার।'

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুশ হাইস্কুলে ৬ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি ট্যাপকল সহ একটি পানীয় জলপ্রকল্প দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলা

কাজে এল না

- ভুরকুশ হাইস্কুলে ১০টি ট্যাপকল সহ একটি পানীয় জলপ্রকল্প দেওয়া হয়
- তবে সেটা কাজে আর এল না
- কিছুদিন জল পড়ার পরই তা বন্ধ হয়ে যায়
- টিউবওয়েলের জলেই মিড-ডে মিলের রান্না চলছে

পরিষদের অর্থানুকূল্যে ওই প্রকল্পটি দেওয়া হয়। তবে সেটা কাজে আর এল না। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সোভানা পারভিনের কথায়, 'এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও জল মেলে না। বাড়ি থেকে জল আনতে হয়। সেই জল শেষ হলে টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জলই পান করতে হয়।'

এদিকে, শুরু থেকেই জল প্রকল্পে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছিল বলে জানিয়েছেন তাঁরা। হয়তো এই কারণেই এত টাকার একটি প্রকল্প অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। অভিভাবক যুগলকিশোর দাস বলেন, নিম্নমানের কাজ হওয়ায় আজ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে প্রকল্পটি। ছাত্রছাত্রীরা আয়রনযুক্ত জল পান করছে।'

এদিকে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন।

ভুরকুশ হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০। ভুরকুশ হাইস্কুলের পাশেই রয়েছে ভুরকুশ প্রাইমারি স্কুল। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলটিও পরিষেবা পেত। কিন্তু এখন জল না মেলায় সকলকে টিউবওয়েলের জলই পান করতে হচ্ছে। মিড-ডে মিলের রাঁধুনি নীলকুমারী দাস বলেন, 'পানীয় জলপ্রকল্প অকেজো থাকায় টিউবওয়েলের জলেই রান্না করতে হয়। পরিষেবা দ্রুত চালু করলে ভালো হয়।' এই পরিস্থিতি থেকে কবে সুরাহা মিলবে এখন সেই প্রশ্ন সকলের।

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পরিমল দাস বলেন, '১৪ লক্ষ টাকার জলপ্রকল্পটি কাজে আসছে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

সীমানা প্রাচীর তৈরি শুরু

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৫ মার্চ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে সীমানা প্রাচীর পেল কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আবুতারা উচ্চবিদ্যালয়। বুধবার দুপুরে স্কুলের সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মন। বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দকৃত প্রায় আট লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা খরচ করে ১৫০ ফুট লম্বা সীমানা প্রাচীরটি তৈরি করা হবে বলে সমিতি সূত্রে খবর। এদিন তিনি ছাড়াও তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লকের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য, দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দিনহাটা-২ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ আবুতারা রোডের ও জনবহুল আবুতারা বাজার লাগোয়া আবুতারা উচ্চবিদ্যালয়। অথচ এই বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীরের নামগন্ধ নেই। ফলে, প্রকাশ্যে স্কুল মাঠে অবাধে ঘুরে বেড়ায় গবাদিপশু। শুধু তাই নয়, মাঠের ওপর দিয়ে চলে যানবাহনও। অভিভাবকদের একাংশের দাবি, রাত বাড়তেই সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে ওঠে ওই মাঠ। এতে স্কুলের নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনই সুষ্ঠু পঠনপাঠনে অসুবিধা হয়। এমন

আবুতারা উচ্চবিদ্যালয়

পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীরের দাবি উঠছিল। বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের নজরে আনা হয়। এরপরই তাঁর বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে তিনি সীমানা প্রাচীরের জন্য অর্থবরাদ্দ করেন। এ প্রসঙ্গে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী জানান, স্কুলটির সীমানা প্রাচীর না থাকায় খুবই সমস্যা হচ্ছিল। মন্ত্রী এনিয়ে সক্রিয় হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ছোট্ট তারা

চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রাকপ্রাথমিকের পড়ুয়া পৃথ্বীরাজ পাল। পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা ও আবৃত্তি করতে ভালোবাসে এই খুদে।

ব্যাটারি চুরির অভিযোগে ধৃত ২

শীতলকুচি, ৫ মার্চ : ব্যাটারি চুরির অভিযোগে শীতলকুচি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা বাজারে। স্থানীয় ব্যবসায়ী রঞ্জিত পালের দোকান থেকে একটি ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল এক তরুণ। তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন দোকানদার। ধৃতের নাম পঙ্কজ বর্মন, বাড়ি গাংধর এলাকায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাবুরাম বর্মন (৫২) নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চুরি যাওয়া ব্যাটারি তার দোকানেই বিক্রি করা হত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বুধবার ধৃতদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দোকান মালিক রণজিৎ পাল জানান, আগেও তাঁর দোকান থেকে চুরি হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় এক তরুণকে দেখেছিলেন। এদিন দোকানের সামনে পঙ্কজ ঘোরাঘুরি করায় তাকে দেখে সন্দেহ হয়। ঘরে ঢুকে নজর রাখছিলেন। দোকান থেকে ব্যাটারি নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।'

আমাদের ছোট নদী

বর্ষায় খরতর, শুখা মরশুমে হাঁটুজল

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৫ মার্চ : রবি ঠাকুরের কবিতার নদীর মতো কোচবিহারের বুড়াধরলা নদী। বর্ষায় 'নদী ভর ভর/ মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।' আর চৈত্র-বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। দৈর্ঘ্যে অন্য নদী থেকে অনেক ছোট হলেও শীতলকুচি ব্লকে এই নদীর গুরুত্ব অনেক।

কোচবিহার জেলায় শীতলকুচি ব্লকের ধরলা নদীর পরেই বুড়াধরলা নদীর নাম উঠে আসে। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীটির উৎস বাংলাদেশ। সেখান থেকে বেরিয়ে ফলনাপুর, নলগ্রাম, ধাপেরচাত্রা, নগর শোভাগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে। শেষে মিশেছে মানসাই নদীতে। নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিলোমিটার। শীতলকুচি ব্লকের প্রায় মাঝবরাবর নদীটি যাওয়ায় ব্লকের মানচিত্রকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। নদীর একদিকে পড়ে খলিসামারি, বড় কৈমারি, ভাঐরথানার মতো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। আরেকদিকে রয়েছে ছোট শালমারি, গোঁসাইরহাট, লালবাজার। নদীর ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটি সেতু তৈরি হয়েছে। গত পুজোর সময় গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারির ঘাটে নদীর সেতুটি ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে ওই এলাকা এবং লাগোয়া পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা সাঁকো দিয়ে পারাপার করেন।

অন্য অনেক নদীর মতো এই নদীরও রূপ বদলেছে। স্থানীয়রা জানালেন, একসময় নদীতে সারাবছর জল থাকত। সেই জল দিয়ে চাষের জমিতে সেচের জল দিতেন। এখনও নদী থেকে জল তুলে সেচের জলের ব্যবস্থা করেন স্থানীয় কৃষকরা। কিন্তু নদী শুধুমাত্র উপচে পড়ে বর্ষায়। বছরের বাকি সময় হাঁটুজল থাকে, সেই জল ঠেলে নদী পারাপার করেন এলাকাবাসী।

দৈর্ঘ্য : প্রায় ১২ কিমি
উৎপত্তি : বাংলাদেশ
মিশেছে : মানসাই নদীতে

বুড়াধরলা নদীর উপর সাঁকোয় পারাপার।

অনেকে এই নদীর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে জীবিকানির্বাহ করেন আজও। নগর শোভাগঞ্জ গ্রামের রবীন্দ্র দাসের কথায়, 'বুড়াধরলা নদী আগে যেরকম ছিল, তাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। তবে নদীতে বোরো চাষ বাড়ায় এই মরশুমে নদীকে এখন চেনাই যায় না। এই চাষাবাদ করতে গিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে নদীতে আর আগের মতো মাছ নেই।'

সব পালটেছে

- আগে বছরভর বুড়াধরলায় জল থাকত
- এখন বর্ষায় নদীর ভরাযৌবন, বাকি সময় হাঁটুজল
- পুঁটি, সাটির মতো নদিয়ালি মাছও হারিয়ে গিয়েছে বরাবরের মতো

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দারা জানালেন, আগে শোল, বোয়াল, শিঙি, মাগুর সহ নানান প্রজাতির মাছ মিলত বুড়াধরলায়। এখন বর্ষা ছাড়া মাছ মেলে না। নদীর কুড়াগুলিও বুজে যাচ্ছে দিন-দিন। বর্তমানে নদীটি নাব্যতা হারিয়েছে। নদীর বুকে মাটি সমান করে কৃষিকাজ চলছে।

নদীর পাড়ের আরেক বাসিন্দা মানস বর্মনের ছোটবেলার স্মৃতি বলতেই মনে পড়ে, নদীতে মাছ ধরা। এখন নদীর এই হাল দেখে তাঁর কষ্ট হয়। তাঁর কথায়, 'নদীগুলো রক্ষায় প্রথমে বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলুক প্রশাসন। নদীতে মশারির জাল এবং বিষ প্রয়োগ বন্ধ হলে পুঁটি, দারিকা, সাটির মতো দেশীয় মাছ ফের মিলবে। নদীতে মাছের অভাব হবে না।' একই কথা বললেন আরেক বাসিন্দা চন্দন বর্মনও।

অক্সফোর্ডে দিদি

গত ডিসেম্বরেই লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে ২১ মার্চ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

হাইকোর্টে মা

পানাগড়ে ইভেন্ট ম্যানেজার সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তাঁর মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আসছে অ্যাপ

সরকারি বাসের অবস্থান জানতে অ্যাপ নিয়ে আসছে পরিবহণ দপ্তর। খুব শীঘ্রই অ্যাপটি চালু হয়ে যাবে। এর ফলে বিভিন্ন রুটের বাসের অবস্থান জানা যাবে।

টাকা লুট

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার বড়বাজারে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে ঢুকে ১৫ লক্ষ টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা। মালিকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে অফিস খুলতে তৎপর শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে সরাসরি নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সেই লক্ষ্যে এবার মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে (৭৩ নং ওয়ার্ড) মণ্ডল অফিসের জন্য জমি খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির দাবি, জায়গা এখনও ঠিক হয়নি। এলাকায় মণ্ডল অফিসের জন্য বিরোধী দলনেতা সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও শুভেন্দু তথা বিজেপির এই উদ্যোগকে 'দেউলিয়া রাজনীতি' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার তালিকা সাফ করতে মাঠে নামার পর এলাকায় এলাকায় পালটা নজরদারি শুরু করেছে বিজেপি। ভবানীপুর সহ দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার অধীন বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, কসবা, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য বলেন, মঙ্গলবার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মণ্ডল নেতৃত্ব ভবানীপুরে তাঁদের দপ্তর না থাকার বিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে জানালে শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন। তবে মণ্ডল অফিস করতে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমির খোঁজ করার বিষয়টি মানতে চাননি তিনি। ২০১৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়, তৃণমূলের সুব্রত বক্সীর কাছে পরাজিত হলেও, ভবানীপুরে জয়ী হন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির দপ্তর ছিল ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৭৪ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে। রাজনৈতিক চাপেই তা বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে জেলা বিজেপির দাবি। সর্বশেষ কলকাতা পুরসভা ভোটেও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে পিছিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। বিজেপির মতে, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির মণ্ডল কার্যালয় খুলতে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডকে বেছে নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছেন শুভেন্দু।

তবে বিজেপি তথা শুভেন্দুর এই উদ্যোগকে পাত্তা দিতে চায় না তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমারের মতে, এটা শুভেন্দু ও বিজেপির দেউলিয়া রাজনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, 'এসব করে আদপে কিছু হবে না। বৃথা চেষ্টা। ভবানীপুরে কেন দক্ষিণ কলকাতায় ওরা একটা নয়, একশোটা অফিস খুলতে পারে। কিন্তু, তাতে ভোটের ফলের কোনও তারতম্য হবে না।'

বন্যা প্রতিরোধে ১৫০ কোটি

কলকাতা, ৫ মার্চ : গতবছর নদীভাঙন ও বাঁধগুলি থেকে হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে জল ছাড়ার জন্য রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মাসখানেক আগে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার জন্য বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই কারণে রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। দুর্বল বাঁধ মেরামত, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বন্যা মোকাবিলার সরঞ্জাম কেনা, সেচ খালগুলির সংস্কার, পাম্পিং স্টেশনগুলি মেরামত করার জন্য এই টাকা ব্যবহার করা হবে। মার্চের মধ্যেই এই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে বলা হয়েছে।

যাদবপুরের বিশৃঙ্খলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

কোর্টে উল্লেখ পড়শি দেশের

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা দেখছে কলকাতা হাইকোর্ট। গোয়েন্দাদের এই ধরনের ভূমিকা থাকলে আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। যাদবপুর কাণ্ডে পুলিশের কখনও অতিসক্রিয়তা, কখনও বা নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের হয়।

বুধবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এত জমায়েত হল? গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। ওই ভিড় সম্পর্কে কি পুলিশের গোয়েন্দারা জানতেন না? না, মন্ত্রী গোয়েন্দাদের তথ্য গুরুত্ব দেয়নি? ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে।'

তিনি বলেন, 'সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি।' তবে আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বয়ান অনুযায়ী এফআইআর দায়ের না করায় রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনাও করা হয়।

আবেদনকারী পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় ছাত্রদের ওপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পড়ুয়াদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে ছাত্ররা ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য হামলা চালিয়েছে, তা উল্লেখ করেছে পুলিশ। এই অভিযোগ সত্যি নয়।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আহত ছাত্রের বয়ানের ভিত্তিতে কেন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি? মন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিচারপতি বলেন, 'রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়।'

এজি জানান, মন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ভিতরে রাখা হয়নি। যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীদের পরিচিতি জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু উত্তর না মেলায় এফআইআর রুজু করা হয়নি বলে জানান এজি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, অবিলম্বে আহত ছাত্রের বয়ান অনুযায়ী রাজ্যকে এফআইআর রুজু করতে হবে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও জমা দিতে হবে। ১২ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি।

যাদবপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা দ্রুত শুনানির জন্য এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি এদিনও জানিয়ে দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের। তাই এক্ষেত্রে এখনই আদালতের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন আছে। আইনশৃঙ্খলাজনিত বিষয় হলে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।

তবে আবেদনকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি জরুরিভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন।

বিচারপতি উবাচ

- গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত
- ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে
- সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি
- রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়

অরবিন্দ ভবনের সামনে বিক্ষোভে যাদবপুরের পড়ুয়ারা। - আবির চৌধুরী

হাসপাতালে উপাচার্য, মিছিলে ইন্দ্রানুজের বাবাও

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বুধবার বিকাল চারটের মধ্যে উপাচার্যকে আলোচনায় বসতে হবে বলে দাবি জানিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী কেয়া গুপ্ত অভিযোগ করেন। এরপরই তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগেও একবার তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। তাই চিকিৎসকরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

এদিনও সকাল থেকে উত্তপ্ত ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে উপাচার্য যেহেতু কথা বলেননি, তাই পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিনও আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জখম ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা অমিত রায়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের বাইরে ধর্নায় বসে ছাত্র পরিষদও।

হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্দ্রানুজের চোখে ও পায়ের পাতায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু মঙ্গলবারই তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য দাবি করেছিলেন, 'এত বড় গাড়ি চলে গেলে শুধু চোখে আঘাত লাগবে কেন?' এই বিষয় নিয়ে এদিন মুখ খুলেছেন অমিতবাবু। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। আমার অনুরোধ, এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না। আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফেরানোর।' এরপরই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'গাড়ির নীচে চাপা পড়ে আরও বড় ক্ষতি হলে তিনি কি খুশি হতেন?' মঙ্গলবারই ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি এই ঘটনায় অনুতপ্ত ও কষ্ট পেয়েছেন।'

তবে উপাচার্য তাঁদের সঙ্গে কথা না বলায় ছাত্রছাত্রীরা যে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ, তা এদিন তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বলেন, 'এর আগেও দেখা গিয়েছে, সারদা, নারদ মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হলেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন। উপাচার্যের অসুস্থতা কতটা, তা আমরা জানি না। তবে তিনি যে ধরনের ভূমিকা দেখিয়েছেন, তা অভিপ্রেত নয়।'

আজ তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক, থাকছে আইপ্যাক

কলকাতা, ৫ মার্চ : নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূতুড়ে ভোটার ধরতে ৩৫ জনের একটি কোর কমিটি গঠনও করে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটি প্রথম বৈঠকে বসছে। সেখানে দলের জেলা সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন দুপুরে কলকাতার বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটানে তৃণমূলের কার্যালয়ে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই বৈঠকে থাকতে পারেন। কোন জেলায় কত ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলার সভাপতিরা দলের রাজ্য সভাপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দলের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে দেওয়া হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকাতেই বেশি ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূল ভবনের ওই বৈঠকে অনেকদিন পর দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকেদের থাকার কথা। মাঝে আইপ্যাকের ওপর নেত্রী তেমন গুরুত্ব না দিলেও সদ্য নেতাজি ইন্ডোরে দলের সভায় তাদের কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন। তাদের সমীক্ষা কাজে লাগানোর কথাও বলেন। তাদের বিরুদ্ধে দলের কেউ উলটোপালটা কথা যেন না বলেন, এমন হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তাঁর নির্দেশেই বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের লোকেদের তৃণমূল ভবনে ডাকা হয়েছে। এতে স্বভাবতই খুশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পছন্দেই মূলত আইপ্যাককে দলের কাজে রাখা হয়েছে। ইন্ডোরের সভায় অভিষেকের উপস্থিতিতে নেত্রীর এই সংক্রান্ত কথায় অভিষেক উৎসাহিত হয়েছেন বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

মার্চের শেষেই বঙ্গ সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শা'র সফরে চর্চা রাজ্য সভাপতি নিয়ে

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসতে পারেন শা। এমাসেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই শা-র এই সফর ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিজেপিতে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ও রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডাকে দিল্লি গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার ও অমিত মালব্য।

সূত্রের খবর, দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তবে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠের মতে, অন্যান্য বারের মতো ওই দিল্লি সফর নিয়ে সেভাবে উচ্ছ্বাস দেখাননি বিরোধী দলনেতা।

মঙ্গলবার বিকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। সেই সাক্ষাতের পরই রাজ্যে অমিত শা-র সফরের বিষয়টি সামনে আসে। যদিও শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি সাংগঠনিক বিষয় বলে তা নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। যদিও তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বিষয় জানাই। এটাও সেরকমই ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরে বলার নয়।' এরপর তাঁকে শা'য়ের আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'এ মাসের শেষের দিকে আসতে পারেন।' এদিকে সুকান্তদের শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

বিজেপির একাংশ মনে করছে, রাজ্যে অমিত শা-র সফরের আগেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। নতুন রাজ্য সভাপতিকে দলের সামনে তুলে ধরতেই রাজ্যে আসছেন শা। দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল। এরই মধ্যে ১৮ থেকে ২৩ মার্চ নাগপুরে আরএসএসের বৈঠক। একটি সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে যোগ দেবেন নবনির্বাচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেক্ষেত্রে ১৮ মার্চের আগে নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণার পরই বাংলায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ।

এই আবহে মঙ্গলবার সুকান্ত ও মালব্যের শা-র সঙ্গে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। সভাপতির দৌড়ে থাকা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলেরা কেউই এখনও নিশ্চিত নন। রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যেভাবে আরএসএস এবং বিজেপির টানাপোড়েন চলেছে, তাতে শেষপর্যন্ত শ্যামও রাখি ও কুলও রাখি গোছের কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বহাল রাখা হতে পারে। বিশেষত মঙ্গলবার শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর যথেষ্ট উজ্জীবিত সুকান্ত শিবির। যদিও দলের অন্য একটি অংশের মতে, সুকান্তর মেয়াদ বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে।

তবে বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নাম। তবে যাই হোক না কেন, রাজ্যের নতুন সভাপতির অভিষেককে উপলক্ষ্য করেই যে রাজ্য সফরের পরিকল্পনা করেছেন শা, সেই ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রাজ্য বিজেপি।

আইনজীবী বদল মমতার

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিধায়কদের শপথগ্রহণ ঘিরে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চারজনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই মামলায় মমতার আইনজীবী হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় বসু। বুধবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল নামের সলিসিটর সংস্থা জানায়, এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করবে তারা।

তৈরি হচ্ছে জমির মৌজা মানচিত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : একশো বছর পর রাজ্যের জমির মৌজা মানচিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই মানচিত্র তৈরি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপরই বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রধান সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে এপ্রিল থেকেই এই মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হবে। তিনটি পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ৪২ হাজার ৩০২টি মৌজার মানচিত্র তৈরি হবে। এর আগে ১৯২৫ সালে এই মৌজা মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগ হয়েছে। এছাড়াও অনেক পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভায় পরিণত হয়েছে। জলা, নীচু ও কৃষিজমি পরিণত হয়েছে বাস্তুজমিতে। ফলে পুরোনো মানচিত্রের সাহায্যে এখন জমি কেনাবেচা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া বহু পুরোনো রেকর্ডও ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা ও সরলতা আনতে নতুন মৌজা মানচিত্র তৈরি করার কাজ শুরু হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সমীক্ষার কাজ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া এবং বীরভূম জেলায় সমীক্ষা হবে। তৃতীয় ধাপে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সমীক্ষা হবে। প্রাথমিকভাবে ৪২,৩০২টি মৌজা থাকলেও অনেক জলাভূমি রয়েছে। আবার অনেক এলাকার শ্রেণিবিন্যাস ঘটেছে। ফলে নতুন করে ৬৮,৪৫৩টি মৌজা তৈরি হতে পারে। ফলে সেক্ষেত্রে এই সংখ্যক মানচিত্রই তৈরি করা হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মানচিত্র তৈরির জন্য উপগ্রহ চিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়াও ড্রোনের মাধ্যমে ছবি তুলে জিও ট্যাগিং করা হবে। এলাকায় ঘুরে সমীক্ষাও একইসঙ্গে হবে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ এলাকার মানচিত্র তৈরি হতে অন্তত দেড় বছর সময় লাগতে পারে। যে সমস্ত জলাভূমি, কৃষি ও নীচু জমি বাস্তুজমিতে পরিণত হয়েছে, সেগুলিরও মানচিত্রে শ্রেণিবিন্যাস করে দেখানো হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় অনেক মৌজা রয়েছে, যার এক অংশ এরাজ্যে থাকলেও অন্য অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। দেশভাগের পর নতুন করে আর মানচিত্র তৈরি না হওয়ায় ওই মৌজার সঠিক তথ্যও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে নেই। ফলে জমির চরিত্র বদল ও মিউটেশন করতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন মানচিত্র তৈরি করা হলে এই সমস্যা আগামীদিনে হবে না।

এপ্রিলে শুরু হবে কাজ

মালদা টাউন থেকে হোলি স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন **হোলি উৎসব** উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, নিম্নলিখিত স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - আনন্দ বিহার টার্মিনাল			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার টার্মিনাল - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৭.০৩.২০২৫	–	০৯.৩০	↓ মালদা টাউন	২৩.৩০	–	১৯.০৩.২০২৫
	১২.৫১	১২.৫৬	ভাগলপুর	১৮.৪৫	১৮.৫০	
	১৪.০৮	১৪.১৩	জামালপুর	১৭.২৫	১৭.৩০	
১৮.০৩.২০২৫	১৩.৩০	–	আনন্দ বিহার (টি) ↑	–	১৫.৪৫	১৮.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পীরপৈন্তী, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ও গোবিন্দপুরী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩৫ – ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার (টি) থেকে** ০৩৪৩৬ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০২টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৬টি, স্লিপার ক্লাস – ০৮টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৪টি, এলএসএলআরডি – ০১টি ও পাওয়ার কার – ০১টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪২৫/০৩৪২৬ মালদা টাউন - পুনে - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - পুনে			(০৩৪২৫) (০৩৪২৬)	পুনে - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
২১.০৩.২০২৫	–	১৭.৩০	↓ মালদা টাউন	১৬.৩০	–	২৫.০৩.২০২৫
	২২.৩০	২২.৪০	ভাগলপুর	১২.৩৫	১২.৪৫	
২২.০৩.২০২৫	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর জংশন	১১.১৫	১১.২০	
	০৯.৪৫	০৯.৫০	প্রয়াগরাজ ছিওকী	২৩.০০	২৩.০৫	২৪.০৩.২০২৫
২৩.০৩.২০২৫	১১.৩৫	–	পুনে ↑	–	২২.০০	২৩.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, জবলপুর, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, ভুসাবল জংশন, জলগাঁও জংশন, মনমাড় জংশন ও দৌন্ড কর্ড লাইন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪২৫ – ২১.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **পুনে থেকে** ০৩৪২৬ – ২৩.০৩.২০২৫ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-চর্লাপল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - চর্লাপল্লী			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	চর্লাপল্লী - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৮.০৩.২০২৫	–	১৮.১০	↓ মালদা টাউন	০৫.১০	–	২২.০৩.২০২৫
	১৯.৫৭	২০.০২	রামপুরহাট	০০.৫৩	০০.৫৮	
	২১.৩৭	২১.৩৯	বর্ধমান	২২.৫০	২২.৫২	
১৯.০৩.২০২৫	২২.৩৮	২২.৪৩	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	২১.০৩.২০২৫
	০১.১৫	০১.২৫	খড়গপুর	১৮.৪৫	১৮.৫৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১২.২০	১২.২৫	
	২২.০০	২২.১০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২২.২৫	২২.৩৫	২০.০৩.২০২৫
২০.০৩.২০২৫	০৪.০০	–	চর্লাপল্লী ↑	–	১৬.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বোলপুর শান্তিনিকেতন, আন্দুল, বালাসোর, ভদ্রক, কটক, খোরধা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম রোড, বিজয়নগরম জংশন, কোট্টাভালাসা, পেন্দুর্তি, উত্তর সিমহাচলম, দুব্বাডা, সামালকোট, রাজামুন্দ্রী, গুন্টুর, সত্তেনপল্লী, পিডুগুরাল্লা, নডীকুডী, মির্যালগুডা, নলগোন্ডা ও পগিডিপল্লী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩০ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **চর্লাপল্লী থেকে** ০৩৪২৯ – ২০.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০২টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৫টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন - উধনা - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - উধনা			(০৩৪১৭) (০৩৪১৮)	উধনা - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৬.০৩.২০২৫ ২২.০৩.২০২৫	–	১২.২০	↓ মালদা টাউন	০২.৫৫	–	২০.০৩.২০২৫
	১৩.১৭	১৩.১৯	বারহারওয়া জংশন	০১.০৮	০১.১০	২৬.০৩.২০২৫
	১৫.৩৫	১৫.৪৫	ভাগলপুর	২২.২৫	২২.৩৫	১৯.০৩.২০২৫
১৭.০৩.২০২৫	০৯.৫৫	১০.০৫	জবলপুর	০২.৩০	০২.৪০	২৫.০৩.২০২৫
২৩.০৩.২০২৫	১৮.৫৫	১৯.০০	ভুসাবল জংশন	১৮.৫০	১৮.৫৫	১৮.০৩.২০২৫
১৮.০৩.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫	০০.৪৫	–	উধনা ↑	–	১২.৩০	২৪.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন, অভয়পুর, কিউল জংশন, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছিওকী, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, অমলনের, দৌন্ডাইচা, নন্দুরবার, নওয়াপুর, ভ্যারা ও চলথান স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৭ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ২২.০৩.২০২৫ (শনিবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **উধনা থেকে** ০৩৪১৮ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ২৪.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৩টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৬টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৩/০৩৪১৪ মালদা টাউন - দিল্লি - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - দিল্লি			(০৩৪১৩) (০৩৪১৪)	দিল্লি - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৫.০৩.২০২৫ ১৮.০৩.২০২৫	–	০৭.০০	↓ মালদা টাউন	১৭.৩০	–	১৭.০৩.২০২৫ ২০.০৩.২০২৫
	১০.৫০	১১.০০	ভাগলপুর	১২.৪৫	১২.৫৫	
	১২.২০	১২.২৫	জামালপুর জংশন	১১.০০	১১.০৫	
১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫	০২.০০	০২.০৫	কানপুর সেন্ট্রাল	১৯.৪০	১৯.৪৫	১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫
	১০.৩৫	–	দিল্লি ↑	–	১৩.৩৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, বরিয়ারপুর, ধরহরা, অভয়পুর, কজরা, কিউল জংশন, লক্ষ্মীসরাই জংশন, বরহিয়া, হাথীদা জংশন, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর জংশন, খুসরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন ও প্রয়াগরাজ স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৩ – ১৫.০৩.২০২৫ (শনিবার) ও ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **দিল্লি থেকে** ০৩৪১৪ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১ ফাল্গুন ১৪৩১

সিপিএমের চর্বিতচর্বণ

প্রকাশ কারাতের আবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণের পর থেকে তিনি যেভাবে দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দলটির রাশ হাতে নিয়েছেন, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, কারাতই এখন সিপিএমের সর্বেসর্বা। দলের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে আসায় সিপিএম আবার কারাতের পুরোনো নীতি মেনে চলতে শুরু করেছে।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সেই প্রবণতা মারাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথমটি, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারকে নব্য ফ্যাসিবাদী বলে আখ্যা না দেওয়া ও দ্বিতীয়টি, কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলা। এপ্রিল মাসে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের আগে দলের রাজ্য কমিটিগুলিকে পাঠানো নোটে সিপিএম মন্তব্য করেছে, ১০ বছরের মোদি জমানায় নব্য ফ্যাসিবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও তাকে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী বা নব্য ফ্যাসিবাদী বলা যায় না। দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠনেও আপত্তি জানানো হয়েছে।

বিজেপির বিরোধিতায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। পুরোপুরি ভেস্তে না গেলেও খাতায়-কলমে এখনও 'ইন্ডিয়া' জোটের অস্তিত্ব আছে। জোটে সিপিএমও রয়েছে। তারপরও কারাতের নেতৃত্বে এহেন ভোল বদল স্পষ্ট। ইয়েচুরি কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বিজেপি বিরোধিতায় হাত শিবিরের পাশে ছিলেন। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় কেরলে সিপিএম-কংগ্রেসের আকচা-আকচি স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপি-আরএসএস এবং কংগ্রেস সম্পর্কে সিপিএমের নতুন মূল্যায়নে কেরলেই দলের পরিণতি যাই হোক, দেশের মানচিত্রে লাল রং আরও ফিকে হতে পারে।

প্রধান প্রতিপক্ষ নির্ধারণে এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সিপিএমের প্রতি মানুষের আস্থা রাখা কঠিন। রাহুল গান্ধির মতে, দেশে বর্তমানে দুটি মতাদর্শের লড়াই চলছে। একটি বিজেপি-আরএসএসের, অন্যটি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের। রাহুলের এই সুর আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনদের গলায়ও আছে। কিন্তু কারাতরা কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণে বেশি সময় ব্যয় করছেন।

কারাত অতীতেও কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্বের নীতি নিয়েছিলেন। তাতে সিপিএমের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। তাঁর আমলেই ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল সিপিএম। তবে তারপরে ইয়েচুরি জমানায় সেই অবস্থান থেকে সরেছিল সিপিএম। ইয়েচুরির অবর্তমানে সেই কাজটি এবার বিনা বাধায় এগোচ্ছে।

ফ্যাসিবাদ প্রশ্নে সিপিএমের এই লাইন নিয়ে সিপিআই, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের মতো বাম দলগুলিও সমালোচনা করেছে। আবার কংগ্রেসের হাত ধরতে তৃণমূল, আপ, সপা'র মতো সিপিএমও আপত্তি তুলেছে। তবে ওই তিনটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সিপিএমের তুলনা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে ওই দলগুলির মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে। হাত শিবির এখন নিজেদের শক্তি যাচাইয়ে দেশের সর্বত্র একক ক্ষমতায় লড়াই করতে চায়।

সিপিএমও নিশ্চয়ই একলা চলার রাস্তা বেছে নিতে পারে। যে কোনও দলের অবস্থান ঠিক করার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবটা না বুঝলে আখেরে সেই দলের লোকসান। কেরল বাদে সিপিএমের গর্ব করার মতো শক্তি আর কোনও রাজ্যে নেই। কেরলে আবার সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে লালঝান্ডাধারীরা দাঁতও ফোটাতে পারে না। ফলে বিজেপি-আরএসএস বিরোধী শক্তি হিসেবে সিপিএমের ক্ষমতা এবং দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এই অবস্থায় কারাত লাইনে সিপিএমের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, তামিলনাড়ু, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিপিএমের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক হওয়ায় সিপিএমের দ্বিচারিতা স্পষ্ট। এতে সিপিএমের চরিত্র নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। কিছু বস্তাপচা ধারণা আঁকড়ে সিপিএম নিজেদের বড় বিপ্লবী দল প্রমাণ করতে মরিয়া। কিন্তু দেশের রাজনীতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে জনতার দরবারে ঠাঁই পাওয়া মুশকিল।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন। **- শ্রীশ্রী রবি শংকর**

বাংলার ভাষাবাজারে বাস্তবের ছবি

'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে বাংলায় ৭টি ভাষার ব্যবহার হয়। কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

ফেব্রুয়ারি মাসের বাংলা ভাষা বিষয়ক সমারোহগুলো প্রায় শেষ। 'হিংলিশ মিডিয়াম' পশ্চিমবঙ্গে এবার এই শৌখিন ভাষা-রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি তকমা নিয়ে সেলিব্রেশন! এসব নিয়ে আমরা, নাগরিক বাঙালিরা গত প্রায় ছ'মাস বেশ আবেগতাড়িতই ছিলাম। এখন শীত শেষ, সেলিব্রেশনও প্রায় শেষ। এই সুযোগে বাংলার ভাষা-পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে কিছু কথা হোক! এটা প্রথমেই মনে রাখলে সুবিধে হবে যে, শুধু বাংলা ভাষাই পশ্চিমবাংলার ভাষা নয়, এই বাংলা, ভারতের একটি অন্যতম বহুভাষিক রাজ্য। জনগণনার সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এ রাজ্যে ১১২টি ভাষার ব্যবহার আছে এবং এইসঙ্গে আছে আরও ২০১টি বুলি বা মাতৃভাষার ব্যবহার। এই বুলি বা মাতৃভাষারা সেই অর্থে সরকারি ফোকাস বা সমাজের মূল ভাষা-স্রোতের বাইরে দিয়ে চলে। ১০ হাজারের কম লোক কথা বলে এরকম বুলিকে সেন্সাসও আলাদা করে অধ্যয়ন করে না। ফলে মাঠে-ঘাটে-গ্রাম-বস্তিতে ছড়িয়ে থাকা এরকম অনেক বুলি বা মাতৃভাষার বিশদ খবর সেন্সাসও দিতে পারে না।

যাই হোক, জনগণনার সর্বশেষ তথ্যে ঠাসা বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে সংকলিত ভারতীয় সেন্সাস সংগঠনের নতুন 'ভাষা-মানচিত্র : ২০১১' বা 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাটলাস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল : ২০১১' প্রকাশিত হয়েছে যা তার তথ্যভাণ্ডারের জন্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার, মানে পশ্চিমবাংলার ভাষা নিয়ে কিছু বলা ও লেখার আগে এই অ্যাটলাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া নানা কারণে জরুরি।

সেন্সাসের এই নতুন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ২২টি 'ভারতীয়-আর্য' বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং এর মধ্যে বাংলাই প্রধান (৮৯.২১ শতাংশ)। বাংলার পরেই রয়েছে যথাক্রমে হিন্দি (৭.২০ শতাংশ), উর্দু (১.৮৯ শতাংশ) ও নেপালির (১.৩১ শতাংশ) স্থান। এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারতীয়-আর্য ভাষার বাচক তুলনামূলকভাবে সবচাইতে কম। কেন কম? এই দুটি জেলায় ভারতীয়-আর্য ভাষা কল্কে পাচ্ছে না কেন? খবরগুলো জানার পর এসব প্রশ্ন উঠবে!

বাংলার 'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে ৭টি ভাষার ব্যবহারের কথা জানা যাচ্ছে। সেগুলো হল, কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়। গোটা বাংলার নিরিখে এদের সম্মিলিত অনুপাত মাত্র ০.৩৪ শতাংশ- এটা যেমন জানা যাচ্ছে, আবার এসব ভাষাভাষীরা বাংলার কোন কোন অঞ্চলে থাকেন, তাদের দ্বিভাষীকতা বা ত্রিভাষীকতার হার কেমন, সেন্সাসের তথ্য থেকে সেগুলোরও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবাংলায় 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' ভাষাভাষীরা যে এখন মোট জনসংখ্যার ২.৮৪ শতাংশ সেটা এত স্পষ্ট করে এই রিপোর্টটি হাতে না পেলে জানা যেত না! এটা আবারও পরিষ্কার হল যে সাঁওতালরাই এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিরঙ্কুশ ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৯৩.৭৮ শতাংশ। প্রসঙ্গত, সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, শবর, ভূমিজ, খারিয়া, হো, কোরওয়া- এইসব জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষা-পরিবারের সঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্পর্কের কথা সুবিদিত।

এবার বাংলায় 'ভোট-বর্মী' ভাষার কী পরিস্থিতি? জনগণনার তথ্য জানাচ্ছে, বাংলায়, ২০১১ সালের সেন্সাসের হিসেবে মোট ৬১টি ভোট-বর্মী বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং তাদের সম্মিলিত বাচকসংখ্যা, ৯১,৭৯৩। রাজ্যের জনসংখ্যায় অনুপাতের হিসেব, মাত্র ০.১০ শতাংশ। ভোট-বর্মী মানে টিবেটো-বার্মিজ! মানে ওইসব ভোটিয়া, বোড়ো, গারো, লেপচা, লিম্বু, রাভা, রাই, শেরপা, তামাং ইত্যাদি। এরা সংখ্যায় খুব প্রভাবশালী না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত রঙিন, বর্ণময়! বলাই বাহুল্য, এদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, বোড়ো অন্যতম। জানা গেল এ রাজ্যের মোট বোড়োভাষীর সংখ্যা, ৪২,৪৯২।

আরেকটি মজার খবর সামনে এসেছে! সেটা হল, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মোট বাংলাভাষীর সংখ্যা, ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৫২ জন। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, এদের বেশিরভাগই দক্ষিণবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের মধ্যে সাকুল্যে ১৫.৪৭ শতাংশ হল উত্তরবঙ্গবাসী! এটা একেবারে তিনসত্যি! সম্ভবত এ কারণেই বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এখনও কলকাতাই ভরকেন্দ্র! পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ১৭ জন সদস্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, একজনও উত্তরবঙ্গের লোক নেই!

আরেকদিকে, এটা জানাই ছিল যে দার্জিলিং ছাড়া উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বাংলা এক নম্বর ভাষা (দার্জিলিংয়ে নেপালি হল নম্বর ওয়ান)। নতুন গবেষণা, সেটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এও জানিয়ে দিচ্ছে যে, উত্তরের ৩টি জেলায়, অর্থাৎ কোচবিহার, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা হলেও, এখনও এদিককার দুটি জেলায়, অর্থাৎ দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় সাঁওতালি এবং শিলিগুড়ি মহকুমার কল্যাণে অবিভক্ত দার্জিলিং জেলায় বাংলাই দ্বিতীয় ভাষা। কোচবিহার ও অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি নেপালি তৃতীয় স্থানে- এটা যেমন বাস্তব, তেমনি উত্তর দিনাজপুরে উর্দু এখন তৃতীয় ভাষা। এই খবরটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়! উত্তর দিনাজপুর জেলায় উর্দুভাষীদের জনসংখ্যা যে প্রায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি (সংখ্যাটি তাও অন্তত এক যুগ আগের!) সেটা আমাদের অনেকেরই সম্ভবত জানা ছিল না! সেন্সাসের এই নতুন তথ্যভাণ্ডারে বাংলার ভাষা সংসারের অনেক মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে। সেগুলো নিয়ে পৃথক পৃথক গল্পও হতে পারে! যেমন, যদি প্রশ্ন ওঠে, উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যায় বাংলাভাষীর অনুপাত কত? ২০১১-র সেন্সাস জানাচ্ছে, ৭৪.৯৮ শতাংশ। গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে? তাদের স্পষ্ট উত্তর, ৮৬.২২ শতাংশ। এই ব্যাপারটাতে অসম, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দিকে তাকালে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্লাঘা বোধ হতে পারে। কারণ অসমে ৪৮.৩৮ শতাংশ অসমিয়া, ওড়িশায় ৮২ শতাংশ ওড়িয়া, মহারাষ্ট্রে ৬৯.৯৩ শতাংশ মারাঠি ও কর্ণাটকে ৬৭ শতাংশ কন্নড় ভাষায় কথা বলে। মণিপুরেও মেইতেই ভাষার বাচকসংখ্যা ৮৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দিভাষী কত? উত্তর হল, জনসংখ্যার ৬.৯৬ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কি অনুপাতটি একইরকম? পরিষ্কার উত্তর, না। উত্তরবঙ্গে হিন্দিভাষীর অনুপাত রাজ্যের অনুপাতের চাইতে বেশি। ১০.৯২ শতাংশ। গোটা রাজ্যে নেপালিভাষী কত শতাংশ? সরকারি তথ্য থেকেই আমরা জানতে পাচ্ছি, ১.২৭ শতাংশ। হিমালয়সানুর উত্তরবঙ্গে? হ্যাঁ, অবশ্যই একটু বেশি! ৬.৫১ শতাংশ। এক যুগ পুরোনো হলেও এসব তথ্য নিয়েই আমাদের চলতে হবে কারণ, ২০১১-র পরে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন সেন্সাস হয়নি। আরেকটি তফশিল-স্বীকৃত ভাষা, সাঁওতালি। এ ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ২.৬৬ শতাংশ মানুষ কথা বলে। অথচ, সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন এদিককার জনসংখ্যার ২.৮৯ শতাংশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই দুই দিনাজপুর ও মালদার বিরাট সাঁওতাল জনসংখ্যাই এর মূলে বলে মনে হয়! উত্তরবঙ্গে উর্দুভাষী কত? সেন্সাসের উত্তর, ১.৭৯ শতাংশ। এই অনুপাত গোটা রাজ্যের চাইতে সামান্য কম। গোটা পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষীর অনুপাত হল, ১.৮২ শতাংশ।

এবার সরকারি তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে বাংলার জনজাতীয় ভাষাগুলোর যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তার খানিকটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই খবরে আনন্দ আছে বিষাদও আছে! প্রথম খবর, উত্তরবঙ্গে 'কিসান' জনজাতির ৮৯.৩২ শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষায় আর কথা বলে না! তেমনি আরেকটি ছোটনাগপুরীয় সম্প্রদায় 'কোড়া'-দের ৫৫.৮৯ শতাংশ কোড়া ভাষা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে! বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট জনজাতিগোষ্ঠী, ওরাওঁদেরও ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটছে। সেন্সাসের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে ৭১.৩১ শতাংশ বিভিন্ন কারণে এখন আর তাদের মাতৃভাষা, 'কুরুখ' বলে না, অর্থাৎ বলা ভালো, কুরুখ পছন্দ করে না! কেন করে না, কোন পরিস্থিতিতে তারা অন্য ভাষামুখী হচ্ছেন, সেগুলোর সুলুকসন্ধান করাটা আশা করি এবার জরুরি হয়ে উঠবে। সেন্সাসের তথ্য পর্যালোচনা করে এই প্রথম জানা গেল পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলোর ভাষা-পরিস্থিতির কার্যত টালমাটাল অবস্থা! জেনে আশ্চর্য হতে হয় যে, পাহাড়ের অন্যতম বর্ণময় জাতি লেপচাদের মধ্যে মাত্র ২৫.৪৪ শতাংশ এখন তাদের মাতৃভাষা, লেপচা ব্যবহার করে। বাকি সিংহভাগ লেপচার মনন ও চিন্তন এখন অন্য এক বা একাধিক ভুবনায়িত ভাষার দিকে। ৯৩.৭৯ শতাংশ ভোটিয়া, ৯৮.০১ শতাংশ লিম্বু ও ৯৭.৩৯ শতাংশ তামাং জনজাতির মানুষ তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করেছে বলে খবর! এই খবর এই প্রতিবেদকের নয়, সরকারি সেন্সাস সংগঠনের! উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতি নিয়ে বাংলার বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতিমনস্করা প্রায়শই উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তলে তলে যে তাদেরও ৪৫ শতাংশ মানুষ 'কোচা-ক্রৌ' বা রাভা ভাষা ত্যাগ করে বসে আছে, ২০১১-র সেন্সাসের তথ্য সামনে না এলে সেটা জানাই যেত না! হ্যাঁ, এরই মধ্যে যাঁরা নিজেদের ভাষা বজায় রেখে ভুবনায়িত পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ-তাল মিলিয়ে বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক সাঁওতাল ও ভূমিজ আর ভোট-বর্মী বোড়ো ও গারো সম্প্রদায়! এঁদের একশো শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষাকে ধরে রেখেছেন, এটাই সরকারি সূত্রের খবর! এই ভাষাবাজারে এই ভাষা-পরাক্রম! মাতৃভাষা রক্ষার এই জনজাতীয় শক্তি! এ বিষয়টাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ ভাববেন!

লেখাটি শেষ করতে হচ্ছে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের একটি সাম্প্রতিক কথা দিয়ে। বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি সম্পর্কে গত ৭ সেপ্টেম্বর পবিত্রবাবু এই লেখককে বলেছিলেন, 'গবেষণা বা উদযাপনের মাধ্যমে ভাষাকে বাঁচানো যায় না। ভাষাকে সর্বদা জ্যান্ত রাখতে হয়। তাহলে ভাষা বাঁচে!'

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৫০৮

মোগল সম্রাট হুমায়ুনের জন্ম আজকের দিনে।

১৮১২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আলোচিত

ভারত আমাদের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এই ব্যবস্থা আমেরিকার প্রতি ন্যায্য নয়, কখনোই ছিল না। এবার আমাদের পালা। ২ এপ্রিল থেকে আমরা পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করব। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল যত শুল্ক আরোপ করবে, আমরা তত করব।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিনে যন্ত্রমানবদের কদর বাড়ছে। কখনও তারা মানুষের সঙ্গে নাচছে, কখনও রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করছে। এবার গুয়াংডংয়ে রোবটকে পুলিশের পোশাকে রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে সে কথাও বলছে। ভাইরাল রোবট পুলিশ।

ভাইরাল/২

রাজস্থানের রাজসমন্দের একটি হোটেলে খাওয়াদাওয়ার বিল মেটাতে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে এক তরুণ হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমত

আলুয়াবাড়ি নামে আপত্তি

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'উত্তরের খোঁজে' কলামে রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। রূপায়ণবাবু ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শহরের বিশেষ একটি সমস্যার উপর এমনভাবে আলোকপাত করেছেন, যেন তিনি এ শহরেরই নাগরিক। তাঁর প্রতিবেদন যেন সজোরে ইসলামপুরবাসীকে সজোরে কষাঘাত করল।

আমরা অতীতে প্রতিবাদ করেছি, এখন আর করি না। আমরা রেল দপ্তরকে অনেকবার ক্ষোভ জানিয়েছি। এখন আর জানাই না। এমন একটা নিস্পৃহতার বাতাবরণ গোটা শহরজুড়েই রয়েছে। 'আমার কী প্রয়োজন' ভেবে আমার কর্তব্য ঠিকমতো করি না, উলটে সমালোচনা করি। আর এটাই আমাদের রেওয়াজ।

কয়েকদিন আগে আলুয়াবাড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ একটি দূরপাল্লার ট্রেনের দরজায় দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে অন্য এক সহযাত্রী ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ট্রেনটা কোন স্টেশনে দাঁড়াল'। আলুয়াবাড়ি নাম শুনেই তিনি মুখটা ব্যাজার করে বললেন, 'এটা একটা নাম হল?' আমরাও কলকাতা

থেকে আসার সময় কোনও সহযাত্রীকে বলি না আলুয়াবাড়িতে নামব। বলি এনজেপির আগের স্টেশনে নামব। এই নামটা নিয়ে লজ্জাবোধ করি শুধু নয়, শহরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম বছরের পর বছর আমাদের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামপুর টাউন স্টেশন নামকরণের জন্য ইতিমধ্যে নাগরিক মঞ্চ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে রেলবোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এর পেছনে রেল কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী আমাদের উদাসীনতা।
সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সব ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত

সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের নদিয়ার চাপড়ায় একটি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কামতাপুরি ভাষার সহজপাঠ বইটি নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। এই বই বিতর্ক নিয়ে সেখানকার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কামতাপুরি ভাষাকে ভুলভাল ভাষা বলে বাইট দিয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। ভাষা সবার নিজ নিজ আত্মসম্মানের, সেটা যে জনজাতিরই হোক না কেন। এভাবে কোনও ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য মনে করা যায় কি? আমাদের ভাষা কামতাপুরি বলে কি ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, নেপালিকে ভুলভাল ভাষা বলা যাবে কি? নিজের মায়ের ভাষা সবার কাছে দুগ্ধসমান। নিজের ভাষার পাশাপাশি সবার ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত।
যদুসূদন রায়, সাতভেন্ডি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গৃহবন্দি লক্ষ্মীরা সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী

সামনেই নারী দিবস। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষায় নারী-পুরুষের সম অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের।

কল্যাণী চক্রবর্তী

বিশ্ব চরাচরের অমোঘ নিয়মে সৃষ্টি-সভ্যতার মূলে রয়েছে নর ও নারী। দৈবযুগে সকল কার্য সাধিত হয়েছে হরপার্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মিলিত প্রয়াসে। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা শাস্ত্রপাঠে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের। ঘোর অমানিশায় নারীর জীবন অতিবাহিত হয় মধ্যযুগে। নারীর অবয়ব, লজ্জা, নম্রস্বভাব, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে প্রতাপশালী পুরুষসমাজ নারীকে গৃহবন্দি করে স্বাধীনতা ও প্রগতি স্তব্ধ করে দিলেন। নারীর জন্য কতগুলো অমানবিক প্রথাও নির্ণীত হল--- বাল্যবিবাহ, পণ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ (এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী বর্তমান), নির্মম সতীদাহ ইত্যাদি। উসকানিদাতা ব্রাহ্মণসমাজ নারীর কোমল হৃদয় বিগলিত করতে শাস্ত্র ও বিধিলিখনের দোহাই দিয়ে প্রথাগুলোকে নির্দয়ভাবে কার্যকর করত। উনবিংশ শতাব্দীতে পণপ্রথা তীব্র আকার ধারণ করে। দাবিমতো পণ না পেলে পতিগৃহে বালিকা বধূদের অসহ্য নির্যাতন সহ্য করতে হত, আত্মহনন বা খুনের মতো ঘটনাও ঘটত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় তার করুণচিত্র হৃদয় বিচলিত করে। উগ্রসমাজ বিধানকারী পুরুষদের মতে, নারী শুধু গর্ভধারণের যন্ত্র, উৎকৃষ্ট পুরুষ সন্তান জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ। কন্যাসন্তানের জননীদের ভাগ্যে জুটত অধিক নির্যাতন। পরবর্তীকালে কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য পাপ প্রথাও চালু হল। একবিংশ শতাব্দীতেও ওই প্রথাগুলো কখনো-কখনো সক্রিয় হয়ে ওঠে। বরং সাম্প্রতিককালে রমরমিয়ে বাড়ছে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ ও খুন। শিশুকন্যা থেকে

বৃদ্ধা আজ নিরাপত্তাহীন।

'নারী বুদ্ধিহীন, তাকে লেখাপড়া শেখানো পণ্ডশ্রম মাত্র' রাজা রামমোহন রায় এমন ধারণার শুধু প্রতিবাদই করেননি বীরবিক্রমে 'সতীদাহ প্রথা' রদ করেছিলেন। অসাধারণ পৌরুষসম্পন্ন নির্ভীক বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিপুল অর্থব্যয় করেছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন। ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে নারীরাও সরব হয়েছে নিজেদের অধিকার রক্ষায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মেয়েদের স্বাধীনতায় উন্নতি, দাসত্বে অবনতি'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বীর নেতাজি নারী-পুরুষ উভয়েরই সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সমাজসংস্কারের সমস্যা সমাধানে এবং সকল শুভকাজে নারী সর্বদাই পুরুষের সাহচর্য পেয়েছে। সেদিনের আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে চিকিৎসক সহ অজস্র নরনারী একসঙ্গে পথে নেমেছিলেন। গৃহবন্দি মা-লক্ষ্মীরা আজ মা-সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী হয়েছেন, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিল্প-কলা-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে নারীরা সমান মেধার পরিচয় দিচ্ছেন।

তাই নারী দিবসে আমাদের প্রার্থনা হোক, নারী আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক মা দুর্গা বা মা কালীর মতো। রানি রাসমণি, মাস্টারদা, ভগিনী নিবেদিতা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মাদার টেরেজার মতো চিৎশক্তিসম্পন্ন নারীদের মহিমায়--- 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা, প্রয়োজনে বৃহন্নলারূপে জাগো' সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আনতে হিংসা-ঈর্ষা ভুলে নারীদের একতাবদ্ধ হতে হবে, এমন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে যাতে সকল পুরুষ এগিয়ে আসে দেশের দশের মঙ্গলে ও নারীদের যথার্থ সম্মান রক্ষায়। পুরুষেরাও উপলব্ধি করুক কবি সৈয়দের লাইনে--- 'তাহারে উঠাই যদি ধূলি পঙ্ক হতে, আপনি উঠিব মোরা, জয়ধ্বনি উঠিবে জগতে।'

নারীর শুভ ভাবনার আলোকে পৃথিবীতে বারবার আবির্ভূত হোক মানবদরদি, পৌরুষদৃপ্ত, তেজস্বী পুরুষেরা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮২

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। লাল বা সাদা সাপলা, শালুক ৩। বারকোশের ঢাকনা ৪। গন্ডার, নদবিশেষ ৫। জটিল, ব্যাখ্যাতীত ৭। কান, শোনা, সঙ্গতের সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ ১০। কোন জিনিসের উঁচু ধার, মাংস ১২। ফুটো যে কড়ি, খুব তুচ্ছ পরিমাণ ১৪। বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে কাঁচাঘর বানায় যে ১৫। প্রবল গর্জন সহ উত্তাল জলোচ্ছ্বাস ১৬। ভৃত্য, পরিচারক
উপর-নীচ : ১। মায়াকান্না, কান্নার ছলনা ২। বড়ো ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা যুদ্ধের সময় বাজানো হয় ৩। বারবার কাশির শব্দ ৬। ভ্রমর, মৌমাছি ৮। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৯। তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ ১১। ভুঁড়িওয়ালা, গণেশ ১৩। নারী শ্রমিক, দাসী।

সমাধান ■ ৪০৮১

পাশাপাশি : ২। দাঙ্গাবাজি ৫। সফর ৬। দলমাদল ৮। মড়ি ৯। শাল ১১। মণিমাণিক্য ১৩। ভাদর ১৪। দলবল।
উপর-নীচ : ১। মসনদ ২। দার ৩। বাদল ৪। দখল ৬। দড়ি ৭। মাদল ৮। মহিমা ৯। শাক্য ১০। কলরব ১১। মন্দির ১২। নিতল ১৩। ভাল।

বিন্দুবিসর্গ

ভারত, চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধ ‘এপ্রিল ফুল’ নয়

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ : আমেরিকা, বাইডেন, অর্থনীতি, ইউক্রেন থেকে ভারত, চিন, পারস্পরিক শুল্ক... বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বক্তৃতায় একের পর এক বিষয় ছুঁয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুঝিয়ে দিলেন শুধু পূর্বতন ডেমোক্র্যাট আমলের বিদেশ, অর্থ, অভ্যন্তরীণ নীতিই নয়, অতীতের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের গৃহীত নীতিগুলি থেকেও সরছেন তিনি। এজন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোণঠাসা হওয়ার ঝুঁকি নিতেও তৈরি তাঁর সরকার।

নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেও ট্রাম্পের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল আমদানি পণ্যে শুল্ক কাঠামোয় বদল। প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, যেসব দেশ মার্কিন সংস্থাগুলির পণ্য থেকে চড়া হারে শুল্ক আদায় করবে, সেই সব দেশের জিনিসপত্রের ওপরে বাড়তি শুল্ক চাপাবে তাঁর সরকার। এই তালিকায় শুধু চিন নয়, ভারত ও কানাডার মতো দেশও থাকবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্পের এদিনের বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে শুল্ক-যুদ্ধের নামান্তর। আমেরিকা বাড়তি শুল্ক চাপালে অনেক দেশই যে তার জবাব দেবে, ইতিমধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। চিন, কানাডা ও মেক্সিকো মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক আদায়ের কথা জানিয়ে দিয়েছে।

ভারত ও চিনা পণ্যে নতুন হারে শুল্ক আদায়ের দিনও ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে কর আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটব।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক দেশ বহু বছর ধরে আমাদের ওপর চড়া হারে কর চাপাচ্ছে। এবার আমাদের জবাব দেওয়ার পালা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল আমাদের ওপর যে হারে শুল্ক চাপাবে, আমরাও ওদের ওপর সমান হারে শুল্ক বসাব। ওরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম চাপ তৈরির চেষ্টা করে, আমরাও সেটা করব। আমাদের বাজারে ওদের ঢুকতে দেব না।’

ঘোষণা ট্রাম্পের ■ জবাব চিনের

“ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটব

ডোনাল্ড ট্রাম্প, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

“আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত

আমেরিকার চিনা দূতাবাস

এপ্রিলের শুরু থেকে পারস্পরিক শুল্ক নীতি কার্যকর না করে মাসের দ্বিতীয় দিন থেকে তা চালু করছেন কেন? ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রথমে ১ এপ্রিল থেকে ভারত, চিনের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন সমালোচকরা তাঁর পদক্ষেপকে এপ্রিল ফুল বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁদের সেই সুযোগ না দিতে ২ তারিখ থেকে নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর করতে চলেছে তাঁর সরকার।

ট্রাম্প শুল্ক -যুদ্ধের ঘোষণা দিতেই জবাব দিয়েছে চিন। তবে সেদেশের বিদেশ বা অর্থমন্ত্রক নয়, জবাব এসেছে আমেরিকার চিনা দূতাবাসের তরফে। তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত।’ চিন পালটা লড়াইয়ের বার্তা দিলেও ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব কেন্দ্র। সূত্রের খবর, সুর না চড়িয়ে ‘ব্যাক ডোর’ আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা চলছে। সোমবার আমেরিকা সফরে গিয়ে সেদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সেখানে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

কুলিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কুম্ভযাত্রীদের ভিড়ের চাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল নয়াদিল্লি রেলস্টেশন। সেই সময় আহতদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্টেশনের মালবাহকরা (কুলি)। তাঁরা সক্রিয় না হলে সেদিন হতাহতের ঘটনা বাড়ত বলে অনেকের ধারণা। এবার পদপিষ্টের ঘটনার দিন কুলিদের ভূমিকার প্রশংসা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ইউটিউবে কুলিদের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে আমি নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে কুলি ভাইদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন পদপিষ্ট হওয়ার দিন কীভাবে সবাই একসঙ্গে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।’

রাহুল আরও বলেন, ‘জনতার ভিড় সামাল দেওয়া চেষ্টা হোক বা আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা, অথবা মৃতদেহ বের করে আনা, সব ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্টেশনের কুলিরা। তাঁরা যাত্রীদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন।’ কুলিদের অধিকারের জন্য লড়াই করার আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল। কংগ্রেস নেতাকে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন কুলিরাও। তাঁদের সরকারি ডি গ্রুপ পদে নিয়োগের দাবি করেছেন। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার জেরে অনেক যাত্রী ট্রেন ধরতে পারেননি বলে অভিযোগ। তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরত চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ।

১৪ কেজি সোনা সহ ধৃত অভিনেত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বিদেশ থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে আটক করা হল অভিনেত্রী রান্যা রাওকে। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সোমবার দুবাই থেকে দেশে ফিরেছিলেন এক আইপিএস আধিকারিকের মেয়ে রান্যা। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার ঠিক আগে তাঁদের আটকায় ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) আধিকারিকরা। তল্লাশিতে রান্যার সঙ্গীদের কাছ থেকে ১৪ কেজির বেশি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারদর প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। বিমানবন্দরে সোনা উদ্ধারের পর বেঙ্গালুরুর লাভেল রোডে অবস্থিত অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালায় ডিআরআইয়ের দল। সেখান থেকে ২.০৬ কোটি টাকা দামের সোনার গয়না এবং ২.৬৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তল্লাশির পর ১৪.২ কেজি ওজনের সোনার বার অদ্ভুতভাবে লুকোনো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬২-এর শুল্ক আইন অনুসারে ১২.৫৬ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।’ মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মূল্য ১৭.২৯ কোটি টাকা। এই গ্রেপ্তারি ও সম্পদ বাজেয়াপ্তের ঘটনা সোনা পাচার চক্রের কাছে বড় ধাক্কা বলে ডিআরআই জানিয়েছে।

তুষার ধসে গোবিন্দঘাট-হেমকুন্দ শাহিব সংযোগের ব্রিজ ভেঙে পড়ে। বুধবার চামোলিতে।

আয়কর নজরে ই-মেল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট!

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : দিনকয়েক আগে সংসদে নতুন আয়কর বিল পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রের দাবি, বিলটি আইনে পরিণত হলে আয়কর কাঠামোর সরলীকরণ হবে। তবে সেই বিলেই আয়কর আধিকারিকদের যেভাবে করদাতাদের ‘ভার্চুয়াল-ডিজিটাল-সোশ্যাল স্পেস’-এর তথ্য-তল্লাশির অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিলের ২৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ২০২৬-এর ১ এপ্রিল থেকে আয়কর দপ্তর তদন্তের প্রয়োজনে আয়করদাতাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, ই-মেল, অনলাইন বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করতে পারবে। এজন্য তদন্তকারীদের আয়করদাতার পাসওয়ার্ড বা অ্যাক্সেস কোর্ডের প্রয়োজন হবে না। তদন্তের স্বার্থে আয়কর দপ্তর সামাজিক ও ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভেঙে ঢুকে পড়তে পারবে।

এই ধরনের ক্ষমতা মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। অন্যদিকে সরকারি সূত্রের যুক্তি, যাঁরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন বা আয়কর সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য আয়কর আধিকারিকদের বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়কর আইন, ১৯৬১-র ১৩২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি আয়কর আধিকারিকদের সন্দেহ হয়, কোনও করদাতা তাঁর সম্পদের একাংশ অপ্রকাশিত বা গোপন রেখেছেন, তাহলে তাঁরা ওই ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশি চালাতে পারেন। লকারের চাবি পাওয়া না গেলে সেগুলি ভাঙতেও পারে আয়কর দপ্তর। নতুন বিলে সেই ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সংসদে পেশ হওয়া আয়কর বিলটি বর্তমানে লোকসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে রয়েছে। খবর, সেখানেই আয়কর তদন্তের নামে মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বিরোধী সদস্যরা। বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বাধীন কমিটি ইতিমধ্যে বিল নিয়ে অর্থমন্ত্রকের পর্যবেক্ষণ শুনেছে। এরপর ধাপে ধাপে সাধারণ করদাতা, বণিক সংগঠন, সিএ ফার্ম, আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত নেবে সিলেক্ট কমিটি।

এআই উদ্বেগ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়ে সংসদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের মতে, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এআই ব্যবহৃত হলেও, তা যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও অভিযানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। তাঁদের আশঙ্কা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রয়োগ দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিতে পারে। সরকারকে এই বিষয়ে সংবেদনশীল হতে হবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম কর্মহীনতার সম্মুখীন না হয়। কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অবশ্য দাবি করেছেন, ‘ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে উঠতে পারবে। আগামী ৭-৮ বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে আমাদের অর্থনীতি ১ ট্রিলিয়নের বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং ৫০-৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।’

ডিলিমিটেশন নিয়ে হইচই সর্বদলে

চেন্নাই, ৫ মার্চ : ত্রিভাষা নীতি এবং পুনর্বিন্যাস বিতর্কে বুধবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডাকা সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে সুর চড়াল রাজ্যের দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি এদিন পেশ করেছিলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আর্জি জানিয়ে বলা হয়েছে, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যে পুনর্বিন্যাস করা উচিত। অন্যান্য রাজ্য যাতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহবোধ করে, সেইজন্য ওই সালের জন্মহারের হিসেব রেখে দেওয়া উচিত।’ ডিএমকের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সমস্ত রাজ্যকে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ দিতে ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেবকে আধার করেই পুনর্বিন্যাসের খসড়া হবে। ২০২৬ থেকে আগামী ৩০ বছর যাতে ওই খসড়াটি মেনে চলা হয়, সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উচিত আশ্বাস দেওয়া।’ দ্রাবিড়ভূমের শাসকদলের সাফ কথা, ‘তামিলনাড়ু পুনর্বিন্যাসের বিরোধী নয়। এই বৈঠক থেকে কেন্দ্রকে এই অনুরোধ করা হচ্ছে, যে সমস্ত রাজ্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ করেছে, তাদের কাছে আসন পুনর্বিন্যাস যেন শাস্তি হিসেবে নেমে না আসে।’ তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সাংসদদের নিয়ে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে।

‘হিন্ডিয়া’ তোপ কমলের

এদিনের বৈঠকে ডিএমকে ছাড়াও প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে শামিল হয়েছিল। যোগ দিয়েছিল কমল হাসানের এমএনএম এবং থালাপাতি বিজয়ের টিভিকেও। তবে বিজেপি এবং তামিল মানিলা কংগ্রেস (এম) সর্বদল বয়কট করে। স্ট্যালিনের দলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার যে পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে তাতে সংসদে তামিলনাড়ুর আসনসংখ্যা কমে যাবে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ওই অভিযোগ মানতে চাননি। ত্রিভাষা নীতি চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার। এদিনের বৈঠকে ডিএমকের সুরে সুর মিলিয়ে কমল হাসান বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে সমস্ত রাজ্য যেন হিন্দিতে কথা বলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়। আমাদের স্বপ্ন হল ইন্ডিয়া। ওঁদেরটা হল হিন্ডিয়া।’ এর আগে ২০১৯ সালে হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘হিন্দি ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে পরিচিত করেছে।’ জবাবে স্ট্যালিন বলেন, ‘এটা ইন্ডিয়া। হিন্ডিয়া নয়।’

ফের সিবিআই নিশানায় বফর্স

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ফিরে এল বফর্স। বফর্স হাউইৎজার কামান কেনার চুক্তি করতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি সহ কয়েকজন আমলা নাকি মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়েছিলেন সুইডেনের সংশ্লিষ্ট নির্মাতা সংস্থার কাছ থেকে।

৬৪ কোটি টাকার বফর্স কেলেঙ্কারির সেই তদন্ত ফের খুঁচিয়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই। দিল্লির একটি বিশেষ আদালতের নির্দেশে সিবিআই একটি ‘লেটার রগেটরি’ (আদালতের অনুরোধপত্র) পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের উদ্দেশে। গত অক্টোবরে দিল্লির আদালতে সিবিআই জানিয়েছিল যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চায়। হার্শম্যান ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়। পুনর্তদন্তের ব্যাপারে সিবিআইকে সবুজসংকেত দেয় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকও। বফর্স নিয়ে বরাবরই নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করে বিজেপি। এবার সিবিআইয়ের পদক্ষেপে সেই সুর আরও চড়বে।

কাল মস্কো সফরে বিদেশ সচিব

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাশে পেতে চিঠি দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে শান্তি আলোচনায় বসতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাতে খুশি ট্রাম্প। এই আবহে শুক্রবার রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ভূমিকায় ভারত।

রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় না বসলে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথা কথার কথা নয়, সামরিক সহায়তা বন্ধ করে তা বুঝিয়েও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেটা হতেই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চিঠি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টায় নেমে পড়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। চিঠিতে জানিয়েছেন, স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে ইউক্রেন তাড়াতাড়ি আলোচনার টেবিলে বসতে চায়। বিরল খনিজ নিয়েও আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি কেউ শান্তি চায় না।

চিঠি পড়ে জেলেনস্কির ‘প্রশংসা’ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, জেলেনস্কির সুমতি হয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ‘অর্থহীন যুদ্ধ বন্ধ করার সময় এসেছে। যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলে শান্তি আলোচনায় বসতেই হবে।’ ইউক্রেনের সঙ্গে কবে কোথায় শান্তি আলোচনা হবে, তা নিয়ে ইঙ্গিত দেননি ট্রাম্প।

ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প বাড়িয়েছেন রুশপ্রীতি। বিষয়টির দিকে নয়াদিল্লিও নজর রেখেছে। সাউথ ব্লকের খবর, নয়াদিল্লি মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চাইছে। ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানিতে জোর দিতে চাইছে মোদি সরকার। সেই লক্ষ্যেই বিক্রমের মস্কো সফর। দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৬৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত তেল কেনে। সেদিক থেকে লাভ বেশি রাশিয়ার। বাণিজ্যকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে রাশিয়ার বাজারে আরও বেশি করে ঢুকতে চাইছে ভারত। মোদির রাশিয়া সফরের সময় ঠিক হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দু-দেশের বাণিজ্য ১০০ মিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার। বিক্রম মিশ্রির রাশিয়া সফর তাই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৫ মার্চ : টানা পতনের রেশ কাটিয়ে অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার সেনসেক্স ৭৪০.৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৭৩৭৩০.২৩ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ২৫৪.৬৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৩৩৭.৩০ পয়েন্টে।

বুধবারের আগে টানা দশটি লেনদেনের দিনে পতন হয়েছিল নিফটির। অন্যদিকে সেনসেক্স বিগত দশ দিনের মধ্যে নয়দিনই নেমেছিল। এমন আবহে আজকের এই প্রত্যাবর্তন লগ্নিকারীদের স্বস্তি দিয়েছে।

সাসপেন্ড আবু আজমি

মুম্বই, ৫ মার্চ : মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য চারবারের সপা বিধায়ক আবু আজমিকে বুধবার সাসপেন্ড করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার চলতি অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য তিনি সাসপেন্ড থাকবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল। সেটি পাশও হয়ে যায়। ২৬ মার্চ মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তাঁকে সাসপেন্ড করার ঘটনায় আবু আজমি বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ভিকি কৌশল অভিনীত সিনেমা ‘ছাওয়া’য় ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছিলেন আবু আজমি। তিনি বলেছিলেন, ছাওয়াতে ভুল ইতিহাস দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেব একাধিক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আমি ওঁকে নিষ্ঠুর প্রশাসক বলে মনে করি না। ওঁর সময়েই ভারতের ব্যাপক আর্থিক উন্নতি হয়েছিল।’ এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন চারবারের সপা সাংসদ। কিন্তু তাতেও সাসপেন্ড হওয়া আটকাতে পারলেন না তিনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের তোপ, ‘শিবাজির মতো মহাত্মাকে যাঁরা অপমান করেন, তাঁদের ধিক্কার। ওঁকে উত্তরপ্রদেশে পাঠিয়ে দিলে ওঁর চিকিৎসা করে দেব।’

এবার ভাইও মায়ার কোপে

লখনউ, ৫ মার্চ : ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে আগেই বহিষ্কার করেছেন। এবার দায়িত্বে বসানোর চারদিনের মধ্যেই নিজের ভাই আনন্দ কুমারের দায়িত্বও ছাঁটলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। বুধবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্সে জানিয়েছেন, আনন্দ কুমার বসপার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব নেবেন না। তিনি শুধুমাত্র দলের সহ সভাপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করবেন। এবার থেকে রণধীর বেণীওয়াল এবং রাজ্যসভার সাংসদ রামজি গৌতম দলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলাবেন।

স্টারমার-জয়শংকর বৈঠক লন্ডনে

লন্ডন, ৫ মার্চ : ইউক্রেন সংকট, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সহ নানা জরুরি বিষয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের ওই বৈঠকে স্টারমার ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

বৈঠকের পর জয়শংকর এক্স-এ লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়েছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও জনসংযোগ বাড়ানোর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেছেন স্টারমার।’ মঙ্গলবারের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন সে দেশের বিদেশসচিব ডেভিড ল্যামি এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতা।

সম্প্রতি ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন স্টারমার। সেই বৈঠকে ইউক্রেন ও প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে সমর্থনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তার আগে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে জেলেনস্কির প্রকাশ্য বিতর্ক হয়। ওই বৈঠক থেকে চলে আসার পর জেলেনস্কিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন স্টারমার। ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। এরপর ওই বিষয়ে নিজের বক্তব্যও জানান স্টারমার। তিনি বলেন, ইউক্রেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে ‘ইচ্ছুকদের জোট’ গঠন করে যৌথভাবে একটি শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে মার্কিন প্রশাসনের কাছে।

বিজুকে নিয়ে টানাপোড়েন

ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ : ওডিশার পঞ্চায়েতিরাজ দিবস এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিবস একই দিনে। ৫ মার্চ। এতদিন একসঙ্গেই এই দিনদুটি পালিত হয়েছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ওডিশার কিংবদন্তি নেতার নাম পঞ্চায়েতিরাজ দিবস থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তে শুধু বিজেডি নয়, কংগ্রেসও ক্ষুব্ধ। তবে শুধু পঞ্চায়েতিরাজ দিবস নয়, রাজ্যের অন্তত ৪০টি প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই বিজু পট্টনায়েকের নামাঙ্কিত। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক বলেন, ‘রাজ্য সরকার সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে অপরিণত রাজনীতি করছে।’ বিজু পট্টনায়েককে অপমান করা হয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেডি। অপরদিকে কংগ্রেস বলেছে, কিংবদন্তি নেতার পরম্পরাকে আড়াল করতেই এই চেষ্টা করা হয়েছে।

‘স্ত্রী রক্ত চুষে নিচ্ছে, রাতে ঘুমোতে পারছি না’

লখনউ, ৫ মার্চ : স্ত্রী যেন ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলা। বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে স্বামীর। স্বপ্নে এ দৃশ্য প্রতি রাতে দেখতে হলে কার না মাথা খারাপ হয়! ঠিক সেটাই হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের।

উত্তরপ্রদেশের আধাসামরিক বাহিনী ‘প্রাদেশিক আর্মড কনস্ট্যাবুলারি’ (প্যাক)-এর এক কনস্টেবল সম্প্রতি নিজের অফিসে দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, তা পড়ে হতবাক বিভাগীয় কর্তারা। ওই কনস্টেবলের দাবি, স্ত্রী স্বপ্নে এসে তাঁর বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন। ফলে তিনি রাতে ঘুমোতে পারছেন না!

ঘটনার নায়ক প্যাকের ৪৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জি-স্কোয়াডের কমান্ডার মধুসূদন শর্মা। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। জবাবে কনস্টেবল যা লিখেছেন, তা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

মধুসূদনকে প্রেরিত শোকজের চিঠিতে বলা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারির সকালে ৯টার ব্রিফিংয়ে তিনি কেন দেরি করে এলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর শারীরিক পারিপাট্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জানতে চাওয়া হয়, কেন তিনি দাড়ি না কেটে অপরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে এসেছিলেন?

দেরিতে আসার অদ্ভুত ব্যাখ্যা কনস্টেবলের

শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একজন কর্মী হিসেবে এটি গুরুতর অবহেলা ও উদাসীনতা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চিঠির জবাব না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকরি খোয়াতে পারেন এই ভয়ে মধুসূদন তড়িঘড়ি জবাব দেন শোকজ নোটিশের। তিনি লেখেন, ‘আমার ও স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া চলছে। তিনি প্রতি রাতে আমার স্বপ্নে এসে বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন! এতে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, ফলে সকালে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে বিছানা ছাড়তে।’ উদ্বেগ কমাতে তাঁকে অনেক ওষুধও খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মধুসূদন।

প্রশ্নোত্তরে উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষিকা*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

পঞ্চম অধ্যায়

১. কাদের মধ্যে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : গান্ধিজি এবং ডঃ বিআর আম্বেদকরের মধ্যে।

২. স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা কে?

উত্তর : লর্ড ডালহৌসি।

৩. ভারতের দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : স্যর সৈয়দ আহমেদকে।

৪. কবে, কে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৯০৬ সালে, ঢাকায়, সলিমউল্লাহ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কী?

উত্তর : ভারতে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৩ জন বামপন্থী নেতাকে আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে, সেটিই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

৬. কবে কার আমলে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?

উত্তর : ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির আমলে।

৭. কে কবে রাওলাট সত্যাগ্রহের সূচনা করেন?

উত্তর : মহাত্মা গান্ধি, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

৮. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দুজন বিদেশি অভিযুক্তের নাম লেখো।

উত্তর : বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট।

৯. কার নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়?

উত্তর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে।

১০. মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন কবে পাশ হয়?

উত্তর : ১৯০৯ সালে।

১১. কবে ও কাদের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১২. সিমলা দৌত্য কী?

উত্তর : ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন, একেই সিমলা সাক্ষাৎকার বলে।

১৩. মাহাদ মার্চ কী?

উত্তর : দলিতরা যাতে উচ্চবর্ণের মানুষের জলাশয় থেকে জল নিতে পারে তার জন্য ভীমরাও আম্বেদকর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ বোম্বাইয়ের কোবালায় এক জলাশয় থেকে জল তুলে প্রতিবাদ জানান। একেই মাহাদ মার্চ বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. সিআর ফর্মুলা কী?

উত্তর : ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে লিগের দাবি মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যে সমাধান সূত্র প্রকাশ করেন তা সিআর ফর্মুলা নামে পরিচিত।

২. কবে কার নেতৃত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সভাপতিত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়।

৩. কাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়?

উত্তর : মাতঙ্গিনী হাজরাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়।

৪. 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে কে ভূষিত হন?

উত্তর : বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

৫. কে, কবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : রাসবিহারী বসু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির কী নামকরণ করেন?

উত্তর : নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ'।

৭. কবে, কোথায় কোন জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়?

উত্তর : ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ের তলোয়ার নামক জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়।

৮. লাহোর প্রস্তাব কী?

উত্তর : বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। একেই বলে লাহোর প্রস্তাব।

৯. মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কী?

উত্তর : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অগাস্ট মুসলিম লিগ জাতীয় কংগ্রেস তথা অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন শুরু করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১০. মুসলিম লিগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি করা হয়?

উত্তর : মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে) পাকিস্তানের দাবি করা হয়।

১১. 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি কোন দেশের?

উত্তর: 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি জাপানের।

১২. ভিয়েত কং কী?

উত্তর : দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মার্কিনিরা বলত ভিয়েত কং।

১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর : জেনারেল তোজো।

১৪. ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্যের নাম লেখো।

উত্তর : ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্য হলেন স্যর পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এভি আলেকজান্ডার।

১৫. আগস্ট প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয়?

উত্তর : ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন'

উত্তর : ডঃ মোহম্মদ হাত্তা।

সপ্তম অধ্যায়

১. ফুলটন বক্তৃতা কী?

উত্তর : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪৬ সালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আগ্রাসন বন্ধ করতে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। এটিই ফুলটন বক্তৃতা নামে পরিচিত।

২. ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝো?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'মুক্ত দুনিয়া' ও সোভিয়েত রাশিয়া পরিচালিত 'সাম্যবাদী দুনিয়া'-র মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য, বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং কূটনৈতিক বিরোধজনিত কারণে যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকে ঠান্ডা লড়াই বলে।

৩. কবে কাদের মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে?

উত্তর : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (রুজভেল্ট), ব্রিটেন (চার্চিল) এবং সোভিয়েত রাশিয়া (স্ট্যালিন)-র মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে।

৪. বেষ্টনী নীতি কী?

উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ এফ কেন্নান রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে একটি নীতি ঘোষণা করেন, যেটি বেষ্টনী নীতি নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে মার্কিনিদের উচিত রাশিয়াকে সেসব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা, যে অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫. PLO কী?

উত্তর: PLO বলতে বোঝায় প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসের আরাফাত গঠন করেছিলেন।

৬. মার্শাল পরিকল্পনা কী?

উত্তর : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং পরোক্ষভাবে সেখানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যে পরিকল্পনাটি ঘোষণা করে সেটি মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এটির রূপকার ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল।

৭. কমিনফর্ম কী?

উত্তর : পূর্ব ইউরোপে মার্কিন প্রভাব বিনষ্ট করে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া কমিনফর্ম গঠন করে।

৮. বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : বার্লিন ছিল রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানির অংশবিশেষ। অন্যদিকে, পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিনে আসতে গেলে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত জার্মান ভূখণ্ডের উপর দিয়েই আসতে হত। তাই বার্লিনে আসা বন্ধ করতে রাশিয়া ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন অবরোধ নামে পরিচিত।

৯. বার্লিন এয়ারলিফট কী?

উত্তর : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিনে পশ্চিমী জোটের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য সড়কপথে বার্লিন অবরোধ করে, যা চলেছিল ২৯৩ দিন। এই অবস্থায় পশ্চিমী জোট আকাশপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ চালু করে। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন এয়ারলিফট নামে পরিচিত।

১০. দাঁতাত কী ?

উত্তর : দাঁতাত একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ উত্তেজনা প্রশমন। ১৯৬০-এর দশক থেকে মার্কিন ও সোভিয়েত সম্পর্কের পূর্বতন মতাদর্শগত লড়াইয়ের অবসান ঘটতে থাকে এবং এক পারস্পরিক সহাবস্থান নীতি গৃহীত হয়। এটিই দাঁতাত নামে পরিচিত।

১১. গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোকা কী?

উত্তর : 'গ্লাসনস্ত'-র অর্থ হল মুক্তমন এবং 'পেরেস্ত্রোকা'-র অর্থ হল আর্থিক পুনর্গঠন। এর প্রবর্তক ছিলেন রুশ রাষ্ট্রনায়ক মিখাইল গর্বাচভ।

১২. লং মার্চ কী?

উত্তর : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাও-সে-তুং ও তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ১৬ অক্টোবর চিনের সেনসি প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ ৬ হাজার মাইল হেঁটে তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থান সেনসি প্রদেশে পৌঁছান। এই দীর্ঘ অভিযানকে 'লং মার্চ' বলে।

১৩. দিয়েন-বিয়েন-ফু ঘটনাটি কী?

উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাপতি নেভারে ভিয়েতনামে 'দিয়েন-বিয়েন-ফু'-তে যে দুর্গ নির্মাণ করেন তা ভিয়েতমিন বাহিনী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ফরাসি সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন।

১৪. হো চি মিন কে ছিলেন?

উত্তর : হো চি মিন ছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের প্রাণপুরুষ ও পথপ্রদর্শক।

১৫. ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?

উত্তর : ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন কিউবার প্রথম কমিউনিস্ট শাসক।

১৬. তৃতীয় বিশ্ব কী?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দেশগুলি বাদে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও অনুন্নত দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হত।

১৭. 'ন্যাটো'-র পুরো কথাটি কী? কবে এটি গঠিত হয়?

উত্তর : 'ন্যাটো'-র (NATO-র)পুরো কথাটি হল 'North Atlantic Treaty Organisation'। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়।

১৮. কোন বছর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়?

উত্তর : ভিয়েতনাম ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৯. পঞ্চশীল নীতি কী?

উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে চৌ-এন-লাই ও জওহরলাল নেহরুর মধ্যে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে পাঁচটি নীতি স্থির হয় তাকে পঞ্চশীল নীতি বলে।

২০. ঠান্ডা লড়াই কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : মার্কিন কূটনীতিবিদ বার্নাড বারুচ।

অষ্টম অধ্যায়

১. অব উপনিবেশীকরণ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : জার্মান পণ্ডিত মরিৎস জুলিয়াস বন।

২. বেন বেল্লা কে ছিলেন?

উত্তর : আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

৩. ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জনক বলা হয় কাকে?

উত্তর : ডঃ বিক্রম সারাভাইকে।

৪. ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

উত্তর : ডঃ সুকর্ন।

৫. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

উত্তর : (১) সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থিক মানোন্নয়ন। (২) সদস্য রাষ্ট্রগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৬. ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

৭. মিশ্র অর্থনীতি কী?

উত্তর : মিশ্র অর্থনীতি হল এমন একটি অর্থনীতি যা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

৮. ভারতীয় সংবিধানের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে।

৯. দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : নেলসন ম্যান্ডেলা।

১০. ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভার সভাপতিত্ব কে করেন ?

উত্তর : লোকসভায় স্পিকার ও রাজ্যসভায় উপরাষ্ট্রপতি।

১১. কোন দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলাদেশিরা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা, আগামী ১৩ মার্চ তোমাদের ইতিহাস পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। গত সংখ্যায় ইতিহাসের প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে। আজ থাকছে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রশ্ন ও উত্তর।

সমস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্রশ্ন ১. সমস্থিতি কাকে বলে?

সমস্থিতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Isostasy গ্রিক শব্দ 'Iso' যার অর্থ সমান এবং 'Stasios' যার অর্থ অবস্থা থেকে এসেছে। অর্থাৎ Isostasy শব্দটির অর্থ হল 'সমভাবে অবস্থান'। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উচ্চতায় ভারসাম্য বজায় রেখে অবস্থান করছে। একেই সমস্থিতি বলা হয়। বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী দাঁতন সর্বপ্রথম Isostasy শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন ২. সমস্থিতি প্রসঙ্গে এইরির মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। প্রশ্নমান ৫

সমস্থিতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যে মতবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন ব্রিটেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিবি এইরি। ১৮৫৫ সালে তিনি তাঁর এই মতবাদটি দিয়েছিলেন Royal Society of London থেকে প্রকাশিত Philosophical Transactions শীর্ষক জার্নালে।

তত্ত্বের মূল কথা :- বিজ্ঞানী এইরির মতে, ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি ঘনত্ব ও উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং যেটি ভূপৃষ্ঠে যত উঁচুতে অবস্থান করছে সেটি ভূঅভ্যন্তরে ঠিক ততটাই গভীরে রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের এই অংশগুলি যে অঞ্চল বরাবর অভ্যন্তরে অবস্থান করছে সে অংশটিকে তিনি Root বলেছেন। তাই তাঁর এই তত্ত্বকে Root hypothesis of Isostasy বলা হয়ে থাকে ।

এইরির মতে একই ঘনত্বযুক্ত বিভিন্ন আয়তনের বস্তুকে জলে ভাসিয়ে দিলে সেগুলি যেমন বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসতে থাকে ঠিক একইরকমভাবে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতিও ভূ-অভ্যন্তরের অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

এইরির পরীক্ষা:- এইরি তাঁর এই মতবাদটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষা করেন। তিনি একটি জলের পাত্রে বিভিন্ন আয়তনের কাঠের টুকরো ভাসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কাঠের টুকরোর আয়তন যত বেশি সেটি তত জলের গভীরে থেকে ভাসছে এবং যার আয়তন কম সেটি কম উচ্চতায় ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভূত্বকের বিভিন্ন একক যথা পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদির ঘনত্ব এক হলেও আয়তনের পার্থক্যের জন্য ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন গভীরতায় ভেসে অবস্থান করছে।

সমালোচনা:- এইরির এই তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন-

১। এইরি বলেছেন ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এককগুলির ঘনত্ব একই প্রকার কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

২। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই সাধারণ বিষয়টিকে এইরি উপেক্ষা করেছেন।

৩। ভূ-অভ্যন্তরে অধিক গভীরতায় কোনও কিছু শক্ত থাকা সম্ভব নয় কেননা অত্যাধিক গভীরতায় সবকিছু গলে যাবে।

যাইহোক কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩. সমস্থিতি প্রসঙ্গে প্র্যাটের তত্ত্বটি আলোচনা করো। প্রশ্নমান ৫

১৮৫৫ সালে এইরি সমস্থিতি মতবাদ দেওয়ার ঠিক চার বছর পর 1859 সালে বিজ্ঞানী প্র্যাট হিমালয় অঞ্চল জরিপ করার সময় তাঁর এই তত্ত্বটি প্রদান করেছিলেন।

প্রাথমিক অনুমানসমূহ:- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। যেমন-

১। ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন এককের ঘনত্ব আলাদা আলাদা।

২। যার ঘনত্ব কম তার উচ্চতা বেশি এবং যার ঘনত্ব বেশি তার উচ্চতা কম হবে।

৩। ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

তত্ত্বের মূল কথা :- ওপরের অনুমানের ভিত্তিতে প্র্যাট বলেন যে, যেহেতু ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। ঘনত্ব আলাদা আলাদা হলেও তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট গভীরতা বা তলে অবস্থান করছে। এই তলটিকে তিনি প্রতিবিধান তল বলেছেন।

পরীক্ষা :- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষার করেছিলেন। তিনি একটি পাত্রে পারদ নিয়ে একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন ঘনত্বের ধাতব ব্লক বসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ করেন বিভিন্ন ধাতুর ব্লকগুলির ঘনত্ব আলাদা হলেও ওজন একই হওয়ার কারণে এগুলি একটি নির্দিষ্ট তল পর্যন্ত অবস্থান করে ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভূত্বকের এককগুলির ঘনত্ব আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ওজন একই হওয়ার কারণে ভূ-অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত অবস্থান করছে।

সমালোচনা :- প্র্যাট তাঁর তত্ত্বে প্রতিবিধান তল সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর ঘনত্ব সম্পর্কিত ধারণাটিও বেশ ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪. প্রতিপূরণ তল বা প্রতিবিধান তল বলতে কী বোঝো? প্রশ্নমান ২

বিজ্ঞানী প্র্যাট বলেন, যে ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে কিন্তু তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট গভীরতায় বা তলে অবস্থান করছে। এটিকে প্র্যাট প্রতিপূরণ বা প্রতিবিধান তল বলেছেন।

একাদশ শ্রেণি
ভূগোল

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রচলিত সিলেবাস অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তিন ধরনের প্রশ্ন আসবে। ২৪ নম্বরের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন, ১৬ নম্বরের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং ৪০ নম্বরের রচনাভিত্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ মোট ৮০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে পাঁচটি যার প্রত্যেকটির মান ৮ নম্বর করে। অর্থাৎ মোট ৪০ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীদের লিখতে হবে। আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যে পাঁচটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসতে পারে তা নীচে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : এই অধ্যায় থেকে একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। এবারে যে প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

১. ক্ষমতা কাকে বলে? ক্ষমতার উপাদানগুলি আলোচনা করো। অথবা বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ? বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তৃতীয় অধ্যায় : বৈদেশিক নীতি, চতুর্থ অধ্যায় : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, এই তিনটি অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোন রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না ।

পঞ্চম অধ্যায় : কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ : এই অধ্যায় থেকেও একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবার যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

২. কার্ল মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তথ্যটি আলোচনা করো। অথবা গান্ধিজির চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সরকারের বিভাগসমূহ : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে অনেকদিন ধরেই কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে না কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসছে। তবুও এবছর ছাত্রছাত্রীদের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখা দরকার।

৩. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও। অথবা আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করবে?

সপ্তম অধ্যায় : ভারতের শাসন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ, দুটি SA ধরনের প্রশ্নের পাশাপাশি একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৪. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের যেকোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায় : ভারতের আইন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ ও একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৫. ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের পার্লামেন্টে আইন পাশের পদ্ধতি আলোচনা করো।

নবম অধ্যায় : ভারতের বিচার ব্যবস্থা : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুইটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৬. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা লোক আদালত সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

দশম অধ্যায় : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন : এই অধ্যায় থেকে চারটি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না।

পরিশেষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব তোমাদের ৮০ নম্বর পরীক্ষার জন্য তোমরা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় পাচ্ছো। কাজেই হাতে তোমাদের যথেষ্ট সময় থাকবে নির্ভুলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। চেষ্টা করবে MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন যার মান ৪০ নম্বরের সেটা যেন তোমরা প্রত্যেকেই নির্ভুলভাবে করতে পারো। আর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে যা প্রশ্ন চাইবে ঠিক তার উত্তর দেবে, অযথা বেশি কিছু লিখতে যাবে না। বেশি লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে এই ধারণা ভুলে যাও। যা চাইবে ঠিক তাই লেখার চেষ্টা করবে। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই পয়েন্ট দেবে এবং পয়েন্ট যদি ভিন্ন রংয়ের কালিতে উল্লেখ করতে পারো তাহলে ভালো হয়। আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা খুব ভালো হবে।

ছোট্ট তারা

আমান আলি দিনহাটার শিশু মালঞ্চ স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, আবৃত্তি, ছবি আঁকায় দক্ষতা রয়েছে এই খুদের।

কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে আইপিএলের ট্রফি দেখার লম্বা লাইন। বুধবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

মদনমোহনবাড়িতে পুজো, রাজবাড়িতে ফোটোসেশন কেকেআরের

ট্রফির প্রদর্শনী ঘিরে উন্মাদনা

কোচবিহার স্টেডিয়ামে এর আগে ২০২৩ সালে আইপিএলের ফ্যান পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন সেই ফ্যান পার্ক ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আর এবার আইপিএল ট্রফির প্রদর্শনী ঘিরেও ক্রিকেটভক্তদের উন্মাদনায় কেঁপে গিয়েছে পাশের রাজবাড়িও, আলোকপাত করলেন **শিবশংকর সূত্রধর**

কোচবিহার, ৫ মার্চ : বুধবার বিকেলে তখন রোদের পারদ কিছুটা নামতে শুরু করলেও ক্রিকেটপ্রেমীদের ভিড়ে কোচবিহার স্টেডিয়ামের উন্মাদনা চরমে। মাঝেমধ্যেই চিৎকার শোনা যাচ্ছে 'করব লড়ব জিতব রে...।' কেকেআরের তরফে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল এদিন কোচবিহারে আইপিএলের ট্রফির প্রদর্শনী করা হবে। শুধু দেখাই নয়, ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবিও তুলতে পারবেন দর্শকরা। তাই নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই কেকেআরের ভক্তরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেলা চারটার দিকে স্টেডিয়ামের মঞ্চে ট্রফি নিয়ে আসতেই ভক্তদের চিৎকারে তখন কান পাতা দায়। ভক্তদের সেই উন্মাদনার সাক্ষী থাকল স্টেডিয়ামের পাশে থাকা রাজবাড়ি।

অবশ্য কোচবিহারের ভক্তদের সামনে যাওয়ার আগেই আইপিএলের সেই ট্রফিটি রাজবাড়ি ও মদনমোহনবাড়ি দর্শন করে নিয়েছে। এদিন মদনমোহনবাড়িতে ট্রফিটি নিয়ে গিয়ে পুজো দেন কেকেআরের আধিকারিকরা। রাজবাড়িতেও সেটি নিয়ে যাওয়া হয়। রাজবাড়ির সামনে আইপিএল-এর ট্রফির ছবি কেকেআরের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই রীতিমতো তা ভাইরাল হয়ে যায়। এদিন বিকেল চারটা থেকে রাত পর্যন্ত ট্রফিটি স্টেডিয়ামে রাখা ছিল। সেখানে ভক্তদের ভিড় সামলাতে পুলিশকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কেকেআরের পতাকা ও ব্যাজ পরে ভক্তদের কেউ কেউ সেলফি আবার কেউ ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন।

হঠাৎ কোচবিহারে আইপিএলের ট্রফি কেন? জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের আইপিএলে কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেই অর্থে তাদের সেলিব্রেশন করা সম্ভব হয়নি। তাই এবছর আইপিএল শুরুর আগে গতবছর তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া ট্রফিটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরও বেশি ভক্তর কাছে পৌঁছে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ট্রফিটি কোচবিহারে আনা হয়। এর আগেও আইপিএলের সঙ্গে কোচবিহারের যোগসূত্র দেখা গিয়েছিল। ২০২৩ সালে কোচবিহার স্টেডিয়ামেই আইপিএলের ফ্যান পার্ক তৈরি করা হয়। আইপিএল গভর্নিং বডির তরফে স্টেডিয়ামে তৈরি সেই ফ্যান পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ছিল আইপিএল সম্পর্কিত বিভিন্ন মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। দেশের প্রচুর শহরে সেই ফ্যান পার্ক তৈরি করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল কোচবিহার। এবছর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে সারাবছরই নানা কর্মসূচি চলছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত।

তিনি বলেছেন, 'কেকেআর কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রফি ট্যুরে কোচবিহারে আসার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তাঁরা সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। কোচবিহারের প্রচুর মানুষ ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলে আনন্দ উপভোগ করেছেন।'

কেকেআরের পতাকা নিয়ে ভক্তদের ঢল। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

ভক্তদের আবেগ

কেকেআর আধিকারিকরা এদিন মদনমোহনবাড়িতে ট্রফি নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়েছেন

রাজবাড়ির সামনে ট্রফির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়

বিকেল চারটা থেকে রাত পর্যন্ত ট্রফি ঘিরে স্টেডিয়ামে কেকেআর ভক্তদের উন্মাদনা দেখা যায়

পতাকা ও ব্যাজ পরে ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার হিড়িক

কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে আইপিএল ট্রফি।

রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে ট্রফির সঙ্গে ফোটোসেশনে ভক্তরা। - জয়দেব দাস

কোচবিহারের আসল প্রাপ্তি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের দুর্ধর্ষ জয়ের পর গোটা দেশের পাশাপাশি কোচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমীরাও ক্রিকেট-জ্বরে কাবু। কোচবিহারে আইপিএলের ট্রফি ট্যুরের পর সেই জ্বরের তাপমাত্রা যেন আরও খানিকটা বেড়ে গেল। কোচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমীরা তো বটেই অসম থেকেও বহু ভক্ত এদিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে আসেন কেকেআরের সেই ট্রফিটি সামনে থেকে দেখতে।

রেপ্লিকা নয়

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা: আমি নিজেও ক্রিকেটের ভক্ত। সময় পেলেই ক্রিকেট দেখি। কোচবিহারে আইপিএলের ট্রফি প্রদর্শনী একটি বড় প্রাপ্তি। সত্যি বলতে প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো ট্রফির কোনও রেপ্লিকার প্রদর্শনী হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম এটা আসল ট্রফি।

বিশ্বাসে মিলায়

অঙ্কিতা সোনার কেকেআরের ভক্ত : সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন জানতে পারি যে কোচবিহারে আইপিএলের ট্রফি আনা হবে, তখনই ঠিক করেছিলাম এখানে আসব। ট্রফির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এই ট্রফিই কেকেআরের তারকা প্লেয়ারদের হাতে উঠেছিল।

এক ঘণ্টা আগে

সুমিত সরকার, কেকেআরের ভক্ত: যাতে বেশি লাইনে দাঁড়াতে না হয় সেজন্য ট্রফি প্রদর্শনী শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগেই আমি স্টেডিয়ামে চলে এসেছিলাম। তবুও এসে দেখি ভক্তদের লম্বা লাইন। কোচবিহারের মানুষ ক্রিকেটকে কতটা পছন্দ করেন তা এটা দেখেই বোঝা যায়।

অসমের ভাগ্নে

প্রিয়াংশু সরকার, কেকেআরের ভক্ত : আমি কেকেআরের অন্ধভক্ত। আমার বাড়ি অসমে। কোচবিহারে মামার বাড়ি রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন জানতে পারি কোচবিহারে কেকেআরের ট্রফি আনা হবে তখনই ঠিক করে নিই যে এদিন এখানে আসবই। কোনও কারণে যাতে দেরিতে এসে না পৌঁছাই তাই আগেই মামার বাড়িতে এসে উঠেছি। ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে পেরে ভালো লাগছে।

খুদে ভক্ত। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

লম্বা লাইন

এদিন বিকেল চারটা থেকে ট্রফির প্রদর্শনী শুরু হয়। রাত পর্যন্ত ক্রিকেটপ্রেমীদের লম্বা লাইন দেখা যায়।

পতাকা-ব্যাজ

কেকেআরের ভক্তদের জন্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। আয়োজকদের তরফে তাঁদের কেকেআরের পতাকা ও ব্যাজ দেওয়া হয়েছে।

ছবি তোলা

প্রদর্শনী শুরুর আগে ট্রফিটি মদনমোহনবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পুজো দেওয়া হয়েছে। রাজবাড়িতে নিয়ে অফিশিয়াল ফোটোশুট হয়।

সরব স্লোগান

'করব, লড়ব, জিতব রে...' কেকেআরের এই স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে কোচবিহার স্টেডিয়াম চত্বর।

হিমসিম পুলিশ

ভক্তদের ভিড় সামলাতে পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

তথ্য : শিবশংকর সূত্রধর, ছবি : জয়দেব দাস

রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই জরিমানা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : কোচবিহার পুরসভার নিয়ম না মেনে এবার থেকে যেখানে-সেখানে বাসিন্দারা আবর্জনা ফেললে করা হবে জরিমানা। টাকার অঙ্কে জরিমানার পরিমাণ ১০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বুধবার শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে নির্মল বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পাশাপাশি নির্মল সাথীরা মাইকে করে ওই ঘোষণা করেন। ঘটনার কথা জানাজানি হতে কোচবিহার শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, শহরকে পরিষ্কার রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। যে কারণে বাসিন্দাদের সচেতন করতে ২০টি ওয়ার্ডে নির্মল সাথীদের ২৪টি মাইক দেওয়া হয়েছে প্রচার করার জন্য। এই মাইকিং নিয়মিতভাবে করা হবে। তিনি বলেন, 'বাসিন্দাদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আমরা কিছুদিন সময় দেব। কিন্তু তারপরেও যদি দেখি তাঁরা সচেতন হচ্ছেন না তখন রাস্তাঘাটে বা নর্দমায় আবর্জনা ফেলতে দেখলেই জরিমানা করা হবে।'

কোচবিহার পুরসভায় মোট ২০টি ওয়ার্ড রয়েছে। শহরে লোকসংখ্যা রয়েছে লক্ষাধিক। এই অবস্থায় পুরসভার পক্ষ থেকে শহরের সমস্ত অলিগলি ও বাড়ি বাড়ি থেকে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করেন নির্মল বন্ধুরা। পুরসভার তরফে শহরের প্রতিটি বাড়িতে সবুজ ও নীল রংয়ের দুটি করে বালতি দেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। এর মধ্যে একটি বালতিতে পচনশীল বস্তু ও অন্যটিতে

> বাসিন্দাদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আমরা কিছুদিন সময় দেব। কিন্তু তারপরেও যদি দেখি তাঁরা সচেতন হচ্ছেন না তখন রাস্তাঘাটে বা নর্দমায় আবর্জনা ফেলতে দেখলেই জরিমানা করা হবে।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *চেয়ারম্যান*

অপচনশীল বস্তু রাখতে বলা হয়েছে। এলাকায় ও বাড়ি বাড়িতে আবর্জনা আনতে গেলে পুরসভার ভ্যানের নির্দিষ্ট জায়গায় তা দিতে বলা হয়েছে। পুরসভার নির্দেশ অনুসারে নির্মল বন্ধুরা বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে তা জানিয়ে আসছেন। পুরসভার দাবি, এরপরেও তারা দেখছে বেশ কিছু বাসিন্দা বাড়ির আবর্জনা পুরসভার গাড়িতে না দিয়ে সেগুলি রাস্তাঘাটে বা চুপিসারে রাস্তার পাশে থাকা নর্দমাতে ফেলে দিচ্ছেন। এতে শহর নোংরা হওয়ার পাশাপাশি নর্দমাগুলি বুজে যাচ্ছে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকায় তা থেকে দৃশ্য দূষণ যেমন হচ্ছে তেমনি সেগুলি থেকে গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

ফলে বাসিন্দাদের এভাবে যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ করছে পুরসভা। নির্মল সাথীরা শহরের অলিগলিতে নির্মল বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে আবর্জনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি তাঁরা মাইকিং করছেন, বাসিন্দারা যেন তাঁদের বাড়ির ময়লা পুরসভার গাড়িতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলেন। পুরসভার গাড়িতে আবর্জনা না ফেলে রাস্তায় বা ড্রেনে কোনও জায়গায় ফেললে সেক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরসভা জরিমানা করবে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। বুধবার শহরের অলিগলিতে নির্মল সাথীদের মাইকিং করতে শোনা যায়।

কোচবিহার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমি বাল্মীকি বলেন, 'পুরসভার এটা ভালো উদ্যোগ। বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে পুরসভাকেও নিয়মিত বাড়ি থেকে এসে আবর্জনা নিতে হবে।'

মাটি বোঝাই গাড়িতে আশঙ্কা

দিনহাটা, ৫ মার্চ : দু'দিন আগে দিনহাটা পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে গোপালনগর বোর্ডিংপাড়া রোডে মালবাহী লরিতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তির। সেসময় এলাকাবাসীর তরফে অভিযোগ ওঠে, ব্যস্ত ওই রাস্তা দিয়ে মালবাহী লরির পাশাপাশি দাপিয়ে বেড়ায় বালি, মাটিবোঝাই গাড়ি। তাই ট্রলির দৌরাত্ম্য বন্ধে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওইদিন স্থানীয় কাউন্সিলারের তরফে সমস্যা সমাধানে আশ্বাস মেলে। কিন্তু বুধবারও পরিবর্তন হল না ছবি।

স্থানীয় বাসিন্দা রানা গোস্বামীর কথায়, 'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ট্রলিগুলি যাতায়াতের কারণে একদিকে যেমন ধুলোয় ঢাকছে বাড়িঘর, তেমনি বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এদিকে, দুর্ঘটনার পড়েও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। সতর্ক না হলে আগামীতে বিপদ আরও বাড়তে পারে।'

এবিষয়ে চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী জানালেন, বিষয়টি নিয়ে পুরসভায় আলোচনা করা হবে।

রাস্তার কাজের সূচনা

কোচবিহার, ৫ মার্চ : বুধবার কোচবিহার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র ভবন বাই লেনের কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। এর জন্য প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হবে। অনুষ্ঠানে হিপ্পির সঙ্গে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভজিৎ কুণ্ডু সহ এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

বদলি

কোচবিহার, ৫ মার্চ : কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বদলি হলেন। তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্ব পাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন হিমাদ্রিকুমার আরি। তিনি বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ছিলেন। এটি রুটিন বদলি বলে জানালেন সুকান্ত।

প্রয়াণ দিবস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : এসইউসিআইয়ের (কমিউনিস্ট) কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সংগঠক স্ট্যালিনের ৭৩তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শিশির সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য মণীন্দ্র নন্দী, নেপাল মিত্র প্রমুখ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২৪
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১৩
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৩
ও নেগেটিভ	–	৩

প্রতীক্ষালয় নিয়ে উদ্যোগ

কোচবিহার, ৫ মার্চ : শহরের যাত্রী প্রতীক্ষালয় দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার পুলিশ। বুধবার ওসি ট্রাফিক সুরেশ দাসের নেতৃত্বে একটি টিম শহরের বিভিন্ন যাত্রী প্রতীক্ষালয় ঘুরে দেখেন। এদিন গুঞ্জবাড়ির সামনের যাত্রী প্রতীক্ষালয় দখল করে থাকা দোকানগুলোকে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। একইভাবে সতর্ক করা হয়েছে হরিশ পাল মোড়ের যাত্রী প্রতীক্ষালয় দখল করে থাকা দোকানগুলোকেও।

ওসি ট্রাফিক বলেন, 'যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি যারা দখল করে রয়েছে তাদের আজ সতর্ক করে দেওয়া হল। তারা যদি খুব তাড়াতাড়ি তাদের জিনিসপত্র সরিয়ে না নেয় তাহলে তাদের সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে।'

কোয়ার্টারে মানিব্যাগ ও লোহার হাতুড়ি

খুনের পরিকল্পনা কি অনেকদিনের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ মার্চ : ছোটবেলা থেকেই কাকার কাছে ঘুমোত বিবেক। আর বিছানায় শুয়ে স্মার্টফোনে কাকা রবি তাকে দেখাত খুন করার দৃশ্য বা অপারেশনে কাটাছেঁড়া করার দৃশ্য। বাবা বিনোদকে নাকি সেকথা জানিয়েছিল বিবেক। বিনোদের দাবি, তিনি ছেলেকে ওইসব দৃশ্য না দেখার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু রবিকে এই ব্যাপারে কেন তিনি কিছু বলেননি, তার সদুত্তর দিতে পারেননি বিনোদ। শুধু তাই নয়, এসব কথা জানার পরেও ছেলেকে রবির সঙ্গেই ঘুমোতে বলেছিলেন তিনি। বুধবার বিনোদ আফসোস করেন, 'আমাদের কাছে ঘুমোলে হয়তো ছেলেকে এভাবে মরতে হত না।'

তদন্তকারীদের প্রশ্ন, তাহলে কি রবি অনেকদিন থেকেই এই খুনের পরিকল্পনা করছিল? বিনোদ বা তাঁর স্ত্রী কেন এইসব দৃশ্য তাঁদের ছেলেকে দেখাতে রবিকে বারণ করেননি, তাও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এদিকে, মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে খুন ও আত্মহত্যার ঘটনার পর কেটে গিয়েছে তিনদিন। এখনও হদিস মেলেনি খুনে ব্যবহার করা অস্ত্রের। হদিস মেলেনি রবির কাছে থাকা স্মার্টফোনটিরও। তবে বুধবার ঘটনাস্থলে চিরুনি তল্লাশি করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রবির ঘর থেকে একটি মানিব্যাগ ও একটি লোহার হাতুড়ি উদ্ধার হয়েছে। হাতুড়ির হাতলে সামান্য রক্ত লেগে ছিল। তবে পুলিশের অনুমান, ওই হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়নি। তাহলে থেঁতলে যেত দেহ। ওই রক্ত সম্ভবত ছিটকে হাতুড়ির হাতলে লেগে ছিল। আরেকটি মানিব্যাগ পাওয়া গিয়েছে মায়ের দেহ যেখানে পড়ে ছিল তার কাছে। তবে দুটি মানিব্যাগে কত টাকা ছিল পুলিশ কিছু জানায়নি।

মায়ের দেহ যে ঘরে পড়েছিল সেই ঘরে একটি ব্যাগ থেকে এদিন পাওয়া গিয়েছে একটি পুরোনো স্মার্টফোন। পুলিশের অনুমান, এই

মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে চিরুনি তল্লাশি পুলিশের।

> ওই মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস জানতে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠি করেছি। ওই রিপোর্ট পেলে বোঝা যেতে পারে শেষবার রবি কার সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন। আশা করছি খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব ওই কল ডিটেলস। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।
>
> **ওয়াই রঘুবংশী**
> পুলিশ সুপার

ফোনটি রবির নয়। এইরকম আরও কয়েকটি পুরোনো স্মার্টফোন আগেও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশকে ভাবাচ্ছে, রবির ব্যবহার করা স্মার্টফোনটি বন্ধ থাকার বিষয়টি। সেটি কোথায়, কে নিয়ে গেল, তাও পুলিশের প্রশ্ন।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'ওই মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস জানতে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠি করেছি। ওই রিপোর্ট পেলে বোঝা যেতে পারে শেষবার রবি কার সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহগুলির নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক একটি দল ঘটনাস্থলে আসার কথাও রয়েছে। বুধবার দুপুরে রেঞ্জ অফিসের ওই কোয়ার্টারে আসেন মাদারিহাট থানার শিক্ষানবিশ আইপিএস অফিসার শেখ হাবিবুল্লা ও মেজোবাবু সঞ্জীবকুমার মোদক। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গেও কথা বলেন। রেঞ্জ অফিসের বাইরে বসানো সিসি ক্যামেরা থেকে দেখার চেষ্টা চলছে ঘটনার দিন ওই পথে কারা যাতায়াত করেছিলেন।

বিনোদ জানিয়েছেন, ছেলের শেষকৃত্য কাকার বাড়ির কাছেই করা হয়েছে। মাদারিহাট থানায় তাঁকে বুধবার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ছেলের কাজ থাকায় তিনি আসতে পারেননি। বৃহস্পতিবার তিনি থানায় যাবেন।

উত্তরে জটিলতার অভিযোগ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : মাধ্যমিকের ইংরেজি ও জীবনবিজ্ঞানের দু'তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিতর্কিত ওই প্রশ্নগুলির উত্তর হিসাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে যে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে, তা মানতে নারাজ অনেক পরীক্ষার্থী।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের ইংরেজির প্রশ্নপত্রের আনসিন প্যাসেজ ঘিরে সমস্যা। সেখানে ইংরেজি শব্দ 'টার্গেট'-এর অর্থ লিখতে বলা হয়েছিল। গোটা প্যাসেজটিতে 'মিশন' ও 'অবজেক্টিভস' এই দুটি শব্দ লেখা ছিল। পরীক্ষার্থীদের একাংশের দাবি, তারা 'টার্গেট'-এর অর্থ 'মিশন' লিখেছে। কিন্তু মাধ্যমিকের খাতা দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পর্ষদ যে উত্তরপত্রের গাইডলাইন পাঠায় তাতে শুধু 'অবজেক্টিভস' শব্দটিকেই সঠিক উত্তর হিসাবে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের ইংলিশ মিডিয়ামের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা ভজন বর্মন বলেন, 'পর্ষদ শুধু 'অবজেক্টিভস' শব্দটি উত্তর হিসাবে নিলেও টার্গেটের অর্থ 'মিশন'-ও হবে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এই দুই ডিকশনারিতেও তাই রয়েছে। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের

তরফে যে টেস্ট পেপার বের করা হয়েছিল, সেখানেও 'টার্গেট'-এর অর্থ 'মিশন'-ই বলা রয়েছে।'

এছাড়া ইংরেজির গ্রামার বিভাগেও একটি শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে পর্ষদে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা, পেশায় শিক্ষিকা এক মহিলা বলেন, 'প্রশ্ন অনুসারে শূন্যস্থানটিতে 'ডিউরিং' বা 'ইন' দুটো শব্দই বসতে পারে। কিন্তু পর্ষদ শুধু 'ইন' শব্দটি নিয়েছে। পর্ষদ যদি এরকম করে, তাহলে পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রত্যাশামাফিক নম্বর পাবে না। তাই আমাদের দাবি, পর্ষদ এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বিবেচনা করুক।'

রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষার খাতা দেখাও শুরু করে দিয়েছেন। এরই মধ্যে ইংরেজি ও জীবনবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পর্ষদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। কোচবিহারের স্টুডেন্ট ফোরাম নাম দিয়ে একাধিক পরীক্ষার্থী এবিষয়ে একসঙ্গে সই করে ডাকযোগে পর্ষদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মেল করেও এই বিষয়টি পর্ষদকে জানানো হয়েছে। এমনকি ওই সংগঠনের তরফে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক কলকাতায় পর্ষদের অফিসে সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিযোগপত্র জমা দিয়ে তার রিসিভ কপিও তিনি নিয়ে এসেছেন।

স্টুডেন্ট ফোরামের আরও দাবি, জীবনবিজ্ঞানের একটি প্রশ্নে পর্ষদ যে চারটি বিকল্প দিয়েছিল তার প্রত্যেকটিই সঠিক। তাহলে সেখান থেকে একটা কী করে বাছা যাবে! বিষয়টি নিয়ে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহার জেলার কনভেনার সঞ্জয়কুমার সরকার অবশ্য বলেন, 'মাধ্যমিকের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র নিয়ে পর্ষদের বিশেষজ্ঞ টিম রয়েছে। তারাই বিষয়টি দেখবে। এবিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।'

যেখানে বিতর্ক

- মাধ্যমিকের ইংরেজির প্রশ্নপত্রের আনসিন প্যাসেজ ঘিরে সমস্যা
- ইংরেজির গ্রামার বিভাগেও একটি শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে পর্ষদে অভিযোগ জানানো হয়েছে
- কোচবিহারের স্টুডেন্ট ফোরাম নাম দিয়ে একাধিক পরীক্ষার্থী এবিষয়ে একসঙ্গে সই করে ডাকযোগে পর্ষদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে
- ওই সংগঠনের তরফে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক কলকাতায় পর্ষদের অফিসে সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন

রাস্তার গর্তে হয়রানি

তুফানগঞ্জ, ৫ মার্চ : রাস্তার গর্তে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। দিনের বেলা আলো থাকায় তেমন সমস্যা না হলেও রাতের বেলা অন্ধকারে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকেই হোঁচট খেয়ে আঘাত পেয়েছেন। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শালবাড়ি মোড় থেকে নদীভাংতি মোড় পর্যন্ত দুই কিলোমিটার গ্রাভেল রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। রাজ আমলের রাস্তাটি দীর্ঘ কুড়ি বছর থেকে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তা সারানোর ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বেহাল রাস্তার কারণে টোটো, অটো, অ্যাম্বুল্যান্স আসতে চায় না ওই এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় কোচবিহারের রাজারা নাটাবাড়ি, ধলপল হয়ে এই রাস্তা দিয়েই টাকোয়ামারি বনাঞ্চলে শিকার করতে যেতেন। একসময় তুফানগঞ্জ থেকে ধলপল, ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিল এটি। এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশ রায়ডাক নদী সংলগ্ন হওয়ায় তুফানগঞ্জ-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়ক তৈরি হয়েছে কাশিরডাঙ্গা-ধলপল-ভাটিবাড়ি হয়ে। ফলে রাস্তাটি তখন থেকেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

এতেই বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখানকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল এই বেহাল রাস্তার কারণে নিকটবর্তী ধলপল, কাশিরডাঙ্গা এমনকি তুফানগঞ্জ শহরে বিক্রির জন্য নিতে হলে বেশি ভাড়া গুনতে হয়। মুমূর্ষু রোগীকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এলাকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ধলপল হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। বেহাল রাস্তার কারণে তাদের স্কুলে যেতে কালঘাম ছুটে যায়।

টাকা গেল অন্যের অ্যাকাউন্টে

প্রথম পাতার পর

আলাদা হলেও কীভাবে টাকা প্রদান করা হল? শুধুই কি তৎকালীন নোডাল অফিসার জড়িত? নাকি পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট সহ অন্য কর্মীরা যুক্ত রয়েছেন? এনিয়ে তৎকালীন নোডাল অফিসার অভিজিৎ নন্দী অবশ্য দাবি করেন, 'আমি তো আর টাকা দিই না। আমরা তালিকা পাঠাই, সেই তালিকা অনুযায়ী টাকা রিলিজ হয়। আর যে টাকা রিলিজ করা হয়েছে, তা কাউন্সিলারদের তালিকা অনুযায়ী।' মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'আমি সেই সময়ে পদে ছিলাম না। তবুও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব। অনৈতিক কিছু কেউ করে থাকলে উপযুক্ত শাস্তি হবে।'

যার অ্যাকাউন্টে মর্জিনা বেগমের টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ সেই ঊষা পণ্ডিতকে ফোন করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাঁর ছেলে মানস পণ্ডিত বলেন, 'আমরাও সরকারি ঘরের জন্য আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনের পরেই ঘরের টাকা ঢুকেছে এবং ঘর তৈরি করেছি আমরা।'

এই ঘটনা সামনে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির মেখলিগঞ্জ টাউন সভাপতি আশেকার রহমানের বক্তব্য, 'তৃণমূলের আমলে সবই সম্ভব। এখানে একটি দুর্নীতি সামনে আসছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এরকম ভূরিভূরি অভিযোগ পাওয়া যাবে।'

রংয়ের সমাহার।। কোচবিহার আরএন রোডে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সাইকেলে ভারতভ্রমণ

রাজগঞ্জ, ৫ মার্চ : গোটা দেশের মানুষের কাছে সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে সাত মাস হল ভারতভ্রমণে বেরিয়েছেন সিকিমের দক্ষিণ সিকিম জেলার নামচি বাজার এলাকার বাসিন্দা মিলন সুব্বা। পাশাপাশি সবুজের সমারোহ বাড়ানোর আর্জি জানাচ্ছেন সকলকে। সাত মাসে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ঘোরা হয়ে গিয়েছে তাঁর। এবার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভ্রমণে চলেছেন সুনীল। বুধবার সকালে ঘোষপুকুর এলাকা থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে তিনি জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন। মিলন বলেন, 'আশা করছি আগামীদিনে সিকিম অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হবে।'

হাসিনার বিচার

প্রথম পাতার পর

এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি এখন বাংলাদেশে নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব? সেটা নির্ভর করছে ভারত এবং আন্তর্জাতিক আইনের ওপর।' ইউনূসের দাবি, বিচার শুরু করার মতো যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ আছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। তাঁর নামে দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও আছে।

ভারত থেকে তাঁকে ফেরানোর ব্যাপারটি নিয়ে অবশ্য প্রধান উপদেষ্টার কথায় ধোঁয়াশা কাটেনি। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে জানানো হলেও এখনও সরকারিভাবে কোনও জবাব আসেনি। এটি আইনি বিষয়। আশা করব, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' অর্থাৎ ভারতকে অনুরোধের স্তরেই আছে প্রত্যর্পণের বিষয়টি।

কিন্তু ইউনূসের স্পষ্ট উচ্চারণ, হাসিনার বিচার হবেই। সেটা তাঁর উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতে। শুধু হাসিনা নন, তাঁর সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার হবে। তাঁর পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্ঠরা, নানাভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার হবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন আয়নাঘরের, যেখানে শত শত মানুষকে নির্যাতন, খুন, গুম করার অভিযোগ আছে। হাসিনার বিচারের বার্তা দেওয়ার দিনই ঢাকায় পৌঁছান পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী। এপ্রিলে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দারের বাংলাদেশ সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন তিনি। বিদেশসচিব মহম্মদ জসিমউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পর্যটনে সহযোগিতা, দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা হয়।

নিউজিল্যান্ড

প্রথম পাতার পর

টেম্বা বাভুমা (৫৬) ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৬৯)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ১০৫ রান জোড়েন। কিন্তু বাভুমা ও রাসিকে ফিরিয়ে প্রোটিয়া শিবিরকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন স্যান্টনার। বিধ্বংসী রূপ নেওয়ার আগেই হেনরিচ ক্লাসেনকেও (৩) সাজঘরের রাস্তা দেখান তিনি। ১৬৭/৪ হয়ে যাওয়ার পর একা লড়েন ডেভিড মিলার (৬৭ বলে অপরাজিত ১০০)। কিন্তু তাঁর শতরানেও লাভ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা আটকে যায় ৩১২/৯ স্কোরে। ২৫ বছর আগে নাইরোবিতে সৌরভের ১১৭ রানের ইনিংসও জয় এনে দিতে পারেনি ভারতকে। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও কিউয়িদের কাছে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। জোড়া প্রতিশোধের সঙ্গে ট্রফি জয়- এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্যে রবিবার রোহিত-বিরাটদের দিকেই তাকিয়ে আসমুদ্রহিমাচল।

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি জিরানপুরে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৫ মার্চ : প্রায় চার কিমি রাস্তার একাধিক অংশে পিচের আস্তরণ উঠে বেরিয়ে এসেছে পাথর। তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টিতেই সেগুলি জল জমে ডোবার চেহারা নেয়। কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর চৌপথি থেকে নাজিরগঞ্জ চৌপথি পর্যন্ত রাস্তার এমনই বেহাল দশা। একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা দৈনিক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন। তাঁরা চরম ভোগান্তির শিকার। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি উঠেছে। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে বড়সড়ো আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কারে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ। যদিও কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ সেই অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, '২০২০ সালে রাস্তাটির সংস্কার হয়েছিল। ফের সংস্কারের প্রয়োজন থাকলে পদক্ষেপ করা হবে।' বিষয়টি নিয়ে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

বাম আমলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এই পিচের রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল। এটি কোচবিহার সদর ও দিনহাটা মহকুমার মধ্যে যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দিনহাটা মহকুমার নাজিরহাট, বাসন্তীরহাট, শালমারা, বুড়িরহাটের বাসিন্দারা জেলা সদরে যাতায়াতে এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। অতীতে দিনহাটা শহর হয়ে জেলা সদরে পৌঁছাতে তাঁদের অনেকটা পথ পেরোতে হত। বর্তমানে তাঁরা এই রাস্তাটিকে বাইপাস রোড হিসাবে ব্যবহার করেন। জেলা সদর থেকে দিনহাটামুখী নানা গন্তব্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই রাস্তাটি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত পছন্দের। দেওয়ানহাট চৌপথি থেকে বলরামপুর রোড হয়ে এপথে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। এপথে

প্রশাসনিক উদাসীনতা

অসংখ্য পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু গত প্রায় তিন বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল। এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না।

বাসন্তীরহাটের লিটন রায় রোজ এপথে বাইকে কোচবিহার শহরে কাজে যাতায়াত করেন। রাস্তার বেহাল দশায় তিনি রীতিমতো বিরক্ত, ক্ষুব্ধ।

তাঁর কথায়, 'এখন এ পথে নিরাপদে চলাচল করা কঠিন। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' জিরানপুরের মইনুল হক বলেন, 'এমনিতেই রাস্তাটিতে কোনও পথবাতি নেই। তাই রাতে এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে চলাচল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।' রাজীব দে, পল্লবী সরকার, আলিফ মিয়াঁর মতো নিত্যযাত্রীরাও রাস্তার বেহাল দশায় সরব। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানান তাঁরা।

জালিয়াতিতে বন্ধ তদন্ত

প্রথম পাতার পর

কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর মেলে, তা যাচাই করতেই জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁরা জানিয়েছিলেন ওই সইগুলো তাঁদের নয়, নকল করা হয়েছে। সেই কারণে সইগুলি পরীক্ষা করার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়। কিন্তু অভিযোগ, অজ্ঞাত কারণে সেই প্রক্রিয়ারও কোনও গতি নেই, স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে সামনেই বিধানসভা ভোট আছে সেই কারণে তদন্ত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায় বলেন, 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসবে তাই তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

অতিরিক্ত ভাড়া দাবি, দোকান বন্ধ দিনভর

জল্পেশমেলায় নজিরবিহীন কাণ্ড

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ : তুমুল বিক্ষোভের সাক্ষী থাকল জল্পেশমেলা। অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগে বুধবার দিনভর বন্ধ রইল দোকানপাট। কয়েকজন ব্যবসায়ী তো আবার হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়লেন। সবমিলিয়ে এক নজিরবিহীন কাণ্ড।

এদিন মেলার মাঠে জেলা পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। জেলা পরিষদের কর্মীদেরকেও ঘিরে রাখা হয়। প্রশাসনের আধিকারিকরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সেখানেও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে ব্যবসায়ী, মেলার ইজারাদার ও প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় আলোচনায় বসলেও সমাধানসূত্র মেলেনি। সন্ধ্যার আগে প্রশাসনের অনুরোধে দোকান খোলেন ব্যবসায়ীরা।

তবে, দিনভর দোকান বন্ধ থাকায় অনেকে ক্রেতাই হতাশ হয়ে ফিরে যান। জলপাইগুড়ি থেকে এদিন সপরিবারে মেলায় এসেছিলেন দেবাশিস বসু। তাঁর কথায়, 'ঐতিহ্যবাহী মেলায় এমন বিক্ষোভ কাম্য নয়। মেলায় এসে দেখছি, সব দোকান বন্ধ। বাধ্য হয়ে ফিরে যাচ্ছি।'

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে জল্পেশমেলা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর এই মেলার আয়োজন হয়। মেলার ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এবছর মেলার ইজারা পেয়েছেন জল্পেশ এলাকার বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা। ব্যবসায়ীদের যুক্তি, প্রতিবছর মেলার ইজারাদার দোকান ভাড়া সামান্য কিছু বাড়ান। কিন্তু এবছর তাঁদের থেকে দ্বিগুণ, তিনগুণ এমনকি চারগুণ টাকাও দাবি করা হচ্ছে। টাকা

বিক্ষোভ

প্রতিবাদ ব্যবসায়ীদের।

না দিলে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এদিন সকাল থেকে দোকানদাররা মিলিত হয়ে একে একে দোকান বন্ধ করে অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

প্রায় ৩৫ বছর ধরে বেরুবাড়ি থেকে জল্পেশমেলায় বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি করতে আসছেন পরিমল মণ্ডল। তিনি বলছেন, 'জল্পেশমেলায় এবছর ভাড়া নিয়ে রীতিমতো জোরজুলুম চলছে। অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে।' মনিহারি দোকানের মালিক স্বপন পোদ্দারের কথায়, 'গতবছর ৩ হাজার টাকা দোকান ভাড়া দিয়েছি। এবছর ৮ হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে। এত বেশি টাকা দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।' শুধুমাত্র দোকান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহই নয়, মেলার দোকানে একটি এলইডি লাইট জ্বালানোর জন্য দৈনিক ১৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।

এদিন ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আলোচনায় বসেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অতিরিক্ত উপসচিব সুদীপকুমার বসু। কিন্তু সেখানে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। ইজারাদার সত্যেন্দ্রনাথের পালটা দাবি, 'জেলা পরিষদ নির্ধারিত ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত নেওয়া দূরের কথা, নিয়মের মধ্যে থেকে বরং ব্যবসায়ীদের থেকে সরকার নির্ধারিত টাকার থেকে কম টাকা নেওয়া হচ্ছিল। জোরজুলুম, হুমকি দেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এ নিয়ে আরেক দফায় আলোচনা হবে। তারপরই ভাড়া সংগ্রহ করবেন ইজারাদার।

ইউনিয়ন রুমে মদের আসর

প্রথম পাতার পর

এবিভিপি'র রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে বলেন, 'শুধু তুফানগঞ্জ নয় রাজ্যের সমস্ত কলেজকে তৃণমূলের ছাত্র নেতারা নেশার আঁতুড়ে পরিণত করেছে। ছাত্রছাত্রীদের থেকে তোলাবাজি করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে কলেজ ক্যাম্পাসে এইসব কাণ্ড করছে। কলেজগুলিতে যে পঠনপাঠন লাটে উঠে গিয়েছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।' তাঁর সংযোজন, 'এত বড় অন্যায়ের পরেও তৃণমূলের নেতাকে অধ্যক্ষ কলেজ থেকে বহিষ্কার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।'

অন্যদিকে এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, 'তুফানগঞ্জ কলেজে এই ঘটনা প্রথম নয়। আগেও কলেজের অভ্যন্তরে ধর্ষণ থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। ২০১১ সাল থেকে নির্বাচন লাটে তুলে দিয়ে তৃণমূল সরকার গুন্ডাবাহিনীর হাতে কলেজগুলো তুলে দিয়েছে। কলেজগুলিতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে এই দৃশ্য দেখতে হত না।'

আবর্জনায় 'মুক্তো' খুঁজে বেড়ায় দুই প্রজন্ম

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৫ মার্চ : বীরপাড়া চৌপথিতে মহাসড়কের দু'পাশ যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড! ছড়িয়ে রাশি রাশি জঞ্জাল। মরা কুকুর, বিড়াল সবই ছুড়ে ফেলা হয় ওখানে। পথচারীরা তো বটেই, গাড়ির জানলা খোলা থাকলে বোঁটকা গন্ধ এড়াতে মুখে রুমাল চেপে ধরেন যাত্রীরাও। তবে সিন্ধু সেঁচার মতো দিনভর আবর্জনা ঘাঁটেন কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু। 'মুক্তো' পানও ওঁরা। প্লাস্টিকের বোতল, মদের বোতল, ছেঁড়া কাগজ, ক্যারিব্যাগ সবই বেছে বেছে আলাদা করেন। দিনশেষে ওগুলোই এনে দেয় নগদনারায়ণ।

ডিমডিমা চা বাগানের বৃদ্ধ মানুষটার কথাই ধরে নেওয়া যাক। বয়স আশির কোঠায়। এক জমানায় চা শ্রমিক ছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীরটা আর চলে না। তবু সকালবেলা দু'পায়ে ভর করে অশক্ত শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান দু'কিমি দূরে বীরপাড়া চৌপথিতে। দিনভর আবর্জনা ঘেঁটে প্লাস্টিকের বস্তা সংগ্রহ করেন। ওগুলোও নাকি বিক্রি হয়। বৃদ্ধ বলছিলেন, 'কী করব! কাজ করতে পারি না। তবে বস্তা বেচে কয়েকটা টাকা আসে।' আবর্জনা ঘাঁটছিলেন ভবঘুরে চেহারার এক প্রৌঢ়ও। ফেলে দেওয়া মদের একটা বড় বোতল পেতেই তাঁর মুখে হাসি।

শুধু বড়রাই নন, আবর্জনা ঘাঁটে ছোটরাও। বীরপাড়ায় চারদিকে ছড়িয়ে রাশি রাশি আবর্জনা। দোকানপাট, হোটেল, গৃহস্থালির আবর্জনা সবই ফেলা হয় লোকালয়েই। পথের সাথি ভবনের সামনেও ছড়িয়ে আবর্জনা। আর গ্যারগান্ডা সেতু থেকে বিরবিটি সেতু পর্যন্ত দু'কিমি এলাকাজুড়ে হাইওয়ের দু'পাশে শুধু আবর্জনার স্তূপ। সকাল থেকে বিকেল, সেই স্তূপ ঘাঁটে আট দশ বছর বয়সিরাও। অথচ এসময় ওদের স্কুলে যাওয়ার কথা। স্কুলে বিনে পয়সায় বই, ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। বেলা দেড়টা বাজতেই মিড-ডে মিলে মেলে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। কিন্তু ওদের তো চাই টাকা। সেই টাকার অঙ্ক যত কমই হোক না কেন। কিন্তু ওরা এবয়সেই হাড়ে হাড়ে চিনেছে টাকার মূল্য। কারণ ঘরে অন্ন অনিশ্চিত। হয়তো কারও বাবা নেই, কারও বাবা নেশাখোর।

বীরপাড়ায় মহাসড়কের আবর্জনা ঘেঁটে রসদ সংগ্রহ।

হাইওয়েতে আবর্জনার স্তূপ থেকে কাগজ কুড়োচ্ছিল বছর দশেকের ছেলেটা। ময়লা, ছিন্ন পোশাক। দেখেই বোঝা যায়, স্নান করেনি দিনের পর দিন। ঢিল ছোড়া দূরত্বে বীরপাড়া হাইস্কুলের মাঠটা। ওতে টিফিন পিরিয়ডে ওর সমবয়সিরা খেলাধুলো করে। স্কুলে পড়ে ওরা। হাইওয়ে ধরে ওর গা ঘেঁষে হুস করে ছুটে যায় বেসরকারি স্কুলের বাসগুলি। তবে আরেক সমান্তরাল আর্থিক জগতের বাসিন্দা খুদেটার ওসব নিয়ে ভাবার সময় হয় না। ওর বাড়ি বীরপাড়ার ঝুপড়িপট্টিতে। চকচকে চোখ স্ক্যান করে আবর্জনার স্তূপ। 'স্কুলে পড়িস না?' 'না!' মাথা নেড়ে সরে যায় খুদেটা। খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, আবর্জনা কুড়িয়ে শিশুদের কেউ কেউ স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল। তবে স্কুলে যেতে চায় না ওরা। অনেকে আবার স্কুলে ভর্তিই হয়নি। ওদের মধ্যে একজনের মা মানসিক ভারসাম্যহীন। সন্তানকে কাছছাড়া করতে চান না তিনি। মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বীরপাড়ার সদস্যা তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ শিউলি চক্রবর্তী বলছেন, 'ওদের মূলস্রোতে ফেরাতে সরকারি হোমে পাঠানোর চিন্তাভাবনাও করা হয়েছে। কাজটি কঠিন। কারণ এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি প্রয়োজন। ওই শিশুদের অভিভাবকরাও এনিয়ে সচেতন নন। আমি চেষ্টা করছি।'

‘কিছু মানুষের কাজ বকবক করা’

রোহিতদের উলটো পথে হাঁটলেন সামি!

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

দুবাই, ৫ মার্চ : ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মারি হয়ে ব্যাট ধরলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়ালেন। আর সবশেষে সমালোচকদের পালটা আক্রমণ করলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গৌতম গম্ভীর।

নিজে যখন ক্রিকেট খেলতেন, তাঁর মধ্যে আগ্রাসনের কোনও অভাব ছিল না। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচের ভূমিকাতেও গম্ভীর একইরকম। আগ্রাসী। আগ্রাসনের শেষ কথা। ভারতীয় কোচের আগ্রাসন তাঁর দলের অন্দরেও প্রবলভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ম্যাচে।

টানা চারটি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া। আর এই চার ম্যাচে ভারত অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটে অবদান ১০৪। ফর্মের বিচারে হিটম্যান দারুণ জায়গায় রয়েছেন এমন নয়। ফলে সমালোচনাও হচ্ছে। গম্ভীর দর্শন অবশ্য ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আপনারা, সাংবাদিকরা রান বা পরিসংখ্যান দেখে রোহিতের বিচার করেন। আমি বা আমরা দেখি মাঠের রোহিতের প্রভাব। আর কয়েকদিন পরই প্রতিযোগিতার ফাইনাল। তার আগে একটাই কথা বলতে পারি, দলের অধিনায়ক শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করলে সাজঘরে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি হয়। আমরা বরাবরই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য অধিনায়ককে

সমালোচকদের আক্রমণ আগ্রাসী গম্ভীরের

পজিটিভ থাকতেই হবে। বাইরের কে বা কারা কী বলল, তা নিয়ে আমরা ভাবি না।’ অধিনায়ক রোহিতের মতোই সমালোচনায় বিদ্ধ কোহলিও। পাকিস্তান ম্যাচে শতরান করেছেন। গতকাল রাতে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন তিনি। তারপরও কোহলির লেগস্পিন দুর্বলতা নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়। শুরু গম্ভীর যাবতীয় সমালোচনা উড়িয়ে বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘আপনি ৩০০টা একদিনের ম্যাচ খেললে কয়েকবার তো স্পিনারের বলে আউট হবেনই। তাতে সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ভুলে যাবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি শতরানের পাশে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও ৮০-র বেশি রান করেছে। একজন ব্যাটার রান করুক না না করুক, কোনও বোলারের বলে তো আউট হতেই হবে। তাই লেগস্পিনের বিরুদ্ধে কোহলি কেন আউট হচ্ছে, বিষয়টাই অর্থহীন। ৩০০টা ম্যাচ খেললে কোনও নির্দিষ্ট বোলারের বলে একাধিকবার আউট হতেই হয়।’

দলের দুই সেরা ব্যাটারের পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গে দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলার বাড়তি সুবিধা নিয়েও মুখ খুলেছেন কোচ গৌতম। সমালোচকদের কাজ শুধু বকবক করা বলে জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলছি বলে আমরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি, এমন কথা শুনছি। আমার প্রশ্ন কীসের সুবিধা? যে মাঠে খেলা হচ্ছে, সেখানে আমরা একদিনও অনুশীলন করিনি। যেখানে অনুশীলন করছি, সেই আইসিসির অ্যাকাডেমির মাঠের সঙ্গে দুবাই স্টেডিয়ামের কোনও মিলই নেই। আসলে কিছু মানুষের কাজই শুধু বকবক করা, ওরা করুক। আমাদের কিছু যায় আসে না। মনে রাখবেন, দুবাই বাকি দলগুলির মতো আমাদের জন্যও নিরপেক্ষ মাঠ।’ ঋষভ পন্থ ভারতীয় সাজঘরে বসে। অথচ, লোকেশ রাহুল খেলছেন নিয়মিত। কেন? এবার আরও চাঁছাছোলা ভাষায় সমর্থকদের পালটা গম্ভীরের। তাঁর কথায়, ‘একদিনের ক্রিকেটে রাহুলের গড় প্রায় ৫০। এটাই আমার জবাব। বাইরের দুনিয়ায় কে, কী বলল, পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। শুধু ১৪০ কোটি দেশবাসীর কাছে সৎ থাকতে চাই।’

দুবাই, ৫ মার্চ : দুবাই আমাদের ঘরের মাঠ নয়। তাই বাড়তি সুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। দিনকয়েক আগে বলেছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

গতরাতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীরও টিম ইন্ডিয়ার সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার বাড়তি সুবিধার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

অথচ, চমকপ্রদভাবে দলের অধিনায়ক ও কোচের ভাবনার উলটো পথে হাঁটলেন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার মহম্মদ সামি। গতরাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর সব ম্যাচ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন সামি। সেখানেই দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য বাড়তি সুবিধা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সামির কথায়, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার ফলে অবশ্যই আমাদের সুবিধা হয়েছে। কারণ, একই মাঠে সব ম্যাচ খেলায় আমরা এখানকার পিচ ও পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গিয়েছি।’ এখানেই থামেননি সামি। একই মাঠে সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য কতটা সুবিধার, তাও জানিয়েছেন তিনি। সামি বলেছেন, ‘একই মাঠে কোনও প্রতিযোগিতার

সাজঘরে প্রাক্তন ‘হেডস্যর’ শাস্ত্রীও

ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার শুরু ফাইনালের মহড়া

দুবাই, ৫ মার্চ : বদলা বৃত্তটা অবশেষে সম্পূর্ণ।

টি২০ বিশ্বকাপে ক্যাঙারুদের গুঁড়িয়ে দিয়ে জ্বালা জুড়োনো। মঙ্গলবার ফের অজি-বধে শান্তির বারিধারা ভারতীয় দল, সমর্থকদের। অবশ্য মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যপূরণ এখনও বাকি।

অপেক্ষা ৯ মার্চের। রোহিত শর্মার হাতে ট্রফি ওঠার প্রতীক্ষায় আবারও স্বপ্নের জাল বোনা শুরু আসমুদ্র হিমাচলের। ১৪০ কোটি দেশবাসীর যে স্বপ্নপূরণে বদ্ধপরিকর টিম রোহিতও।

আপাতত ছুটির মেজাজ। রবিবার ফাইনাল। হাতে কয়েকটা দিন। তাই ৫ ও ৬ মার্চ মাঠমুখো হচ্ছেন না বিরাট কোহলিরা। দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার ফাইনালে মহড়ায় নেমে পড়বে সদলবলে।

আপাতত অস্ট্রেলিয়া বধ, ফাইনালের টিকিট পাওয়ার খুশিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার পালা। মাঠে একপ্রস্থ উৎসবের আবহ। সাজঘরে ফিরেও যা জারি। মধ্যমণি ম্যাচের নায়ক বিরাট।

রোহিতদের যে উৎসবের পারদ চড়িয়ে শামিল প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীও। ধারাভাষ্যের দায়িত্বে দুবাইয়েই রয়েছেন। তার ফাঁকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবেদনে সাড়া দিয়ে ম্যাচ শেষে সাজঘরে উপস্থিত শাস্ত্রী। সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দেন শ্রেয়স আইয়ারকে।

ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন শ্রেয়স, শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা ও বিরাট। শেষপর্যন্ত অজি ম্যাচে সেরা ফিল্ডারের মেডেল শ্রেয়সের গলায়।

শ্রেয়স আইয়ারকে সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

খুশির দিনে প্রাক্তন হেডস্যরকে পেয়ে বিরাট-রোহিতদের উল্লাস চোখে পড়ার মতো। গোটা দল উঠে দাঁড়িয়ে, করতালিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান শাস্ত্রীকে। বিজয়ী রোহিত ব্রিগেডের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন প্রাক্তন কোচ। রোহিতের দলকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ ও সেরা টিম আখ্যা দেন।

শাস্ত্রী বলেছেন, ‘চাপের ম্যাচ ছিল আজ। চলতি টুর্নামেন্টে বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে তোমরাই সেরা দল। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স দলকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে দলগত প্রয়াস প্রয়োজন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করতে।’

অজি বধে বিরাট-স্পেশালের পাশে শ্রেয়স, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ার প্রচেষ্টা দলের বৈতরণি পার করে দেয় দুবাইয়ের সেমিফাইনালের দ্বৈরথে। মহম্মদ সামি, বরুণ চক্রবর্তী, জাদেজাদের বোলিংয়েও দলগত প্রয়াসের ছাপ।

লোকেশের গলায় অবশ্য কিছুটা অভিমানের সুর। ঋষভ পন্থের বদলে তাঁর দলে না থাকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ‘অনিশ্চয়তা’ তো রয়েইছে। কখনও টপ অর্ডার তো কখনও ৬-৭-এ।

অভিমানী লোকেশ বলেছেন, ‘মিথ্যা বলব না, টপ অর্ডারে ব্যাটিং উপভোগ করি আমি। অজি সফরে টেস্টে ওপেন করেছিলেন। লাল বলে ওপেনিং অনেক কঠিন। তারপর ঘরের মাঠে লোয়ার অর্ডার, পরিস্থিতি আলাদা। ঘটনা হল, ২০২০ থেকে আমি ৫ নম্বরে ব্যাট করছি। কিন্তু অনেক সময় সবাই তা ভুলে যায়। প্রশ্ন তোলে আমার প্রথম এগারোয় থাকা নিয়েই।’

লোকেশের কথায়, প্রতিটি ওডিআই সিরিজের পর লম্বা ব্যবধান থাকে। আর যখনই নতুন সিরিজ আসে, প্রশ্নগুলি ঘুরেফিরে ওঠে তাকে নিয়ে। বলেছেন, ‘গত ৪-৫ বছর ধরে দল সামলাচ্ছে রোহিত। ও যেভাবে বলে, আমার থেকে যা চায়, সেটাই ঠিকঠাকভাবে করার চেষ্টা করি সবসময়। বরাবর আমাকে সমর্থন জুগিয়েছে রোহিত। অধিনায়কের যে সমর্থন আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়।’

‘দ্বিতীয় বিরাট আসবে না’

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ৯৮ বলে ৮৪। ৫৬ রানই সিঙ্গলসে! মোট রানের ৬৭ শতাংশ! ২০০০ থেকে ধরলে ৫,৭৮০ রান নিয়েছেন দৌড়ে। ধারেকাছে বলতে দুই শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা (৫৫০৩) ও মাহেলা জয়বর্ধনে (৪৭৮৯)।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির ফর্ম, দুরন্ত ইনিংসের পাশে যে অবাক করা পরিসংখ্যানে মজে ক্রিকেট বিশ্ব। মাইকেল ক্লার্কের কথায়, কখনও, কোন পরিস্থিতিতে দলকে জেতাতে কী দরকার, জানে বিরাট। পাকিস্তান ম্যাচেও ঠিক এটাই করেছে। ক্রিকেট বই থেকে তুলে আনল প্রতিটি শট। ওডিআই ফরম্যাটে বিরাটই সর্বকালের সেরা।

উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনরা

পাক ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ বলেছেন, ‘রান তাড়া করেই শুধু ৮০০০! ভারতীয় দলে অনেক বড় বড় তারকা রয়েছে। কিন্তু বিরাটের মতো কেউ নেই। দ্বিতীয় আসবে না। মহম্মদ আমিরের কথায়, ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ক্রিকেটে কোহলি। আমার প্রজন্মে ওদের মতো কাউকে দেখিনি।’

রান তাড়ায় সর্বাধিক ৮৭২০ রানের মালিক শচীন তেন্ডুলকার। সেরা পাঁচে কোহলি, রোহিতের সঙ্গে সনৎ জয়সূর্য ও জাক কালিস। ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, ‘তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই গ্রেট। নিশ্চিতভাবে বিরাট শচীনকে পেরিয়ে যাবে। দুরন্ত রেকর্ড। নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা।’

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেনের কথায়, নিখুঁত রান তাড়া করে অজি-বধ ভারতের। সৌজন্যে ভারতের কাছে

শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে বিরাট কোহলির ৯১ রানের জুটি ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে।

রয়েছে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা রানচেজার বিরাট। আর কোহলির সঙ্গে একঝাঁক প্রতিভা, উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

বিরাটের পাশাপাশি শ্রেয়সকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ক্লার্ক। বলেছেন, ‘দুর্দান্ত খেলল। আক্রমণাত্মক মেজাজ, তাগিদ এবং গুটিয়ে না থেকে নিজের শট খেলে সতীর্থদের চাপ আলগা করে দিচ্ছে শ্রেয়স। বিরাট-শ্রেয়স আইয়ার পরস্পরের পরিপূরক ছিল। ওদের জুটিটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।’

অজি বধের পর রোহিতের হাতে ট্রফি দেখছেন শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত। ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ীর দাবি, ‘প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে ভারত। যেভাবে বিরাট আরও একটা ম্যাচে রানতাড়া করে জয় আনল, শ্রেয়স এগিয়ে এল-ট্রফি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।’

১৪৩ ধাপের লম্বা লাফ বরুণের

শীর্ষস্থান গিলের দখলেই, এগোচ্ছেন কোহলিও

দুবাই, ৫ মার্চ : ওডিআই ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার।

ভারতীয় ভক্ত, ক্রিকেট মহল, বিরাট কোহলিকে নিয়ে যে বক্তব্যে একসুর রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্করাও। ৫০-৫০ ফরম্যাটে বিভিন্ন সময়ে দেখা মিলেছে একাঝাঁক তারকার। কিন্তু চাপের মুখে রান তাড়ায় বাকিদের অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তারই প্রমাণ।

পাকিস্তান ম্যাচের পর আরও এক স্বপ্নের ইনিংসে বিরাট ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন ক্রিকেট বিশ্বে। প্রতিফলন আইসিসি-র ব্যাটিং ক্রমতালিকাতে। কয়েকদিন আগেও প্রথম দশের বাইরে থাকা বিরাট এগোচ্ছেন শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে। সেরা দশের পর এবার প্রথম পাঁচেও ঢুকে পড়লেন ভারতীয় রানমেশিন।

৯৮ বলে ৮৪ রানের ইনিংসের সুবাদে বিরাট আপাতত চার নম্বরে। চলতি ধারাবাহিকা বজায় থাকলে শীর্ষস্থানের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে না। বলার কথা, শীর্ষস্থান আপাতত বিরাটের সতীর্থ শুভমান গিলের দখলে। বেশ কিছুদিন ধরেই নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ সহ অধিনায়ক। আজ প্রকাশিত তালিকাতেও তা বজায়।

এমআরএফের সঙ্গে নতুন চুক্তি হল শুভমান গিলের। যার ফলে তিনি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, ব্রায়ান লারাদের এলিট লিস্টে ঢুকে পড়লেন।

শুভমানের সংগ্রহ ৭৯১ পয়েন্ট। চলতি ব্যর্থতার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়া পাকিস্তানের বাবর আজম (৭৭০) শুভমানের পিছনেই। পাক তারকার চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্ফোরক ব্যাটার হেনরিচ ক্লাসেন। চতুর্থ স্থানে থাকা বিরাটের সংগ্রহ ৭৪৭ পয়েন্ট।

পাঁচে রোহিত শর্মা। তবে তিন থেকে দুই ধাপ পিছিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সেরা দশে চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার। প্রত্যাবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছেন ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। পুরস্কারস্বরূপ এক ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে শ্রেয়স। লোকেশ রাহুল আছেন পঞ্চদশ স্থানে।

বোলিং বিভাগে অবশ্য সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব। তিন ধাপ পিছিয়ে চায়নাম্যান স্পিনার রয়েছেন ছয়ে। প্রথম পাঁচে যথাক্রমে মহেশ থিকশানা (শ্রীলঙ্কা), কেশব মহারাজ (দক্ষিণ আফ্রিকা), ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড), বার্নার্ড স্কোলস (নামিবিয়া) ও রশিদ খান (আফগানিস্তান)।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজা ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা না পাওয়া মহম্মদ সিরাজ যথাক্রমে ১১, ১৩ ও ১৪ নম্বরে। সবে শুরু ওডিআই কেরিয়ারে সাফল্যের সুবাদে ১৪৩ ধাপ উন্নতি করে প্রথম একশোয় ঢুকে পড়েছেন বরুণ চক্রবর্তী (৯৬)।

কলকাতা পুলিশের আপত্তি

নাইটদের লখনউ ম্যাচ অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : আপত্তি কলকাতা পুলিশের। আর সেই আপত্তিকে কেন্দ্র করে হইচই সিএবি-তে।

২২ মার্চ শুরু হবে অষ্টাদশ আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। ৬ এপ্রিল ইডেনে রয়েছে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই জটিলতা। সেদিন রামনবমী রয়েছে। তাই ইডেনে আইপিএল ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যাবে না বলে সিএবি-কে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। গত সন্ধ্যায় সিএবি-তে এই খবর আসার পরই সিএবি-র কর্তারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও কেকেআর কর্তৃপক্ষকে পুলিশের বক্তব্য জানিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি সিএবি-কে। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘পুলিশের আপত্তির বিষয়টি গতকাল রাতের দিকে জানতে পারি আমরা। বোর্ড ও কেকেআরকে জানানো হয়েছে বিষয়টি। দেখা যাক কী হয়।’

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের মূল্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকারিভাবে এখনও টিকিটের দাম ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। শেষবার ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ছিল ৭৫০। এবার সেটা ৯০০ টাকা হচ্ছে বলে খবর। সম্প্রতি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ঋদ্ধিমান সাহার প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে ভোটাধিকার আজ সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে অ্যাপেক্সের বৈঠকে।

রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দেওয়ার পর লাফ রডরিগোর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৭ আর্সেনাল
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-১ লিলে
ক্লাব ব্রাগ ১-৩ অ্যাস্টন ভিলা

মাদ্রিদ ডার্বি রিয়ালের

মাদ্রিদ ও আইন্দহোভেন, ৫ মার্চ : লা লিগায় যাই হোক, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়াল মাদ্রিদ বরাবরই আলাদা। মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে আরও একবার তার প্রমাণ দিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। অন্যদিকে পিএসভি আইন্দহোভেনকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টারে খেলার দিকে পা বাড়িয়ে রাখল আর্সেনাল।

ঘরোয়া লিগে রিয়াল বেটিসের কাছে হার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামার আগে তাই খানিক চাপেই ছিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। স্বস্তি ফিরল ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে। শুরুর মিনিট থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল রিয়ালের। তারই ফসল চতুর্থ

সাত তারা আর্সেনাল

মিনিটে রডরিগোর গোল। দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৩২ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন অ্যাটলেটিকোর হুলিয়ান আভারেজ। ৫৫ মিনিটে একক নৈপুণ্যে করা রিয়ালের ব্রাহিম দিয়াজের গোলই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয়।

এদিকে, পিএসভির মাঠে সহজ জয় পেয়েছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলে এগিয়েছিল মিকেল আর্তেতার দল। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করে ডাচ ক্লাবটি। শুধু তাই নয়, প্রথম ৪৫ মিনিটে আরও বেশ কিছু সুযোগ পায় তারা। তবে আর্সেনাল ঝড় তুলল দ্বিতীয়ার্ধে। এল আরও চার-চারটি গোল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল মার্টিন ওডেগার্ডের। বাকি গোলগুলি করেন জুরিয়েন টিম্বার, এথান নোয়ানেরি, মিকেল মেরিনো, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও রিকার্ডো ক্যালাফিয়োরি।

আচমকা ওডিআই থেকে অবসর স্মিথের

দুবাই, ৫ মার্চ : অপ্রত্যাশিত। আচমকাও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে হারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিলেন স্টিভেন স্মিথ। আচমকাই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। ভারতীয় সময় আজ সকালের দিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানা গিয়েছে। কিন্তু কেন আচমকা ওডিআই ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন স্মিথ? জানা গিয়েছে, অজি অধিনায়ক অনেক দিন ধরেই এমন পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন। সাজঘরে তাঁর সতীর্থদের এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। বিরাট কোহলির ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায়ের পর নিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন স্মিথ। তাঁর কথায়, ‘অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি একদিনের ক্রিকেটে। দুটি একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা সারা জীবন মনে থাকবে। আপাতত অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। কোনও তরুণ ক্রিকেটারকে দেখে নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টও পর্যাপ্ত সময় পাবে।’ একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলা চালিয়ে যাবেন। আগামী জুনে লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আপাতত তাঁর পাখির চোখ।

ছন্দেই ছিলেন। ব্যাটে রানও আসছিল। প্যাট কামিন্স চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ানোয় অনেকদিন পর জাতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটনও তুলে নিয়েছিলেন ৩৫ বছরের স্মিথ। গতকাল রাতে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর রাতে সাজঘরে স্মিথ তাঁর সতীর্থদের অবসর সিদ্ধান্তের কথা প্রথম জানান। আজ সকালে তাঁর সেই সিদ্ধান্তের খবর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ঘোষণা হয়। একদিনের ক্রিকেট থেকে বিদায়ি বার্তায় স্মিথ বলেছেন, ‘আপাতত টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাব। সেটাই আমার লক্ষ্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার জন্যও মুখিয়ে রয়েছি। ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি শুরুরও এটাই সেরা সময়। তাই আমি সরে গেলাম একদিনের ক্রিকেট থেকে।’ উল্লেখ্য, মোট ১৭০টি একদিনের ম্যাচ খেলে ৫৮০০ রান করেছেন স্মিথ। রয়েছে ১২টি শতরান ও ৩৫টি হাফ সেঞ্চুরি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মিথ সর্বকালের অন্যতম সেরাদের একজন।

একনজরে ওডিআইয়ে স্টিভেন স্মিথ

ম্যাচ ১৭০। রান ৫৮০০
ব্যাটিং গড় ৪৩.২৮
শতরান ১২। অর্ধশতরান ৩৫

প্রথম ম্যাচ
১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
(ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে)

শেষ ম্যাচ
৪ মার্চ, ২০২৫
(ভারতের বিরুদ্ধে)

অবসর ঘোষণা শরথের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : আর মাত্র কয়েকদিন। তারপর পাকাপাকিভাবে টেবিল টেনিস ব্যাট তুলে রাখবেন কিংবদন্তি অচিন্ত্য শরথ কমল। বুধবার অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। চলতি মাসের শেষের দিকে চেন্নাইয়ে ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার হবে। নিজের শহরে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্ট ৪২ বছরের শরথের শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। নিজের অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে শরথ বলেছেন, ‘প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চেন্নাইয়ে খেলেছিলাম। শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও চেন্নাইয়ে খেলব। এই মাসের শেষে চেন্নাইয়ে হতে চলা ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার আমার শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।’ দীর্ঘ দুই দশকের কেরিয়ারে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন শরথ। তবে পাঁচবার অলিম্পিক খেলেও পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে গিয়েছে। শরথ বলেছেন, ‘আমি এশিয়ান গেমসেও পদক জিতেছি। কমনওয়েলথ গেমস থেকেও পদক পেয়েছি। কিন্তু অলিম্পিক পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে যাবে।’

শুভেচ্ছা

☺ **Amiya & Sathi (ফুলবাড়ি) :** শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল, শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'**, (Veg/N.Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **কৌশিকী ব্যানার্জী (দিদান) :** তোমার ৮ম জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা আদর। সুস্থ থেকো অনেক বড় হও। - **আম্মা, মা, বাবা (ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার), দাদান, দিদুন, মাম্মাম, মিন্নি, বড়দিমা, ছোড়দিমা, টুটামা, নানুমা, শিবযজ্ঞ, কোচবিহার।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **অনামিকা ও সন্দীপ (জল) :** জীবনে যা কিছু তোমরা চাও তা খুঁজতে গিয়ে লক্ষ রেখো কখনও যেন তোমাদের মাঝের ভালোবাসা ফুরিয়ে না যায়। একটি বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করার অর্থ হ'ল গতকালের স্মৃতি, আজকের আনন্দ, আগামীকালের আশা। তোমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। আমাদের মেয়ে জামাই-এর জন্য বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। **- হরিশ অধিকারী, লিলি অধিকারী, জলপাইগুড়ি।**

ছোটদের ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৫ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৩ এআইএফএফ জুনিয়ার লিগে ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগানকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন মহমেডানের কোচ মেহরাজের পুত্র মহম্মদ আহমেদ ওয়াডু।

ছন্নছাড়া ফুটবলে হারল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-০
এফকে আর্কাদাগ-১ (গুরবানভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

অ্যাওয়ে ম্যাচে চাই দুই গোল

এভাবেই বারবার আটকে গেলেন রাফায়েল মেসি বাউলিরা। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা, ৫ মার্চ : আইএসএলে যাবতীয় সম্ভাবনার শেষে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগকেই আঁকড়ে ধরেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কিন্তু এদিন নিজেদের ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে অত্যন্ত জোলো ম্যাচে এক গোলে হেরে সেই আশাও প্রায় নিভু নিভু।

ম্যাচ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ট্যাকলে মাটিতে পড়ে গেলেন সাউল ক্রেসপো। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর উঠলেন বটে কিন্তু তাঁকে আর সারা ম্যাচেই খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রেসপোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলও। বিরতির বাঁশি বাজার এক মুহূর্ত আগে রাফায়েল মেসি বাউলির একটা শট ছাড়া প্রথমার্ধে একটাও সুযোগ নেই অস্কার ব্রুজোঁর দলের। এমন নয় যে আর্কাদাগ দুর্দান্ত খেলেছে। অত্যন্ত হতশ্রী একটা ম্যাচে কাজের কাজটা শুধু তুর্কমেনরা করে গেল। ৯ মিনিটে ইয়াগলিচ গুরবানভের গোলটা হল হঠাৎই। হেক্টর ইউস্তের ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে যান তিরকিসভ সানাজার। তাঁর আড়াআড়ি বাড়ানো বল ধরেই যে তিনি সরাসরি গোলে শট মারবেন সেটা সম্ভবত লাল-হলুদ ডিফেন্সের একজনও আগাম আন্দাজ করতে পারেননি। সামনে লালচুংনুঙ্গা ট্যাপ করার চেষ্টাও করেননি, কেন কে জানে! ৪৪ মিনিটেই গুরবানভ ২-০ করে ফেলতে পারতেন। তাঁর হেড পা দিয়ে দারুণ আটকান প্রভসুখান সিং গিল।

এদিন ডেভিড লালহালসাঙ্গাকে নামালেনই না ব্রুজোঁ। তিনি যথারীতি দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকেই রাফায়েলের সঙ্গে রেখে শুরু করেন। ইস্টবেঙ্গলের দিমির মধ্যে কেন যেন সবুজ-মেরুনের তাঁরই নামের আর একজনের কোনও মিল নেই। গোল না পেয়ে যেখানে গত দুই মাস ধরে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফুঁসছিলেন সেখানে এই গ্রিক স্ট্রাইকারের কোনও হেলদোল আছে বলে তো মনে হয় না। তাঁর কাণ্ডকারখানায় সমর্থকরাও এতটাই বিরক্ত যে তাঁকে ৮৩ মিনিটে তুলে নিয়ে ক্লেইটন সিলভাকে নামানোর সময় তাঁদের হাততালি দিতে দেখা গেল। দিয়ামান্তাকোস ও রিচার্ড সেলিস যত অঙ্গভঙ্গি করেন তার ছিটেফোঁটাও যদি খেলতে পারতেন তাতে দলের উপকার হত। ৭০ মিনিটে সেলিস ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে যে হেড মিস করলেন তার কোনও ক্ষমা নেই। এটি ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় এবং শেষ সুযোগ। এরপরেই আর দেরি করেননি ব্রুজোঁ। তাঁকে তুলে পিভি বিষ্ণুকে নামান তিনি। তবে তিনিও থই খুঁজে পেলেন না। এই সময়টায় আর্কাদাগও যে আহামরি খেলছিল তা নয়। বরং বড্ড বেশি আল্ট্রা ডিফেন্সিভ খেলার ফলে ম্যাচের শেষদিকে ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট বেশি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, বল নিজেদের পায়ে রাখা বা প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে পৌঁছে যাওয়া আর গোল করার মধ্যে তফাত আছে। তুর্কিমেনিস্তান ফুটবলাররা কলকাতার গরমে ওই সময়ে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েন বলেও মনে হল। হাতে-পায়ে টান ধরায় বারবার বসে পড়তে দেখা গেছে তাদের ফুটবলারদের। ম্যাচের শেষদিকে ক্লেইটন অকারণে পা চালিয়ে হলুদ কার্ড দেখলেন। তাঁর কপাল ভালো, কাতারের রেফারি মহম্মদ আহমেদ আল সামারি তাঁকে লাল কার্ড দেখাননি। নিজেরা গোল করতে ঝাঁপানোর পরিবর্তে এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা কেন যে বারবার ফাউল করার ঝুঁকি নিয়েছেন তার ব্যখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এদিনের এই এক গোলে হারের পর ইস্টবেঙ্গলকে ১২ মার্চ আসকাবাদে গিয়ে অন্তত ২ গোলে জিততে হবে সেমিফাইনালে যেতে হলে। এক গোল করতে পারলেও টাইব্রেকার অবধি থাকবে আশা। তবে এদিন যেরকম ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল ইস্টবেঙ্গল, তাতে ওই ঠান্ডা ও লম্বা সফরের পর আশা না করাই ভালো।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, **রাকিপ (নীশু), হেক্টর, জিকসন, নুঙ্গা, মহেশ, সৌভিক, সাউল, সেলিস (বিষ্ণু), রাফায়েল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।**

রক্ষণ নিয়ে পরীক্ষায় বাগান কোচ মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : বুধবার সন্ধ্যা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সবে অনুশীলন শেষ হয়েছে। একে একে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজরা। সেই সময় প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের বাইরে হাজির বেশ কিছু ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামবে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দেখে এগিয়ে গেলেন বাগানের অজি তারকা জেসন কামিংস। লাল-হলুদ সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিষ্কার হিন্দিতে বলে উঠলেন, 'আরামসে আরামসে।'

লিগ শিল্ড জয়ের পর মোহনবাগান শিবিরে এখন ফুরফুরে পরিবেশ। তবে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কিন্তু গোয়া ম্যাচ নিয়ে বেশ সিরিয়াস। কার্ড সমস্যায় অধিনায়ক শুভাশিসকে পাচ্ছেন না তিনি। তাই ডিফেন্স নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছেন স্প্যানিশ কোচ। এদিন অনুশীলনে কখনও চার ডিফেন্ডার- রডরিগেজ, অ্যালড্রেড, আশিস রাই, আশিক কুরুনিয়ানকে খেলালেন। আবার কখনও আশিককে মাঝমাঠে রেখে তিন ডিফেন্ডারে খেলিয়ে দেখলেন তিনি। বুধবারও অনুশীলন করেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তিনি সাইডলাইনে রিহ্যাবে ব্যস্ত রইলেন। দলের গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেনকেও এদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন মোলিনা।

সম্ভাব্য ফাইনাল ৭ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : এবারও সুপার কাপের আসর বসছে ভুবনেশ্বরেই। উত্তরবঙ্গ সংবাদ আগেই জানিয়েছিল। বুধবার সেই খবরে সিলমোহর দিয়ে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২১ এপ্রিল। ফাইনাল সম্ভবত ৭ মে। এআইএফএফের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ১৬টি ক্লাব নিয়ে সম্পূর্ণ নকআউট ফর্ম্যাটে হবে এবারের সুপার কাপ। আইএসএলের ১৩টি ও আই লিগ থেকে ৩টি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

আর্থিক জরিমানা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ঘরের মাঠে ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে অস্বস্তি বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। এএফসি-র কোনও ম্যাচে অন্য প্রতিযোগিতার বিপণন আইনবিরুদ্ধ। সেই নিয়ম ভেঙেই শাস্তির কবলে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলের হোম ম্যাচ খেলে কলকাতার দুই প্রধান। এবারের আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সব হোম ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। তবে খেলা বাকি রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই সাইনবোর্ডগুলিও রয়ে গিয়েছে। এদিকে ইস্টবেঙ্গল এএফসি ম্যাচের আগে সেগুলি না খুলে তা কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়। তবে সমস্যা তৈরি হয় হাওয়ায় সেই কাপড় সরে যাওয়ায়। মাঠ পরিদর্শন করতে গিয়ে যা ম্যাচ কমিশনারের চোখে পড়ে। তারপরই এএফসি-র তরফে ইস্টবেঙ্গলকে জরিমানার কথা জানানো হয়। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও জরিমানার মুখে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। সবমিলিয়ে আর্থিক অঙ্কটা প্রায় পাঁচ লক্ষ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য ম্যাচের আগে আরও ভালোভাবে বিজ্ঞাপনগুলো ঢেকে দেওয়া হয়।

সায়নের ৪ শিকার

কোচবিহার, ৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প ৩ রানে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে কোচিং ক্যাম্প ৩৬.১ ওভারে ১২৮ রানে অলআউট হয়। দীপ ডাকুয়া ২৫ রান করেন। দীবাকর ভাদুড়ির শিকার ১৫ রানে ৪ উইকেট। জবাবে তুফানগঞ্জ ৩৮.২ ওভারে ১২৫ রানে গুটিয়ে যায়। বিক্রমজিৎ দাসের অবদান ৫৬ রান।

ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

উত্তরের খেলা

২২ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা। বৃহস্পতিবার খেলবে ভারতী সংঘ ও এমজেএন ক্লাব।

ট্রায়ালে ৩

আলিপুরদুয়ার, ৫ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের ক্রিকেটে রাজ্য দল গঠনের ট্রায়াল হতে ৭-১২ মার্চ হবে। সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার ৩ জন সুযোগ পেয়েছে। তারা হল ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিখা শীল ও স্নেহা সাহা এবং প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সঙ্গীতা বাসফোর।

বাংলার ট্রায়ালে জেলার ৪

জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ : মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে রাজ্য দল গঠনের ট্রায়ালে জলপাইগুড়ির চারজন সুযোগ পেয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেছেন, 'জলপাইগুড়ির শিখা শীল, স্নেহা সাহা, সঙ্গীতা বাসফোর এবং পাপিয়া দাস বাংলা মহিলা ক্রিকেট সিলেকশনের ট্রায়ালে সুযোগ পেয়েছে। আশা রাখছি সকলেই মূল দলে সুযোগ পাবে।'